আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

অখিলমঙ্গলবিধায়ক পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার করুণায় 'আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ, তৃতীয় খণ্ড' প্রকাশিত হ'ল। এই খণ্ডে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রদত্ত বাংলা বাণীসমূহের ১৫৫৭ থেকে ১৯৯০ নম্বর পর্য্যন্ত বাণী আছে। ১৮২৫ (ক) সংখ্যায় একটি বাণী থাকাতে এ-গ্রন্থের মোট বাণীসংখ্যা হ'ল ৪৩৪। প্রথমটি তিনি বলেন ২২।৭।১৯৪৯ তারিখে বেলা ১১-৩০ মিনিটে এবং গ্রন্থের সর্ব্বশেষ বাণীটি প্রদত্ত হয় ১১।৪।১৯৫০ তারিখে বেলা ৯-৪০ মিনিটের সময়। উল্লেখ্য যে, ১৫৫৭ নম্বর থেকে পরবর্ত্তী বাণীগুলি 'ধৃতি-বিধায়না ১ম খণ্ড' থেকে সুরু করে পরের অন্যান্য গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ব্বে-প্রকাশিত দুইটি খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডেও আছে ধর্ম্ম, দর্শন, ভক্তি, প্রবৃত্তিনিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা, রাজনীতি, বর্ণাশ্রম, বিবাহ, প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের অভ্রান্ত পথনির্দ্দেশ। 'যতি-অভিধর্ম্ম' পুস্তকে প্রকাশিত প্রায় সব কয়টি বাণী এবং 'সৎসঙ্গ কী চায়' সংজ্ঞক বাণীটি এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তা' ছাড়া "শ্রামণ-অভিজ্ঞান", "জাতীয় জীবনে পঞ্চদশী", "পুরপরিকল্পনার কয়টি প্রতিপূরক" এবং "অষ্টানুচর্য্যা" শীর্ষক বিশেষ বাণীগুলিও এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে। ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাকল্পে শ্রমণব্রতে অভিষিক্ত হ'য়ে চলতে ইচ্ছুক যারা তাদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে প্রদত্ত কয়েকটি বাণী শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং "শ্রামণ" সংজ্ঞায় অভিহিত করেছেন। সেগুলিও এই গ্রন্থ-মধ্যেই সন্নিবেশিত হ'ল। সর্ব্বজনকল্যাণকর তাঁর প্রতিটি বাণীই নিজ শৈলীতে, স্বমহিমায় এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অনুপম এবং সমুজ্জ্বল।

'আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ'-গ্রন্থমালা সম্পর্কে বক্তব্য যা' তা' প্রথম খণ্ডের

ভূমিকাতেই লিখিত হয়েছে। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আর্য্যপ্রাতিমোক্ষ-পাঠে মানুষ বোধিমান কল্যাণকর্ম্মা, তথা সর্ব্বতোভাবে ইষ্টপ্রীত্যর্থী হ'য়ে উঠুক—দয়ালের রাতুল চরণকমলে এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১৩ই চৈত্র, ১৩৮১, দোলপূর্ণিমা
ইং ২৭।৩।১৯৭৫

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

ব্রহ্মজ্ঞান মানেই
সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের মধ্য-দিয়ে
সাধারণ তথ্য নির্ণয়ে
যা'-কিছু প্রত্যেকের উপাদান-সামান্যে
উপনীত হওয়া বা তা' নির্ণয় করা,
আর, এই উপাদান-সামান্যের ভিতর-দিয়ে
অন্যের সাপেক্ষিকতায়
নিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্যে উপনীত হ'য়ে
তা'র তাহাত্ম বা তত্ত্বকে
সম্যক বোধের ভিতর নিয়ে আসা—
অর্থাৎ, প্রতি-বৈশিষ্ট্যকে অন্যের সাপেক্ষে
এবং নিরপেক্ষভাবে জানা ;
ব্রহ্মজ্ঞান
কোন একটার একপেশে ভাব বা গোঁ নয়কো,
বরং সর্ব্বসম্বর্দ্ধনী পরম জ্ঞান,
আর, ব্রহ্মজ্ঞান মানেও বৃদ্ধির জ্ঞান,
"সমং সর্বেবষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥"
—ঐ ঈশ্বরকে সাম্যে দেখা—
প্রতিবৈশিষ্ট্যে,
সাপেক্ষিক নিরপেক্ষতায়,—
বিনষ্ট হ'চ্ছে এমনতর যা'রা
তা'দের ভিতরে

অবিনাশীকে উপলব্ধি করা,
বৈষম্যকে সাম্য ধ'রে নয়কো—
বরং প্রতিবৈশিষ্ট্যে উপনীত হ'য়ে,
বিরুদ্ধ বা বিপরীতকে অবিরুদ্ধ ধ'রে নয়কো,
অসঙ্গতকে সঙ্গত ব'লে চালিয়ে নয়কো,
বরং যা'র সঙ্গে যা'র সঙ্গতি
তা'কে তেমনি ক'রে জেনে বা নিয়ে—
তা'র ভিতরে তত্তৎ রকমে
সর্ব্ব একের সেই এক ঈশ্বরকে উপলব্ধি ক'রে। ১৫৫৭।
২২।৭।৪৯, বেলা ১১-৩০

যা'তে মানুষ বাঁচে-বাড়ে
তা'র সত্তাপোষণী যা'-কিছু সব নিয়ে—
সংহতি-সহকারে—
উপভোগে দুর্ভোগগ্রস্ত না হ'য়ে,
দৈনন্দিন জীবনে তা'ই করাই ধর্ম্ম—
মোক্তা কথায়। ১৫৫৮।
২৫।৭।৪৯, বেলা ১১-৩৫

ললিত-গম্ভীর, প্রীতি-সমুজ্জ্বল
শ্রদ্ধার্হ-সুন্দর যতই হ'য়ে উঠবে তুমি—
অন্তর্নিহিত প্রিয়-পরিচর্য্যায় অচ্যুত অনুরাগে
ব্যক্তিত্বটা তোমার দেবাশিস-মণ্ডিত
হ'য়ে উঠবে ততই। ১৫৫৯।
২৫।৭।৪৯, বেলা ১২টা

প্রত্যাশা ও প্রবৃত্তি-মমতা
প্রিয়কে

অনুভব ও উপভোগ ক'রতে দিতে চায় না—
ঐ চিন্তাই
চক্ষুতে এমনতর আবরণ সৃষ্টি করে
যা'তে দেখতে পায়—
প্রিয়র জাজ্জ্বল্যমান স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ
একদেশদর্শিতা,
—তাঁ'র স্ফূর্ত্ত সম্বেগকে তিমিরত্রাসী
ক'রে তোলে,
সান্নিধ্য সন্তাপই সৃষ্টি করে,
প্রবঞ্চনাই তা'র প্রাকৃতিক প্রাপ্তি। ১৫৬০।
২৫।৭।৪৯, রাত্র ১০-৪০

সত্তা-সম্বর্দ্ধনের বিরোধী যা',
যা' অন্যায়, আতঙ্কের যা',
তা'কে যদি অঙ্কুরেই নিরোধ না কর—
তা' যে সত্বরই তোমাকে
শঙ্কিত ক'রে তুলবে—
ঐকান্তিকতাকে প্রবঞ্চিত ক'রে
—তা' কিন্তু নেহাতই ঠিক। ১৫৬১।
২৬।৭।৪৯, দুপুর ১২-৩৫

প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রতার উৎক্ষেপী আগ্রহে
প্রকৃতি-বৈষম্যের ভিতর-দিয়ে
অনীপ্সিত অকস্মাৎ জনন যা'—
তা'কেই ব'লতে পার তুমি
ব্যত্যয়ী বা আকস্মিক জনন,
আর, বিধি-নিয়ন্ত্রণে

প্রকৃতি-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
স্বষ্ঠু ঈপ্সায়
সন্তান-কামনায় যে-সন্তান—
তা' কিন্তু আকস্মিক নয়কো,
বরং প্রকৃতি-পরিস্রুত পুণ্য জন্ম ;
পুণ্য জন্ম যা'দের—
তা'রা ধীর, বিবেচক, উৎসনিষ্ঠ,
সন্ধিৎসু, দক্ষচক্ষু, স্থৈর্য্যসমন্বিত,
নিরন্তরতাযুক্ত, দৃঢ়কর্ম্মা, বিধিদ্রষ্টা,
পুণ্য ও তেজোৎকর্ষী হ'য়ে থাকে,
তা'দের প্রকৃতিগত স্বভাবই এমনতর ;
আর, ঐ ব্যত্যয়ী বা আকস্মিক জন্ম যেখানে—
বিচ্ছিন্নমতি, আত্মম্ভরী, সত্তাশোষী,
আক্ষেপী-স্নায়ুসমন্বিত হয় ব'লে
সেখানে
উগ্রকর্ম্মা, উত্তেজিত, ক্ষীণমস্তিষ্ক
বা অলস, অবসন্ন, প্রমত্ত প্রকৃতিই
প্রসূত হ'য়ে থাকে,
তা'রা হয় সাধারণতঃ
ভড়ংওয়ালা, উচ্চপদপ্রয়াসী,
যা'র দরুন
নিজের অন্তর্নিহিত দৈন্যকে প্রলেপ দিয়ে
বাইরে মনীষার জাঁকজমক নিয়ে
চ'লতে চায় ;
আবার, পুরুষই হোক বা স্ত্রীই হোক,
বিকেন্দ্রিক, ব্যত্যয়ী
দুঃস্থ ঐকান্তিকতা যা'দের—

তা'দেরও মন ও মস্তিষ্ক
অমনতরই হ'য়ে থাকে। ১৫৬২।
২৬।৭।৪৯, রাত্রি ৮-২০

স্ত্রী-পুরুষের ভিতর প্রকৃতিগত বৈষম্য
যেখানে যতটুকু যেমন ক'রে
যে-রকমে—
সন্তানের ভিতরেও অসমঞ্জসভাবে
নানান ধাঁজে
তা'রই উৎপত্তি হ'য়ে থাকে
দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু সাধারণতঃ—
এমন-কি, স্বাস্থ্য ও আয়ু পর্য্যন্ত,
তাই, মিলনে আগ্রহ-উদ্দীপ্ত
প্রকৃতিগত সশ্রদ্ধ সামঞ্জস্য যেমনতর—
সন্তানে তা'র সব নিয়ে
সুষ্ঠু সমাবেশও তেমনতর। ১৫৬৩।
২৬।৭।৪৯, রাত্রি ৮-৫০

তোমার যা' আছে—
প্রীতি-উদ্দীপী যদি তোমার কাছে
তা'কে মনে কর—
আবেগভরে ব'লতে চাও যদি তা' বল,
কিন্তু দেখো, সে-বলা যেন
অন্যকে খাটো না করে,—
বরং তোমার বলার জলুসে
অন্যেও যেন উজ্জ্বলতর হ'য়ে ফুটে ওঠে,
আগ্রহোদীপ্ত হ'য়ে ওঠে

তোমার প্রতি সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমে,
আর, ওখানেই হ'চ্ছে তোমার
বাক্-কুশলতা—
বাক্-শিল্পী তুমি। ১৫৬৪।
২৬।৭।৪৯, রাত্র ১০-১৫

তুমি যা' জান না,
অনুভূত নয় যা' তোমার—
সে-সম্বন্ধে বৃথা অভিমত প্রকাশ করা
তাপপ্রসূ পাপ,
কারণ, ঐ অভিমত দ্বারাই
অভিভূত হ'য়ে যা'রাই চ'লবে,
বঞ্চিত হবে তা'রা নিজেরাও—
অন্যকে ক'রবে ততোধিক,
আর, সত্যকে অবজ্ঞায় আস্তাকুঁড়ে
ফেলে দেওয়া হবে। ১৫৬৫।
২৭।৭।৪৯, সকাল ৫-৫৫

সুষ্ঠু বৈশিষ্ট্যপালী ধর্ম্মদ
যে-কেউ যে-কোন পন্থী
হোক না কেন—
তা'দিগকে আত্ম ব'লেই গ্রহণ ক'রো,
ব্যবহার ক'রোও তেমনি
সুষ্ঠু সৌজন্যপূর্ণ বিহিত সম্মানে,
বিকৃতি ও বিপর্য্যয় নিজেদের ভিতর এলে
আত্মপ্রীতিবশবর্ত্তী হ'য়ে
যেমন সেগুলির নিরোধপ্রয়াসী হও তুমি—

উন্নতির পরিপন্থী ব'লে,
যা'দিগকে আপনজন বিবেচনা কর—
আত্ম ব'লে গ্রহণ ক'রে তৃপ্তি পাও
যা'দিগকে—
সৌজন্যপূর্ণ বিহিত সম্মানের সহিত
সেখানে তেমনিই ক'রো,
মনে রেখো,
শুভপ্রসূ সহযোগী এমনতর সঙ্গতি
স্বর্গীয় আশিসবাহী। ১৫৬৬।
২৭।৭।৪৯, সকাল ৭-৩০

সৎ-আচার্য্য বা তথাগত যাঁ'রা
তাঁ'রা চিরদিনই এক,
একবার্ত্তাবাহী,
প্রজ্ঞার বিভিন্ন অধ্যায় মাত্র—বিভিন্ন রূপে,
তাই, তোমার কাছে উল্লঙ্ঘনীয়
কেউই ন'ন কিন্তু,
আবার, ঐ লঙ্ঘনবুদ্ধি যা'দের যেমনতর—
বঞ্চনার বেড়াজালে প'ড়ে
বিপত্তির 'অধিবাসীও হয়
তা'রা তেমনতর। ১৫৬৭।
২৭।৭।৪৯, সকাল ৭-৫৫

প্রবৃত্তি-প্ররোচিত লুব্ধ কাম
আক্ষেপী উদ্যমে
সামঞ্জস্যহীন দিশেহারা হ'য়ে
যখন চ'লতে থাকে,—

সে তখন তা'রই উপঢৌকন সংগ্রহে
ব্যস্ত হ'য়ে চলে—
ঐ চর্য্যানিরত বিবেকের হাত ধ'রে,
আর, তা' যখন সংযত—
তখনই আসে তা'র স্বাভাবিক
প্রয়োজনানুপাতিক পরিবেষণ,
আর, এই হ'চ্ছে সুষ্ঠু সংস্থিতি
যা' উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
শ্রদ্ধার্হ ফুল্ল বিকাশে—
তৃপ্তি-আমন্ত্রণে। ১৫৬৮।
২৭।৭।৪৯, রাত্র ৮টা

বাঁচতে দাও,
জীবন-তর্পণে বঞ্চিত ক'রো না কাউকে। ১৫৬৯।
২৮।৭।৪৯, বেলা ১১-২০

রক্তবিদ্রোহ আনতে পার
বোঝা গেল,
কিন্তু ক্ষরিতরক্ত যা'রা,
মুমূর্ষু যা'রা—
তা'দিগকে কি এমন জীবন-প্লাবনে
উচ্ছল ক'রে তুলতে পার
যা'তে এই রক্তমাংসসঙ্কুল দেহে
জীবন-জলুসে জীবন্ত থেকে
জীবনকে উল্লাস-চলনে
উপভোগ ক'রতে পারে?
ভেবে দেখো আগে—

তা' পার কিনা,
যদি তা'ই পার
তবে রক্তবিদ্রোহ কেন ?
উল্লাস-অনুপ্রাণনায় কেন তা' পারবে না ?
তোমার পারগতা কি স্তব্ধ ওখানে ?
তা'ও ভেবে দেখ,
ওই অতটুকুতেও যদি সার্থক ক'রে
তুলতে না পার
উচ্ছল প্রাণন-আবেগে
—তবে কি সেটা সন্দেহের নয় ?
পারবে যা' ভাবছ—
তা'র অন্তরালেই কি লুকিয়ে নাই সেটা ?
তবে কেন ?
যা'দের অমন ভাবছ—
তোমার আশিস্-অনুকম্পা থেকে
তা'দেরই বা কেন বঞ্চিত ক'রতে চাও ?
তোমার প্লাবন যদি
অমৃতনিষ্যন্দী খরস্রোতা হয়—
তা'তে ভেসে যাবে সবই,
জীবনও পাবে সবাই। ১৫৭০।
২৮।৭।৪৯, বেলা ১১-২৫

শোন আবার বলি,
নিশ্চয় অতিনিশ্চয় ক'রে ব'লছি—
তোমার উদ্দীপ্ত অচ্যুত ইষ্টানুরাগ
অকম্পিত গম্ভীর আবেগোচ্ছল হ'য়ে—

দৈনন্দিন প্রতি কর্ম্মজীবনে
ধর্ম্মানুসৃত বাক ও আচার
যতই বোধে, ব্যবহারে
কুশল তাৎপর্য্য নিয়ে চ'লতে থাকবে—
প্রীতিকল্লোল আলিঙ্গনে,—
মঙ্গল আশিস্-হস্তে তোমাকে
অনুসরণ তো ক'রবেই,
আরও, শ্রেয়োবর্ষণ-পরিবৃত হ'য়ে
শ্রদ্ধার্হ জলুসে লোককল্যাণে
বিচ্ছুরিত হ'তে থাকবে তুমি,
কল্যাণ-কলোচ্ছল হ'য়ে চ'লবে
লোকজীবন। ১৫৭১।

২৮।৭।৪৯, রাত্র ৯-৪০

তুমি অচ্যুত ইষ্টানুগ হও—
সম্প্রীতির অন্তঃকরণে
দৈনন্দিন জীবনে
প্রতি কর্ম্মে সত্তাসম্বর্দ্ধনী ধর্ম্মনীতিকে
পরিপালন কর,
তোমার বোধ, কর্ম্ম, সেবাপরায়ণ নিয়ন্ত্রণ
পরিবেশে
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
শুভ-সংবর্দ্ধনী হ'য়ে
সংহতি-সংবদ্ধতায়—
যা'তে সুষ্ঠু সংস্থিতি লাভ করে
কুশল-কৌশলে
তা'ই ক'রে চল,

শ্রেষ্ঠ বা ইষ্ট
তোমার চরিত্রে
জীবন্ত হ'য়ে
এমন জলুস বিকীর্ণ করুন
যা'তে তোমার পরিবেশ
প্রীতি-সঙ্গতিতে চক্ষুষ্মান জ্ঞানে
সমৃদ্ধ হ'য়ে চলে,
সত্য, সন্ধিৎসা, সত্তাসম্বর্দ্ধনী সেবা
কৃষ্টিবৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে
অভিষিক্ত ক'রে তুলুক তোমাকে
স্বর্গীয় সম্পদে—
পরমপিতার কাছে
এই আমার আকুল প্রার্থনা,
তোমার চরিত্র, ব্যবহার ও কর্ম্ম
তাঁ'র পূজায় নন্দিত হ'য়ে উঠুক—
আশিস্-উদ্বুদ্ধ ক'রে
তোমার পরিবেশের প্রত্যেককে। ১৫৭২।
২৯।৭।৪৯, সন্ধ্যা ৬-৪৫

মানুষ যখন একা—
আত্মসমর্থন বা আত্মরক্ষণে
সে ততই চাতুর্য্যপূর্ণ দক্ষকুশল
ও সবল-সম্বেগী হ'য়ে ওঠে,
তা'র যোগ্যতার চরম প্রয়োগে
মরিয়া ক'রে তোলে তা'র জীবনাবেগ
জীবনে স্বাধিষ্ঠিত রাখতে—

পরিপোষক সমর্থন ও সহযোগী
সংগ্রহ ক'রে। ১৫৭৩।
২৯।৭।৪৯, রাত্র ৮-৫০

উৎকর্ষী চলনকে যতই
অপমানিত, অবদলিত
বা অবজ্ঞা ক'রবে—
সেই কর্ম্মফল দৈবী দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে
পৈশাচিক কূট কটাক্ষে
তোমাদের কাছে এগিয়ে
আসবেই কি আসবে—
তোমাদেরই প্রবৃত্তিতে আবিষ্ট হ'য়ে,
ঐ তোমাদেরই বৈশিষ্ট্যে উপবিষ্ট
সত্তাসম্বর্দ্ধনাকে পদদলিত ক'রতে-ক'রতে। ১৫৭৪।
২৯।৭।৪৯, রাত্র ৯-৩৫

যে ঢং-এ যে-বাদেরই
আন্দোলন কর না কেন—
তা' যদি তোমার স্বীয় বৈশিষ্ট্য
ও কৃষ্টির পরিপন্থী হয়,
যা'তে তোমার ভাবানুকম্পিতা
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে সংস্কারে
বাস্তব হ'য়ে চ'লেছে—সপরিবেশে—
তা'র পরিপোষক, পরিপূরক
ও উৎকর্ষী পরিবর্দ্ধনী না হয়,—
তা'তে কিন্তু তুমি, তোমার বৈশিষ্ট্য,
কৃষ্টি, সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্র

বিক্ষুব্ধ ও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে চ'লবে,
তুমি পারবে না—
স্ববৈশিষ্ট্যে একটা অটুট-সংহতি নিয়ে
উৎকর্ষী সম্বর্দ্ধনায় স্বচ্ছল ক'রে তুলতে
তোমার সংহতিকে,
বিদ্যাবত্তা যতই ফলাও,
আন্দোলন যতই কর,—
দল ও দলের যতই মহড়া দিয়ে
চল না কেন,—
নিজের সত্তাকে বিকিয়ে
অন্যের আহার্য্য হ'য়ে তোমাকে চ'লতে হবে,
তা'তে লাভ—
যে-বাদের পৌরোহিত্য ক'রে তুমি চ'লেছ
সেই বাদের বাদীদিগের
আর তোমার
গতি হবে অন্ধতর হ'তে
অন্ধতমের আরোতে। ১৫৭৫।
৩০।৭।৪৯, বেলা ৮-৩০

নিজের বৈশিষ্ট্যকে বিদলিত ক'রে
সত্তাকে জলাঞ্জলি দিয়ে
বিশ্বে প্রতিষ্ঠার প্রলোভনে
যতই বিশ্বপ্রেমিক হ'য়ে চ'লতে থাক,—
সে-প্রেম বৈশিষ্ট্যপালী নয়কো,
সত্তাপালী নয়কো,
অনুপূরক নয়কো,
জীবনীয় নয়কো,

সত্তাকে সচিৎ ক'রে
চৈতন্যে উত্থিত ক'রে
তুলতে পারে না কিন্তু,
ও-প্রেম ডাইনী চক্ষুর আকর্ষণে
অবাধ্য টানের মত
তোমার যা'-কিছুকে নিয়ে
সর্ব্বনাশে সবহারা ক'রে
বিলোপী মন্ত্রে
অভিষিক্ত ক'রে তুলবে তোমায়,
যে-প্রেম
স্বীয় ইষ্ট-কৃষ্টিকে অবজ্ঞা ক'রে
সত্তাকে অবলুপ্তির পথে নিয়ে যায়—
সেটা কিন্তু প্রেম নয়,
প্রবৃত্তির ডাইনী টান,
প্রেমের প্রকৃতিই হ'চ্ছে—
সপরিবেশ নিজেকে সমষ্টি-একত্বে
উদ্ভিন্ন ক'রে
প্রীতিসম্বর্দ্ধনায়
আদর্শে ভূমায়িত হওয়া—চেতন-সমুত্থানে ;
—তাই, বৈষ্ণব কবি ব'লেছেন
"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ইহা ভুলি গেলা
মায়া পিশাচী তার গলায় বেড়িলা"। ১৫৭৬।
৩০।৭।৪৯, বেলা ৯-৩০

মানুষের মনোবৃত্তির
যা' পরিপোষক নয়—

সাধারণতঃ তা' সে পছন্দ করে না—
এমন-কি, সত্তা-সম্বৰ্দ্ধনী হ'লেও। ১৫৭৭।
৩০।৭।৪৯, বিকাল ৫টা

স্ত্রীলোকই হোক আর পুরুষই হোক
সে যদি সর্ব্বতোভাবে প্রেষ্ঠপ্রাণ না হয়—
সক্রিয় চলনে,
তাঁ'কেই সর্ব্বতোভাবে যদি
আত্মস্বার্থ ক'রে তুলতে না পারে—
নিতান্তই ঐকান্তিকতা নিয়ে,
এমনতর যে বা যা'রা তা'দের কিন্তু
প্রবৃত্তি সম্বদ্ধ হ'তে পারে—
এমনতর উপযুক্ত শ্রেয় বা প্রেয়তে
সম্বন্ধান্বিত হওয়া ভাল—
যেমন পরিণয়-সম্বন্ধ,
তা'তে তা'রা খানিকটা সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে
চ'লতে পারে জীবনে,
নয়তো, ঐ চলন
একঘেয়ে কৃতঘ্নী অধঃপাতের
লোভানী সাথিয়া হ'য়ে
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টের পূতিগন্ধী গহ্বরে
নিয়ে যেতে পারে প্রায়শঃ। ১৫৭৮।
৩০।৭।৪৯, সন্ধ্যা ৬-২৫

যা'রা চতুর অথচ শাতনপ্রবৃত্তিযুক্ত,
দুঃশীল, অননুপূরণী ছদ্মসৎ,—
তা'রা

শিষ্ট যা'রা তা'দিগকে
তা'দের আদর্শ, কৃষ্টি বা শ্রেষ্ঠের প্রতি
শ্রদ্ধার ভাঁওতায়
নীতির সমালোচনার ভিতর-দিয়ে
একটু-একটু নিন্দা ক'রতে থাকে,
আর, দেখতে থাকে—ঐ উপলক্ষ্য তা'র
তা'তে কেমন সাড়া দেয় ;
ঐ সাড়াটা
যত তা'দের আশাপ্রদ হ'তে থাকে,—
ঐ নিন্দাকে একটু-একটু ক'রে
ফেনিয়ে বা জোড়াতাড়ায় লম্বা ক'রে—
ক্রমশঃই সেই উপলক্ষ্যকে
অভিভূত ক'রতে থাকে তা'রই বাঁধনে
কখনও একক, কখনও আসর জমিয়ে,
যে ঢং-এ যে-প্রবৃত্তির ইন্ধন জুগিয়ে
বা পরিপোষণে সেটা ক্রমশঃ
সম্ভব হ'য়ে উঠছে,
তা'র পক্ষে আশাপ্রদ হ'য়ে উঠছে—
তেমনি ক'রেই এগিয়ে
বান্ধবতার সৃষ্টি ক'রতে থাকে,
আর, ক্রমশঃ ঐ উপলক্ষ্যের নিষ্ঠা
যা'তে ছিল—
তা' হ'তে দূরে সরিয়ে
সঙ্গচ্যুত করে,
হৃদয়খোলা ভাবের অপলাপ করে,
নিন্দাবাদে অভিভূত করে,
নিন্দক ক'রে

আত্মসাৎ ক'রতে থাকে ক্রমচলনে,
এমনি ক'রেই তা'কে নিজের
বৃত্তি-উপভোগী ইন্ধন ক'রে
বা আহার্য্য ক'রে পেয়ে বসে,
মুখ্য হ'য়ে উঠতে চায় তা'র জীবনে,
আর, যা'তে সে নিষ্ঠান্বিত ছিল
তা' হ'তে
আচারে, ব্যবহারে, কথায়-কাজে
এমন কৃতঘ্নী দূরত্ব সৃষ্টি করে—
দরদ দেখিয়ে,—
সেবা দিয়ে, স্বার্থের লোভানি দিয়ে,—
বজ্রনির্ঘোষী অভিঘাত ছাড়া
তা' হ'তে রেহাই পাওয়া দুষ্কর ;
তাই, অবস্থা বুঝে
দেখে-শুনে হিসাব ক'রে
তোমার ব্যবহার ও চলনা
কোথায় কেমনতর হবে
সেটা ঠিক ক'রে নিও,
নয়তো, ডাইনী আকর্ষণে তোমার
অন্তর্দেবতার উচ্ছেদ হ'য়ে
বিচ্ছেদ ও বিপর্য্যয়ে
সর্ব্বনাশেরই অধিকারী হবে কিন্তু ;
মনে রেখো, যা'রা সৎ তা'রা তোমার
সত্তাসম্বর্দ্ধনী শ্রেষ্ঠ, আদর্শ বা ইষ্টের প্রতি
তোমার প্রীতির
সক্রিয়ভাবে অনুপূরক হবেই কি হবে,

প্রেষ্ঠে তোমার প্রীতিকে প্রবাহপুষ্ট ক'রে
তুলবেই কি তুলবে,
আর, এই অনুপূরণতা যেখানে অবলাঞ্ছিত
সেখানেই সন্দেহের ;
আরও মনে রেখো—
সরল বিশ্বাস মানে যদি
মূঢ় আবেগ বা আনতি হয়—
যা'তে অচ্যুত নিষ্ঠা নাই, সঙ্গ নাই,
সন্ধিৎসা নাই, সেবা নাই,
বোধ নাই, প্রত্যয় বা পরাক্রম নাই,
অন্যায়ে নিরোধ নাই—
সে-বিশ্বাস স্খলনশীল তো হবেই—
যে যেমন তা'কে হাতাতে পারবে,
কারণ, তা'রা প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ দুর্ব্বলমনাই
প্রায়শঃ। ১৫৭৯।
৩০।৭।৪৯, রাত্র ৭-৪০

লুব্ধ উচ্ছল প্রবৃত্তি-উপভোগ-প্রয়াসী
যতক্ষণ তুমি—
তা'র আশ্রয় যে, তা'র প্রতি
বিশেষ পরিচর্য্যা তোমার থাকবেই কি থাকবে,
আর, তা' যতই সংযত—
তোমার পরিবেশে
তোমার স্বাভাবিক পরিচর্য্যা
তত স্বতঃ হ'য়ে চ'লবে—
যা' সবাইকে পরিবেষণ ক'রবে
তোমার সাধ্যমত—

তা'দের স্বাভাবিক প্রয়োজনপূরণের
দিক দিয়ে ;
এক-কথায়, তুমি
যেখানে যেমন কেন্দ্রায়িত, সংহত—
সক্রিয় অনুরাগে—
তা'কে কেন্দ্র ক'রেই তোমার
আচার, ব্যবহার, সেবা, সন্ধিৎসা ও সন্দীপনা
তেমনিভাবেই চ'লতে থাকে,—
তা' প্রবৃত্তির দিক দিয়েই হোক
বা ভক্তির দিক দিয়েই হোক। ১৫৮০।
৩০।৭।৪৯, রাত্র ৮-২৫

জনমতের মানদণ্ডে ফেলে কি
ব্রহ্মজ্ঞানীকে সাব্যস্ত করা যায়?
—তা' যায় না,
বরং অনুরাগ-আবেগে
সক্রিয় অনুসরণের ভিতর-দিয়ে
তাঁ'র তথ্যগুলিকে উপলব্ধি ক'রে—
প্রত্যক্ষীভূত ক'রে—
তাঁ'র জ্ঞানের জলুস বোঝা যেতে পারে—
তাঁ'র স্বচ্ছল চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
অন্তরে প্রকট যা' হয়—
প্রণিধানে প্রত্যক্ষীভূত ক'রে—
প্রত্যয়ে এনে তা',
ব্রহ্মজ্ঞানী কেন,—যে-কোন জ্ঞানীকে

জানতে হ'লেই তাই ক'রতে হয়—
'তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'। ১৫৮১।
৩১।৭।৪৯, বেলা ৯-৩৫

তোমার চক্ষুর অন্তরালে
যে-অবস্থা বা ভাব
তোমার মস্তিষ্কে
যে-রেখাপাত ক'রে রাখে—
ঐ ভাবসম্বন্ধ বোধপাতে,—
যা' আবার তোমারই জানার আড়াল থেকে
বাহিরের সেই জাতীয় সংঘাতে
ফুটে ওঠে—
চিন্তায়, চরিত্রে, কর্ম্মে,—
তা'ই হ'চ্ছে অদৃষ্টের রেখা
বা অদৃষ্টের লেখা। ১৫৮২।
৩১।৭।৪৯, বেলা ১১-৫

প্রিয়র প্রীতিকথা বা গুণকথা নিয়ে
অসূয়াপরবশ না হ'য়ে
পারস্পরিক আলোচনায়
যে তৃপ্তি-উৎফুল্ল ভাব
জাগ্রত হ'য়ে ওঠে অন্তরে—
সেবায়, ব্যবহারে, বাক্যে, চালচলনে,
সন্ধিৎসা-শুশ্রূষু প্রীতিপ্রবাহ নিয়ে,—
তা'র ভিতর-দিয়ে
প্রবৃত্তিগুলির কেন্দ্রায়িত সার্থকতায়
এমনতর বোধোদ্দীপনা এসে উপস্থিত হয়—

আৰ্য্য-প্রাতিমোক্ষ

যা'তে একটা স্বতঃ সহজ উৎসারণায়
জ্ঞান ও অনুরাগের উদ্‌ভব হ'য়ে ওঠে
—যা'র অনতিদূর আওতার ভিতরই থাকে
ব্রাহ্মী-সম্বিৎ। ১৫৮৩।
৩১।৭।৪৯, বেলা ১১-২৫

অণিমা মানে বাঁচা ও বাঁচানর তুক—
সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে হ'য়ে—ক'রে
কোন্ অবস্থায়, কেমন ক'রে, কিসে
বাঁচা যায় ও বাঁচান যায়—
তা'র তুকগুলি আয়ত্ত করার ন্যাক,
লঘিমা মানে শরীর-মন পাতলা থাকা—
প্রবৃত্তি-ভারাক্রান্ত হ'য়ে না থাকা,—
এমন কিছু করা নয় যা'তে শরীর ও মন
ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে,
ব্যাপ্তি মানে
সত্তাসম্বর্দ্ধনী সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
সবারই বাঞ্ছিত হ'য়ে
চলার তুক,—
সবারই অন্তরে নিজেকে ব্যেপে ফেলা,
প্রাকাম্য মানে প্রকৃষ্টভাবে কামনা করা
তা'র মানেই হ'চ্ছে
যা' ক'রতে চাচ্ছ
তা' ক'রতে
কোথায় কেমন ক'রে
কোন রকমে হ'তে পারে

তা'র সব ফন্দীফিকিরগুলি
আঁটঘাট বেঁধে
অন্তঃকরণে জীবন্ত ক'রে তোলা—
আর, ঐ চাহিদায় বা কামনায়
তা'র সব-কিছু নিয়ে
এমনতর আবেগোচ্ছল হওয়া
যা'তে প্রকৃষ্টভাবে তা' সম্ভব হ'তে পারে,
মহিমা মানে পূজার ভাব, সম্বর্দ্ধনার ভাব
সক্রিয়ভাবে অন্তরে আগ্রহ-উচ্ছল হওয়া,
আর, ঈশিত্ব মানে হ'চ্ছে
প্রভুত্ব, আধিপত্য বা আয়ত্তের ভাব,—
যা'-কিছু ক'রবে তা' পেতে হ'লে
যেমনতর হ'তে হয়—
কাঁটায়-কাঁটায় বা কানায়-কানায়
তা' হওয়া,

তা'র পরেই হ'চ্ছে বশিত্ব—
বশ করার ভাব—যা'তে যা'র প্রয়োজন,—
বা যে-পরিবেশে আছ তা'কে যেমন ক'রে
যেভাবে বশ ক'রতে পারা যায়
সেই তুক ও তাকে তা' ক'রে
বশীভূত করা—আয়ত্তে আনা—
তা' নিজের বেলায়ও যেমন
অন্যের বেলায়ও তেমনি,
কামাবশায়িতাই হ'চ্ছে
ইচ্ছানুরূপ
নিজেকেই হোক আর অন্যকেই হোক
ক'রতে পারা—

আবেগ-আবেশে ফুটন্ত ক'রে তোলা—
সক্রিয় চলনে ;
এই হ'চ্ছে অষ্টসিদ্ধির রকম,
এটাকে চারিত্রিক ঐশ্বর্য্যও ব'লতে পার,
যে-চরিত্রে
এর যে-কোনটির যেমন প্রাবল্য
সেই দিক দিয়ে
তেমনি দক্ষ হ'য়ে ওঠে সে,
আবার, যতগুলির সমাবেশ যেখানে
যত বেশী বা কম
সে তত বেশী বা কম যোগ্যতায়
অধিরূঢ় হ'য়ে থাকে,
চিন্তা ও চেষ্টার বিহিত প্রযত্নে
এগুলির ক্রমোৎকর্ষ হ'তে পারে—
দৈনন্দিন সব ব্যাপারে সজাগ যদি থাক ;
কিন্তু কেন্দ্রায়িত ভক্তি বা প্রেম যেখানে
সেখানে এগুলি স্বতঃ-উৎসারণশীল
হ'য়েই থাকে,
কারণ, প্রেম যেখানে
তা'র সব তাৎপর্য্য নিয়ে জীবন্ত—
মনের সেই আবেগে
এগুলি স্বতঃই সংস্কৃত হ'য়ে
ফুল্ল উন্মাদনায় আবির্ভূত হ'য়ে থাকে
তাই, যিনি ঈশ্বরপ্রেমিক
না চাইলেও তাঁ'তে সিদ্ধি
শুদ্ধি নিয়ে
সেবা-পরিচর্য্যায় নিরত হ'য়ে

সার্থক হ'য়ে ওঠে,
আমি যা' বুঝি তা' এই। ১৫৮৪।
৩।৮।৪৯, সকাল ৮-২৮

প্রবৃত্তিস্বার্থ
যতক্ষণ প্রিয়তে সার্থক হ'য়ে না ওঠে—
ততক্ষণ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে
দ্বৈধভাব থেকেই যায়,
অন্তঃ বা দূরদৃষ্টি মোহগ্রস্ত ততটুকু,
আর, শ্রদ্ধাও দ্বিধাকম্পিত,
জ্ঞান ও গতি তমসাচ্ছন্ন ;
গীতায়ও শ্রীভগবান ব'লেছেন :—
"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ। ১৫৮৫।
৫।৮'৪৯, সকাল ৯টা

তুমি স্ত্রীই হও আর পুরুষই হও—
বিবাহের পূর্ব্বে,
অন্ততঃ বাগ্‌দানের পূর্ব্বে
কাউকে স্বামী বা স্ত্রী ভেবে
নিজেকে তদ্‌ভাবে ভাবিত ক'রে তুলতে
যেও না,—
কারণ, কোনক্রমে যদি তোমাদের
বিবাহ নিষ্পন্ন না হয়—
ঐ ভাবানুগ সংহত মনোবৃত্তি
সংঘাত পেয়ে
এমনতর বিক্ষেপ সৃষ্টি ক'রতে পারে,—

যা'র ফলে, জীবন অনেকখানিই
বিধ্বস্তিতে বিদলিত হ'য়ে চ'লবে,
অন্যত্র বিবাহিত হ'লেও কেউ কাউতে
বা উভয়েই উভয়েতে
সার্থক সম্মিলিত হ'য়ে উঠতে পারবে না ;—
আর, তোমাদের মনোনয়ন সম্বন্ধেও
ঐ বাগ্‌দান বা বিবাহের পূর্ব্বে
যেখানে যেমন প্রয়োজন
যথাবিহিতভাবে দেখেশুনে নিও—
যা'তে তোমাদের ভিতর চরিত্রগত
ও কুলগত মিলন
উৎকর্ষপ্রাণ হ'য়ে ওঠে,
কিন্তু এই বিহিত ও শ্রেয়-সংশ্রয়ী
বাগ্‌দান বা বিবাহ হ'য়ে গেলে
তোমরা যা'ই হও আর যেমনই থাক
সমস্ত প্রবৃত্তি সংহত ক'রে
দাম্পত্য-আলিঙ্গনে উভয়ে উভয়কেই
সম্বুদ্ধ ও সংস্থ ক'রে নিও,
তাতে থাকবে স্থৈর্য্য, সম্প্রীতি,
লালিত্যময়ী সেবা ও সহযোগিতা,
পারস্পরিক স্বার্থ-অনুরঞ্জনা,
হবে ধীর, হবে সুবিবেচী,
উৎস বা আদর্শনিষ্ঠ,
সন্ধিৎসু, দক্ষচক্ষু,
নিরন্তরতাযুত, পবিত্র,
দৃঢ়কর্ম্মা, তেজোৎকর্ষী,

আর, এর ব্যত্যয় হ'লে
বিপাকও তেমনি চ'লতে থাকবে ;
তাই, সাবধানে, সুবিবেচনায়
সম্বুদ্ধ ও সক্রিয় হ'য়ে চ'লো,
সুখী হবে ;
স্ত্রীর চরিত্রগত চাহিদা ও রকমগুলি
স্বামীর চরিত্রগত রকমারিগুলির
সুনিয়ন্ত্রণী ও পরিপোষণী যত হ'য়ে ওঠে—
ততই পুরুষ হয়
স্ত্রীর পরিপূরক,
আর, স্ত্রী হয় স্বামীর পরিপোষিণী,
—মিলনও জীবন-পথে
ততই আশীর্ব্বাদ-উচ্ছল হ'য়ে চ'লতে থাকে। ১৫৮৬।
৭।৮।৪৯, সকাল ৯-২৫

কাউকে সেবা-সম্বর্দ্ধনায়
খুশি ক'রে খুশি হওয়ার
যে অচ্যুত আবেগ
সেই-ই ভক্তি,
মানুষের অচ্যুত আবেগময় যে-ভাব
তাই-ই ভক্তির ফল-স্বরূপ। ১৫৮৭।
৭।৮।৪৯, রাত্র ৮-৪৫

যদি চতুর হও তুমি—
যা'র অধিকার বা আধিপত্যে
তোমার অধিকার বা আধিপত্য
শত বাধাকেও উল্লঙ্ঘন ক'রে
বজায় থাকতে পারে—

তা'কে নিয়ে
তা'র অধিকার বা আধিপত্যকেই
তোমার স্বার্থ ক'রে তুলো,
সম্মানিত ক'রে তুলো তা'কে—
সম্ভ্রম-সৌজন্যে,
উপচয়ে উচ্ছল রেখে নিরন্তর,
—এই হ'চ্ছে তোমার প্রতিষ্ঠা ও সম্মানের
মুখ্য পথ ;
এই চাতুর্য্য
তোমাকে উচ্ছলই ক'রে তুলবে,
নয়তো, ওকে বিসর্জ্জন দিয়ে
যে হামবড়াই তোমার—
তা' লজ্জাকরই ক'রে তুলবে
সবার কাছে তোমাকে। ১৫৮৮।
৮।৮।৪৯, বেলা ১০-৫০

শ্রামণ-অভিজ্ঞান

১। তোমাদের নিকট
যে-কেহই আসুন না কেন,
তিনি বা তাঁ'রা
যে-কোন ধর্ম্মাবলম্বী হোন না কেন,
তাঁ'দের প্রতি
তোমরা এমনতর আচরণ ক'রো—
যা'তে তাঁ'রা তোমাদিগকে
পরমাত্মীয় না ভেবেই থাকতে পারেন না।
২। তোমার সেবা, সাহচর্য্য ও সদ্ব্যবহার

যেন সব সময়ই এমনতর সজাগ থাকে—
যা'তে কেউই
কখনও ভাবতে না পারে
তোমার আদর্শ ও কৃষ্টি-সহ
তুমি বা তোমরা
তা'দের হ'তে কোনক্রমে বিভিন্ন
বা বিচ্ছিন্ন বা তা'দের অনাত্মীয়,
এমন-কি, অন্যায়ের প্রতিরোধও
যেন এমনতর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট
আত্মীয়ের মত হয়
যা'তে বিরোধ তো হবেই না
বরং তা'তে তোমাদিগকে
নিতান্ত আপনজনই বিবেচনা না ক'রে
থাকতে পারবে না।

৩। মনে যেন থাকে,
তা'দের জিনিসপত্র বা পয়সাকড়ি
যা'-কিছু হোক না কেন,
সেগুলির বিষয়ে তোমাদের প্রতি
অন্ততঃ ঠিক তা'র নিজের বাড়ীর
বিশ্বস্ত পরিবার-পরিজনের মত
নির্ভর ক'রতে পারে,—
আর, তোমাদের কেউই যেন
তা'দের প্রতি
কথায়, কাজে ও ব্যবহারে
কোনও দ্বন্দ্বী-ভাব বা go-between না করে
যা'তে তা'রা তোমাদের প্রতি
আস্থা হারিয়ে ফেলে,

দৃঢ়তার সহিত আরও মনে রেখো—
তা'দের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম্ম
যথাবিহিত স্বল্প খরচে
তা'রা যেন
নিষ্পন্ন ক'রে তুলতে পারে
এবং তোমাদের দ্বারা
যদি তা'দিগকে
কোন পয়সাকড়ি খরচ ক'রতে হয়—
স্বল্প খরচে যথাসময়ে
সেগুলি নিষ্পন্ন ক'রে
—স্বতঃস্বেচ্ছায়, বিহিতভাবে
চাইবার পূর্ব্বেই
সুষ্ঠুত্বের সহিত
তা'র হিসাব-নিকাশ
এমনতরভাবে মিটিয়ে দিও
যা'তে তোমার বা তোমাদের প্রতি
কোনরূপ সন্দেহ বা কটাক্ষেরই
অবকাশ না থাকে।

৪। তোমার আদর্শে
অচ্যুত অনুরাগসম্পন্ন থেকে
অন্য আদর্শে
এমনতর সশ্রদ্ধ সম্ভ্রম পরিবেষণ ক'রো—
যা'র ফলে, তোমাদের আদর্শ ও কৃষ্টি
যেন তা'দের অন্তরতম হ'য়ে ওঠে—
পরম সশ্রদ্ধ আনতি ও আত্মনিয়োগে—
সক্রিয়ভাবে।

৫। কেউ তোমাদের ত্রুটি ধ'রবার পূর্ব্বেই—

নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা
এমনতরভাবে তা'দের কাছে ব'লো—
যে-বলায় তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি
তা'রা নজরে তো আনবেই না
বরং ত্রুটি-বিচ্যুতি হ'লেও
সহ্য ক'রে সুখীই হবে,
কিন্তু সাবধান!
খাড়া নজরে এমনতরই সক্রিয় থেকো—
যা'তে একতিলও
তোমাদের কা'রো কোন ব্যাপারে
ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছুতেই না ঘটে,—
তোমাদের সদাচার, সদ্ব্যবহার ও সুপরিচর্য্যা
নিরলস, একনিষ্ঠ, তপঃপ্রাণতা নিয়ে
যেন আনন্দঘন হ'য়ে ওঠে—
সবারই অন্তরে,
আর, বাস্তব সহৃদয়তায় প্রত্যেকে যেন
এমনতরভাবে
তোমাদের আপনজন হ'য়ে ওঠে
যা'তে সব সময়ে
সব ব্যাপারে
তোমাদের স্বপক্ষে
সক্রিয় হ'য়ে না দাঁড়িয়েই থাকতে পারে না;
আর, এই হ'চ্ছে নিদর্শন—
তোমাদের চরিত্র কেমনভাবে
আকর্ষণ-ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি ক'রছে
কোথায় কতখানি। ১৫৮৯।

৮।৮।৪৯, রাত্র ১০টা

শ্রামণ

তুমি খরচ ক'রছ,
কিন্তু সে-খরচ কিছু অর্জ্জন ক'রতে পারছে না—
উপচয়ে,
—এর মানেই হ'চ্ছে কিন্তু
তোমার খরচ খরচকে
চক্রবৃদ্ধিহারে
খরচ ক'রতে বাধ্যও ক'রতে পারে,
তাই, প্রতিপদক্ষেপে যেন নজর থাকে
যে-ব্যাপারে তুমি খরচ ক'রছ—
তোমার খরচ সে-ব্যাপারকে
ত্বরিতই যেন এমন ফলপ্রসূ ক'রে তোলে
যা'তে তোমার অর্জ্জন
উপচয়ে
ক্রমশঃই অবাধ হ'য়ে চ'লতে থাকে,
খরচ যেন আয়েরই স্রষ্টা হয়—
তবে তো তা' কুশলকৌশলী! ১৫৯০ ।

৯।৮।৪৯, বেলা ৯-৫

শ্রামণ

দায়িত্ব নিতে হ'লেই
তদনুপাতিক শাসনকেও
তোমাকে শিরোধার্য্য ক'রে নিতে হবে,
ত্রুটি-বিচ্যুতি সমর্থন ক'রবার প্রয়াসকেও
জলাঞ্জলি দিতে হবে,

ধৈর্য্য ও সহ্যের উপর দাঁড়িয়ে,
আদর্শে ঐকান্তিক অচ্যুত থেকে,
তপঃপ্রয়াসী হ'য়ে সর্ব্বতোভাবে,
সব বিষয়ে
নিজেকে যোগ্য ক'রবার জন্য—
নিয়ন্ত্রণে নিরলস হ'য়ে ;
আর, তা'ই যদি না পার
তোমার আত্মনিয়োগ বা কর্ম্মপ্রয়াস
ক্ষতিকেই অর্জ্জন ক'রে চ'লবে সাধারণতঃ—
বেপরোয়া বেহিসাবে। ১৫৯১ ।
৯।৮।৪৯, বেলা ৯-২৭

যে-মানুষ
তোমার অভিজ্ঞতা নিয়ে চ'লতে নারাজ,
কিংবা চ'লতে চেয়েও
প্রবৃত্তিপ্ররোচী নানা ধাপ্পায় জড়িত হ'য়ে
চলা আর হ'য়ে ওঠে না,
তোমার অভিজ্ঞতা যদি শুদ্ধও হয়—
আর, তুমি তা'র
যতই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হও না কেন,
তোমার আশা ফলবতী হ'য়ে ওঠা
সেখানে আকাশকুসুম মাত্র ;
যে তোমাতে শ্রদ্ধাসমন্বিত—
তোমার অভিজ্ঞতা ধ'রে চ'লে সুখী হয়—
অনেক দুরদৃষ্ট থেকে তা'কে তুমি
বাঁচিয়ে নিয়ে যেতে পার,
কিন্তু যে চলে না—

সেখানে তোমার আপসোস বা আতঙ্কই
সার হওয়া ছাড়া
আর কী হ'তে পারে? ১৫৯২।
৯।৮।৪৯, বিকাল ৫টা

সশ্রদ্ধ, সক্রিয় অনুবর্ত্তিতা যত শিথিল
সাফল্যও তেমনি কম। ১৫৯৩।
৯।৮।৪৯, বিকাল ৫-৪৫

হীনম্মন্যতা যেখানে যত বেশী—
অজ্ঞতাও সেখানে তত ঘন,
আর, চাতুর্য্যও পঙ্কিল সেখানে
তেমনতর। ১৫৯৪।
৯।৮।৪৯, সন্ধ্যা ৭টা

যে অহং-এর পরিণতি যা'-কিছু,
হ'য়েছে, আরো হ'তে-হ'তে চ'লেছে—
সেই অহংই আত্মা,
আর, তা' যেখানে জাগ্রত
তিনিই ঈশ্বর। ১৫৯৫।
৯।৮।৪৯, সন্ধ্যা ৭-৫

যে-ব্যাপারে খরচ ক'রছ—
তোমার খরচ
সংবর্দ্ধনী সুবিন্যাসে
তা'কে সুষ্ঠুভাবে সংহত ও নিয়ন্ত্রিত ক'রে
এমনতর আয়ের সৃষ্টি ক'রে তুলুক,—

যা'র বিহিত নিয়ন্ত্রণে
তুমি চলৎশীল হ'য়ে
তা'কে আরোতর সম্বর্দ্ধনে
চলন্ত রাখতে পার,
আর, এই হ'চ্ছে অর্থনীতির তাৎপর্য্য—
যা'র যথাযথ প্রয়োগে
প্রতি-ব্যাপারে
অনায়াসেই কৃতকার্য্য হ'তে পার। ১৫৯৬।
১০।৮।৪৯, রাত্রি ৭-৪০

তোমার প্রীতিভাজন যে
বা তোমাতে অনুরক্ত যে—
কিসে, কতটুকুতে, কেমন সময়ে
তোমার নিন্দাবাদ করে
বা বিরুদ্ধাচরণ করে—
তোষণলুব্ধ বা স্বার্থসন্ধিক্ষু হ'য়ে
—তা' কেমনতর বা কিরকমে
—তা'ই হ'চ্ছে তা'র ততটুকু তেমন
বিবদ্ধ প্রীতির জীবন তোমাতে,
অন্তরের সম্পদও তা'র তেমনি—
ভূয়ো কি আসল—
বুঝবে যেমন, চ'লবে তেমন। ১৫৯৭।
১৬।৮।৪৯, বেলা ১১-৫০

ইচ্ছা বা নিদেশগুলি
কাজে পরিণত ক'রতে ইচ্ছা করে
বা ক'রে সুখী হয়—

প্রিয়র সাথে এমনতর
নৈকট্য বা দূরত্বই শ্রেয়। ১৫৯৮।
১৬।৮।৪৯, রাত্র ১০-১০

মানুষ স্বার্থসন্ধিক্ষু প্রত্যাশা নিয়ে
প্রেষ্ঠ-পরিচর্য্যা যতই ক'রতে যাক না কেন,
তা'র প্রত্যাশাগুণ্ঠিত হৃদয়
চাহিদা-অনুপাতিকই
তাঁকে বিকৃত ক'রে দেখে,
আবার, চাহিদাও বেয়াড়া হ'য়ে চলতে থাকে ক্রমশঃ,
ফলে, প্রিয়-উপভোগ
দুর্ভোগকেই আমন্ত্রণ করে,
মহান প্রিয়ও তা'র কাছে
নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে ওঠে;
প্রীতি যেমন ভূয়ো—
করাও তেমনি বিকৃত,
হওয়াও তেমনি কৃত্রিম,
প্রাপ্তিও তেমনি অলীক;
তাই, প্রিয়কে যদি উপভোগই ক'রতে চাও—
স্বার্থ-চাহিদায় নিরাশী হ'য়ে
তোমার শ্রদ্ধাকে উন্মাদ ক'রে তোল,
তাঁ'র সেবা-পরিচর্য্যাই
স্বার্থ হ'য়ে উঠুক তোমার—
তুমি সার্থক হও তাঁ'তে। ১৫৯৯।
১৬।৮।৪৯, রাত্র ১০-৩৬

মানুষের অন্তরে হামবড়াই
যতই দুর্দ্ধর্ষ হ'য়ে ওঠে—

সহনশীলতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়
ততই খিন্ন হ'তে থাকে,
অন্তর হ'য়ে ওঠে তোষণলুব্ধ,
সভ্যতা-ভব্যতাও ভীত ভ্রূকুটিতে
দৈন্য পদক্ষেপে অন্তর্দ্ধানের পথেই
এগিয়ে চ'লতে থাকে,
প্রেষ্ঠও তা'র কাছে
অন্তঃসারবিহীন, মলিন, বিধ্বস্তি-বিলাপী হ'য়ে
মুসড়ে উঠতে থাকে,
প্রীতি-উপভোগও বিকেন্দ্রিয়তায়
দুর্ভোগবিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
দৈন্যের দম্ভ-আস্ফালন
বিদীর্ণ-অনুকম্পায়
যে-ফল উপঢৌকন দেয়—
তা' জীবনটাকে বিষিয়ে
অন্তিম-আহ্বানে আকৃষ্ট ক'রে
সর্ব্বনাশের নিঃশেষ-শয়ানে
শায়িত ক'রে তোলে তা'কে ;
যদি সুন্দরই হ'তে চাও—
সত্য ও শিবের শঙ্খধ্বনিতে
অভিনন্দিতই হ'তে চাও—
তুমি যত বড়ই হও না কেন
প্রিয় যেন তোমার কাছে
প্রেষ্ঠই হ'য়ে থাকেন,
শ্রেষ্ঠই হ'য়ে থাকেন,—
চিরদিন, চিরক্ষণ,
আর, তোমার আহৃতির যা'-কিছু

সবই সার্থক হ'য়ে উঠুক
তাঁ'র পূজায়, পরিচর্য্যায়,
সার্থক দীপনায় চিরন্তন দীপ্তি
দ্যুতিবিচ্ছুরণে
অমর করে রাখবে তোমাকে। ১৬০০।
১৭।৮।৪৯, বেলা ৯টা

বিদ্যালয়ের শিক্ষক যিনি—
যা'-কিছু অধ্যাপনার ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে বিহিত বিন্যাসে
ছাত্র বা শিষ্যদের অন্তঃকরণে
উপযুক্তভাবে
যদি পরিবেষণ না করেন—
এমনতরভাবে—
যা'তে
তা'রা ফুল্ল উদ্যম-উন্মাদনায়
ঐ কৃষ্টি ও ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ওঠে—
চিন্তা ও কর্ম্মে, বাস্তব চরিত্রে,
গৌরবমহিমায়
গরিমাময়ী বৈশিষ্ট্যপালী আভিজাত্য নিয়ে,
তা'র সক্রিয় সেবা-সাহচর্য্যে
বৃথা-আস্ফালনী আড়ম্বরকে পরিহার ক'রে,—
প্রত্যেকে পারস্পরিক সহযোগী
সাহায্য ও সম্বর্দ্ধনা নিয়ে,
গ্রহণযোগ্যই বা কী—
রাখবার যোগ্যই বা কী—

বা ত্যাগের যোগ্যই বা কী—
সে-বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানে উপনীত হ'য়ে,
সত্তাসম্বর্দ্ধনী পরিপোষণে,
একটা অর্জ্জনপটু অশুভনিরোধী
পরাক্রম-প্রবর্দ্ধনী চলন নিয়ে,
সার্থক হ'য়ে ওঠে তা'দের সব জানা
একটা সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে—
বিরোধ ও বিরাগের আত্যন্তিক তিরোধানে,
তা' কিন্তু সর্ব্বনাশের,
সে-বিদ্যা অবিদ্যাকেই
আরাধনা ক'রে থাকে—
তা' কিন্তু বিচ্ছিন্নতা, বিভেদ
বা আত্মম্ভরিতারই পরিপোষক,
ফলে, জাতি, কৃষ্টি ও ধর্ম্ম
অবজ্ঞা-আহত হ'য়ে
বিচ্ছিন্নতার আত্মঘাতী কলুষদ্বন্দ্বে
স্বার্থসন্ধিৎসু প্রতারণা-বিদ্ধতায়
ব্যষ্টি, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রিকের
সর্ব্বনাশে গা ঢেলে দেওয়া ছাড়া
পথই থাকে না ;—
তাই বলি, শিক্ষক ! তুমিও সাবধান !
ছাত্র ! তুমিও ভেবে দেখ,
এখনও সাবধান হও,
সত্তাসম্বর্দ্ধনী-সংহতিহারা বিদ্যার সার্থকতা
জীবনে কতটুকু—
বুঝে চ'লো। ১৬০১ ।

১৭।৮।৪৯, বেলা ১০-৩

যে-জ্ঞান বা জানা
বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাসম্বর্দ্ধনায়
সার্থক হ'য়ে ওঠেনি—
পরিপোষণ-সার্থকতায়
সক্রিয় সামঞ্জস্যে
গুচ্ছে-গুচ্ছে,—দানা বেঁধে—
পারস্পরিক সহযোগিতায়,—
তা' কিন্তু অজ্ঞতারই
বিভ্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত পরিবেষণ। ১৬০২।
১৭।৮।৪৯, বেলা ১০-৪৫

যখন দেখছ
তোমার বিশেষ ও বিহিত কুলসংস্কৃতি
ও নিজ বৈশিষ্ট্যের কথা
প্রকাশ ক'রতে বা পরিচয় দিতে
ইতস্ততঃ ক'রছ বা লুকিয়ে ফেলছ,—
ঠিক জেনো—
তোমার আভিজাত্য ও তা'র প্রয়োজনীয়তা
যা' সমাজকে সেবা ক'রে এসেছে
গৌরব-মহিমা নিয়ে—
তা'কে তুমি তোমার অন্তরে
অবজ্ঞায় অবদলিত ক'রে ফেলেছ,
তাই তা'র গুরু-গৌরবে
বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে
আত্মপ্রসাদ-লাভে বঞ্চিত তুমি,
ঘৃণ্য ক'রে তুলেছ তুমিই তোমাকে
সবার কাছে এমনি ক'রে,

তোমার ধী, তোমার বীর্য্য,
তোমার সৌকর্য্য-সম্বুদ্ধ সেবা—
যেই হও আর যা'ই হও—
মানুষ ও সমাজকে
তা'র প্রয়োজন-পূরণে পুষ্ট ক'রে রেখেছে—
অবহিত নও তা'তে তুমি,—
তাই, ঐ হীনম্মন্যতাকে
এখনি অবদলিত কর,
জঘন্য মনোবৃত্তিকে পরিত্যাগ ক'রে
সহযোগী সেবার আত্মপ্রসাদে
প্রবুদ্ধ হ'য়ে
বিরাগ, বিরোধকে অবলুপ্ত ক'রে
সক্রিয়তায় এখনও দাঁড়াও,
ভগবানের আশীর্ব্বাদ
তোমার মাথায় পুষ্পবৃষ্টি ক'রবে। ১৬০৩।
১৭।৮।৪৯, রাত্র ৯-১০

ইষ্টনেশায় যদি স্বার্থসন্ধিক্ষুতা,
হামবড়াই বা তোষণ-প্রলোভন থাকে,—
তাহ'লে তা'র নেশার ক্রমাগতি
ততই কাটাকাটা হয়—
এবং কর্ম্মপদ্ধতিও তত বিক্ষিপ্ত
ও বিকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে,
আবার, তা'র অনুবর্ত্তিতা, চলাফেরা,
হওয়া-পাওয়াও
খানিকটা বিকৃতভাবাপন্ন হয়। ১৬০৪।
১৭।৮।৪৯, রাত্র ১০-৮

মানুষের যে-প্রবৃত্তি
যেমনতর ধাঁজ নিয়ে
অবচেতন-ভূমিতে
অবশায়িত হ'য়ে রয়—
অবগুপ্তভাবে,—
তা'র তপশ্চরিত্র
উন্নতিপ্রবোধী যতই হোক না,
লোকরঞ্জনী শক্তি যদি মুগ্ধও ক'রে তোলে
যা'-কিছু পরিস্থিতি,—
ঐ চারিত্রিক প্রবাহের ভিতর-দিয়ে
সেই গুপ্ত প্রবৃত্তির গুপ্ত-নিয়ন্ত্রণ-প্রসূত
কানা দর্শনের ফাঁকে আত্মগোপন ক'রে
তা' এমনতরই ব্যত্যয়ের সৃষ্টি করে—
যা' মানুষের সর্ব্বতোমুখী উৎকর্ষাভিগমনে
সঙ্ঘাত সৃষ্টি ক'রে
সময়ের বিবর্ত্তনী পদক্ষেপে
একদিন অনাসৃষ্টি এনে দিয়ে
লোকপালী, লোকহিতী উদ্বর্দ্ধনাকে
খঞ্জ ক'রে
বিভ্রান্তিতে অচল ক'রে তোলে,
অবিদ্যাই বিদ্যার আসন গ্রহণ ক'রে
বিদ্রূপ ক'রতে থাকে লোকসমাজকে—
বৈশিষ্ট্যপরিপালী বিবর্দ্ধনী নীতিবিধিকে
উল্লঙ্ঘন ক'রে—
একটা লোভনীয় জাহান্নমী হাতছানিতে ;
এ আবার অনেক সময়

বংশানুক্রমিকতার ভিতর-দিয়ে
নানারূপে নানারকমে আবির্ভূত হ'তে থাকে ;—
তাই বলি, তাপস !
তীক্ষ্ণচক্ষু হ'য়ে
অন্তরকে নিরীক্ষণ ক'রে চ'লো,—
যেন একটিও অপকর্ষী যা'
তা' লুকিয়ে থাকতে না পারে
তোমার গভীর অন্তরতম আবাসে। ১৬০৫ ।

১৯।৮।৪৯, বেলা ৯-৫০

মনোযোগী হ'তে যেও না—
আগ্রহকে বাড়িয়ে তোল,
মনোযোগ আপনিই আসবে। ১৬০৬ ।

২০।৮।৪৯, সন্ধ্যা ৬-২৮

মানুষের অন্তরের শ্রেষ্ঠতম সম্পদই হ'চ্ছে
আদর্শে অচ্যুত আগ্রহ-উদ্দীপ্ত
আনতিসম্পন্ন অনুবর্ত্তন—
যে-সম্পদ মানুষকে সহজ তপঃপ্রাণ ক'রে
চরিত্র-চলনের উদাত্ত নিয়ন্ত্রণে
এমন বাস্তব পরিণয়ন ঘটায়—
সক্রিয় মহিমায়,—
যা'তে তা'র ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ তো
হস্তামলকবৎ হয়ই—
সঙ্গে-সঙ্গে পরিস্থিতিও
উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে—
একটা বিরাট সম্পদ-সম্বর্দ্ধনায় ;
তাই, যে-মানুষে ওটা যত কম

হৃদয় বা অন্তর তা'র
দারিদ্র্য-অভিভূত তত,
তেমনি অন্তঃসারশূন্য বাচক প্রগল্‌ভতাই
তা'র একমাত্র সম্বল হ'য়ে থাকে
প্রায়শঃ । ১৬০৭ ।
২০।৮।৪৯, রাত্রি ৮-৪৫

তোমার আদর্শ বা ইষ্টনিষ্ঠা,
কৃষ্টি ও তপঃপ্রাণতা
নিরন্তরতার সহিত বজায় রেখে
ঐ আদর্শ, কৃষ্টি বা তপঃপ্রাণতার সেবায়—
যে-কোন সম্প্রদায়েই হোক না কেন—
কাজ ক'রতে পার,
কিন্তু কঠোরভাবে নজর রেখো—
তোমার আদর্শ, কৃষ্টি ও তপঃপ্রাণতার
কখনও কোথাও যা'তে একটুও ব্যত্যয় না হয়,
আর, যা'ই হোক না কেন—
এই ব্যত্যয়-আমন্ত্রণী যা'-কিছু—
সবাইকে জেনে রেখো—
তোমার তপঃপ্রসাদী সত্তাসম্বর্দ্ধনার
অন্তরায়ী রিপু,
সাবধান থেকো,—
প্রলোভন যা'ই হোক না কেন—
নিজেকে দূরে রেখে,
সংক্রামিত না হ'য়ে,
দীপন জলুসে চলন্ত থেকে। ১৬০৮ ।
২৯।৮।৪৯, বেলা ১২টা

গোঁড়া হওয়া ভাল,
কিন্তু কোন-কিছুতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়া
ভাল না। ১৬০৯।
৩০।৮।৪৯, বিকাল ৫-৫০

প্রয়োজন যখন
জীবন-চলনাকে ব্যাহত করে—
কেন্দ্রায়িত নিষ্ঠাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে,
নিয়তি তা'কে তখনই ডাকতে থাকে
তা'র মোহিনী হাতছানি দিয়ে—
বিপর্য্যয়ের দিকে। ১৬১০।
৩০।৮।৪৯, বিকাল ৫-৫৫

শ্রামণ

সুষ্ঠু ও সৎপ্রয়োজনী সদাচারে
জীবনধারণ ক'রতে
প্রতিগ্রহ ক'রতে পার তুমি,
কিন্তু নজর রেখো, ঐ প্রতিগ্রহ
দাতাকে নিগ্রহ না ক'রে তোলে,
বরং উৎফুল্ল-উদ্যমে তোমাকে দিয়ে
কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে,
নিজেকে সার্থক বিবেচনা করে,—
এমনতর বচন, ব্যবহার ও নন্দনার পরিবেষণেই
দাতাকে উৎফুল্ল ক'রে তোল তুমি,
তোমার প্রতিগ্রহ
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদী হ'য়ে উঠবে। ১৬১১।
১।৯।৪৯, বেলা ১১-২৫

শ্রামণ

তোমার সম্পদ নিহিত আছে
কোথায় তা' জান ?
—মানুষকে সক্রিয় সেবায়
উপচয়ী ক'রে তুলে
বাস্তবে সার্থক ক'রে তোলায়
ইষ্টে বা ঈশ্বরে,—
বিপাক ও বিধ্বস্তিকে নিরোধ ক'রে—
স্বস্তি ও শান্তিজলে অভিষিক্ত ক'রে তা'কে। ১৬১২।
৬।৯।৪৯, বেলা ১২টা

শ্রামণ

আগে বেশ ক'রে চিন্তা ক'রে দেখ—
তুমি কী চাও,
—এই শ্রামণব্রতে ব্রতী হওয়া
তোমার সেই চাহিদাকে
সার্থক ক'রে তুলতে পারবে কিনা—
প্রকৃতভাবে,
নিজেকে বেশ ক'রে নিরখ-পরখ ক'রে
এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হও—
যা'তে যেমন অবস্থাই আসুক না কেন,—
যে-প্রলোভন যেমনতরভাবেই তোমাকে
লুব্ধ ক'রে তুলুক না কেন,—
তোমার সিদ্ধান্ত হ'তে একচুলও
বিচ্যুতি এনে দিতে না পারে,

এমনতর স্থিরপ্রতিজ্ঞ যখনই হ'য়ে উঠবে—
স্বতঃ-সম্বেগে,—
তখনই বুঝবে
এই ব্রত গ্রহণ করার উপযুক্ত
ভাবতঃ খানিকটা হ'য়ে উঠেছ,
তখন নিজেকে অবস্থায় ফেলে
যোগ্যতায় কতখানি অধিরূঢ় হ'য়েছ
বাস্তবে তা' দেখতে পার। ১৬১৩।
৬।৯।৪৯, রাত্র ৯-২৫

প্রামাণ

সিদ্ধান্ত যদি রূপায়িতই ক'রতে চাও
তবে সত্তা-সম্বেগে গেঁথে তুলো তা'—
সৎ-অনুপ্রাণনায়,
আর, অচ্যুতভাবে লেগে থাক তা'তে,
কারণ, সিদ্ধান্তে যত যেমন ভাঙ্গন ধ'রবে—
পরিণতির পরিবেষণও তোমাতে
তেমনি হ'য়েই চ'লবে কিন্তু,
তাই, যে-কোন সিদ্ধান্তে আসার পূর্ব্বেই
সৎ-অনুপ্রাণনায়
সংবর্দ্ধনী বৈশিষ্ট্য নিয়ে
বেশ ক'রে বিনিয়ে
তা'কে সংহত ক'রে তোল
—যদি সিদ্ধান্তকে
বাস্তব প্রতিষ্ঠায় আনতে চাও—
উপচয়ে বেড়ে চ'লতে,

নতুবা, সারও হবে না,
সার্থকতাও পাবে না,
সারমেয় হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে হবে
দুনিয়ার আবহাওয়ায়—
আঘাত-সংঘাত নিয়ে। ১৬১৪।

৬।৯।৪৯, রাত্র ৯-৩৫

শ্রামণ

বিবেচনায় চ'লে বিচক্ষণ দৃষ্টি নিয়ে
যে-সিদ্ধান্তেই উপনীত হও না কেন—
তা'কে যদি তুমি জীবনে
মূর্ত্ত ক'রে তুলতে চাও, পেতে চাও,—
তোমার আগ্রহকে সমস্ত প্রবৃত্তির
সমবেত নিয়ন্ত্রণে
কেন্দ্রায়িত ক'রে তুলতে হবে তা'তে,
তা'র অন্তরায় যা'-কিছু
তা'কে নিয়ন্ত্রণ ক'রে, অতিক্রম ক'রে,
বাক্-এ, চলনে, চরিত্রে—
সক্রিয়ভাবে,
আর, এ যতটা যেখানে যেমন
নিরন্তর, আবেগ-গম্ভীর উদ্যমী—
কৃতকার্য্যতার সমারোহও সেখানে
তেমনতর সুষ্ঠু,
ওকেই বলে অনুরাগ,
ঐ হ'ল তা'র সেবাচর্য্যা,
ঐ হ'ল তা'র তপ,
আর, এর ব্যভিচার যেখানে যেমন—

অতিচার-সন্তপ্ত জীবনও সেখানে
তেমনি। ১৬১৫।
৬।৯।৪৯, রাত্র ১০টা

শ্রামণ

শ্রামণব্রতীই যদি হ'তে চাও—
নিজের অন্তরকে তপমুখর ক'রে তোল,
আবার, এই তপমুখর হ'তে হ'লেই
ঈশ্বরে অনুরাগ—
ইষ্ট বা আচার্য্যে অচ্যুত আনতি
যা'তে অবাধ হ'য়ে চলে—
সক্রিয়ভাবে—
তা'র পরিচর্য্যায় নিরত হ'য়ে চ'লতে থাক—
তা' এমনভাবে
যা'তে যে-কোন দিক দিয়ে
যেমনতর প্রলোভনই আসুক না কেন,—
ঐ অনুরাগ বা আনতিকে রঙ্গিল ক'রে
তুলতে না পারে কেউ কিছুতেই,
এই নিয়ন্ত্রণে
যেন ঐ অনুরাগ অবাধ হ'য়ে
অন্তরায়গুলিকে
অতিক্রম ক'রে চ'লতে পারে
—স্বতঃ-প্রণোদনায়,
তবেই তো এই শ্রামণব্রত
স্বস্তিলাভ ক'রবে তোমাতে। ১৬১৬।
৬।৯।৪৯, রাত্র ১০-২০

যে-মতবাদ
অবস্থাকে বিশ্লেষণ ক'রে,
বৈশিষ্ট্যকে নির্দ্ধারণ ক'রে.
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে
সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনায়
তা'র সদ্ব্যবহার ক'রতে পারে না—
তা' প্রায়শঃ একচক্ষুই হ'য়ে থাকে। ১৬১৭।
১৮।৯।৪৯, রাত্র ৯-২০

যা'র যে-গুণই থাক না কেন—
তা' অকপট সক্রিয় হ'য়ে
যেমনতর লোকরঞ্জন
বা লোকায়ত্ত-পরিপূরক হ'য়ে উঠবে—
নিরন্তরতা নিয়ে,
—উৎকর্ষও লাভ ক'রবে তা' তেমনি,
যদিও তা' অন্যান্য গুণাবলীর সমন্বয়ে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
ইষ্টার্থে সার্থক হ'য়ে না ওঠে যতক্ষণ—
ততক্ষণ প্রাজ্ঞ হ'য়ে উঠবে না তা'
একটা সমন্বয়ী সার্থক প্রজ্ঞায়,
উপচে উঠবে না তা' উপচয়ী সম্বর্দ্ধনায়—
সত্তার সত্ত্বে গঠিত হ'য়ে। ১৬১৮।
১৯।৯।৪৯, রাত্র ১০টা

মন্দবহুল,
সত্তাসম্বর্দ্ধনার অপচয়ী যা',—
তা'র যদি এমন কোন ভাল দিকও থাকে—

আর, তা' যদি উপলব্ধিই ক'রে থাক—
তুমি তা'কে দেখ, অনুসন্ধান কর,
ব্যবহারে তা' তোমার প্রত্যক্ষীভূত হোক,
সম্ভব হ'লে,
সেই ব্যাপার বা বিষয়ের উৎকর্ষে
লোকনজরকে আকৃষ্ট কর,
কিন্তু তা' যদি না পার—
মানুষকে তা'তে অনুপ্রাণিত ক'রে তুলো না—
যা'র ফলে,
এমন ক্ষতি এনে দিতে পারে
যা' দুরপনেয়,
তাই, সাবধানে
প্রত্যক্ষীভূত বিবেচনা নিয়ে
যা' মঙ্গল তা'ই কর। ১৬১৯।
৫।৭।৪৯, রাত্র ১১-১৫

যে-কোন আন্দোলনই কর না কেন—
তা' যদি জাতির
মৌলিক ভাবানুকম্পী সংস্কৃতিকে
তা'র মেরুদণ্ডের সহিত ভেঙ্গে ফেলে,—
সে-জাতি বা দেশকে
সংগঠনপ্রাণতার ভিতর-দিয়ে
সম্বর্দ্ধনের পথে সমবেত করা—
স্বতঃ-পারস্পরিক সহযোগ-বন্ধনে
—তা' কিন্তু সুকঠিন,
মস্তিষ্কবিহীন দুর্দ্দৈবের অধিষ্ঠানই
হ'য়ে উঠবে প্রত্যেকটি জন,

প্রবৃত্তি-অনুরঞ্জনাই হ'য়ে উঠবে
তা'দের প্রতিপ্রত্যেকের বিভিন্ন রকমের
বিভিন্নপ্রয়াসী ক্ষেত্র,
তোমার লোকহিতী সদিচ্ছা
পিশাচী প্রাঙ্গণের দ্বার উন্মুক্ত করা ছাড়া
আর কিছুই ক'রতে পারবে না ;
কিন্তু এই সংস্কৃতি-সহ মেরুদণ্ডকে
সতেজ রেখে চল,
উদ্বর্দ্ধন
সহজ সংহতির কোলে
সহযোগ-সম্বন্ধ থেকে
সহজ হ'য়ে উঠবে,
নয়তো, ভাগের মা গঙ্গা পাবে না
সহজে কিন্তু। ১৬২০ ।
৫।৭।৪৯, রাত্র ১২টা

তুমি যা' ক'রতে চাও,
হ'তে চাও, পেতে চাও,—
তা'র সাথে তোমার
আগ্রহ-অনুরাগ বেঁধে ফেলতে হবে,
বেঁধে ফেলে অনুসরণ ক'রতে হবে—
সন্ধিৎসা নিয়ে,
আর, চ'লতে হবে,
ক'রতে হবে তেমনিভাবে—
যেমন ক'রে তা' পাওয়া যায়,
তবে তোমার জানাটা জ্যান্ত হবে। ১৬২১ ।
২৮।৯।৪৯, বেলা ৯-৫০

আস্তিক্যবুদ্ধি না থাকলে
অস্তির অনুসন্ধান
অসুস্থই হ'য়ে থাকে। ১৬২২।
১।১০।৪৯, রাত্রি ৮-৫০

নিরন্তরতায়
আগ্রহোন্মুখ বিহিত অনুষ্ঠান
অভীষ্ট ফলেরই নিয়ামক হ'য়ে থাকে। ১৬২৩।
১।১০।৪৯, বেলা ৯-২০

চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক.
সন্ধিৎসা, বোধ, ব্যবহার, চালচলনগুলিকে
উদ্দেশ্যে কেন্দ্রায়িত ক'রে
এমনতর সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লতে হয়—
যা'তে তীক্ষ্ণ ধী নিয়ে
সামঞ্জস্যে সার্থক ক'রে তুলে
কূটকৌশলে নিখুঁতভাবে
অনুধাবন ক'রতে পার ব্যাপারগুলিকে,
আর, বিপত্তি আসার আগেই
অচ্ছেদ্য নিরোধ সৃষ্টি ক'রে রাখতে পার—
উৎক্রমণী চলনাকে
অব্যাহত গতিতে চালিয়ে—
সার্থক কৃতিত্বে,
নয়তো, অন্তর্নিহিত ফাঁকগুলি
এমনতর বেফাঁস বিকৃতির পথ
খুলে দেবে—

তুমি তা'তে ব্যর্থ হ'তে বাধ্য
হবেই কি হবে। ১৬২৪।
১।১০।৪৯, সন্ধ্যা ৬-২৫

ভালবাসা যখন অন্তরকে
শাসন না করে সক্রিয়তায়—
সে-ভালবাসা সন্দেহের,
আর, তা'র ভিতর-দিয়েই
গজিয়ে ওঠে
ভণ্ডামী, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি। ১৬২৫।
৩।১০।৪৯, বিকাল ৪-৪০

দায়িত্বশীলতাকে যে যেমন উপেক্ষা করে—
যোগ্যতা থেকেও সে বঞ্চিত হয়
তেমনি। ১৬২৬।
৯।১০।৪৯, বেলা ৮-৪৫

সক্রিয় প্রীতি যা'র যেমন
পরিণতিও তা'র তেমন। ১৬২৭।
৯।১০।৪৯, বেলা ১০-১৫

একাগ্রচিত্ত মানেই
কাউতে বা কোন-কিছুতে
কেন্দ্রায়িত হওয়া—
আগ্রহ-অনুরাগে—সক্রিয়তায়,
এই আগ্রহ-অনুরাগী যে যেমন যা'তে—
অবগতি বা অধিগতিও তা'র তেমনি তা'তে। ১৬২৮
১০।১০।৪৯, বেলা ৯-৩০

ধর্ম্ম নিজেই জ্ঞান-সন্ধিৎসু,
এই জ্ঞান-সন্ধিৎসা আসে তা'র
পালন, পোষণ, পূরণ-প্রবৃত্তির থেকে,
এইটে সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে যা' দাঁড়ায়—
সার্থক সমাহারে,
—উপনীত হয় সত্তাসম্বর্দ্ধনার অনুকূলে,
আর, যা' থেকে প্রতিকূল যা'
বুঝে, জেনে নিরোধ ক'রতে পারা যায়—
বিপর্য্যয়কে এড়িয়ে চ'লে,
এরই সমবায় যা' তা'ই বিজ্ঞান। ১৬২৯।
১৩।১০।৪৯, বেলা ৮-১৫

অযথা বিকৃত ধারণা
বিধ্বস্তির পথই প্রশস্ত ক'রে রাখে,
সাবধান থেকো। ১৬৩০।
১৩।১০।৪৯, বেলা ৮-৩০

কুশলকৌশলী উপচয়ী শ্রম
যোগ্যতায় অধিরূঢ় হ'য়ে
সম্পাদ-বিধায়কই হ'য়ে থাকে,
তাই, শ্রম যেমন সুষ্ঠু—
সম্পাদও তেমনি পুষ্ট। ১৬৩১।
১৩।১০।৪৯, সন্ধ্যা ৬-৩০

জাতীয় জীবনে পঞ্চদশী

১। আদর্শ যা'দের এক, অদ্বিতীয়,
পূর্ব্বতন ঋষি ও পিতৃপুরুষে যা'রা সশ্রদ্ধ

ও তাঁ'দের অনুভূতিগুলি
যা'দের ভিতর অন্বিত হ'য়েও
বর্ত্তমান যিনি তাঁ'তে সেবা-সক্রিয়
ও সংহত যা'রা,

২। নিষ্ঠায় সুনিষ্ঠ,
ও সহজ-পরাক্রমসিদ্ধ যা'রা,

৩। ধর্ম্ম ও কৃষ্টি যা'দের করণমুখর,
প্রীতি-উচ্ছল, সংহত,

৪। ধর্ম্মমন্দির ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি
যা'রা সহজ সশ্রদ্ধ
ও স্বতঃই সংস্কারপ্রবণ,

৫। অনুসন্ধিৎসা, সহযোগিতা,
ও ব্যক্তিগত তপশ্চরণ বাদেও
সমবেত প্রার্থনা ও সম্মেলনে
স্বাভাবিকভাবে অভ্যস্ত যা'রা,

৬। যা'রা প্রজ্ঞাবৃদ্ধ, বিদ্বান,
আদর্শপ্রাণ, সৎ, সুকর্ম্মপরায়ণ
ও ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণদিগকে
সহজ শ্রদ্ধাবনত অর্ঘ্যে
অভিনন্দিত ও পরিপালিত ক'রে থাকে,

৭। প্রবৃত্তি-প্রলোভন, বিরোধ বা ব্যতিক্রম
বিপর্য্যস্ত ও পরশ্রীকাতর ক'রে
তোলে না যা'দের,

৮। প্রবৃত্তি-পরবশতায়
শাশ্বত বহুপরীক্ষিত প্রাচীন বিধানে
যা'রা অপঘাত তো করেই না,
বরং ঐ দাঁড়ায়

পরিমার্জ্জনীয়, চির-পরিপূরণ-তৎপর যা'রা ;

৯। প্রতি বর্ণ বা সম্প্রদায়ের
পালন, পোষণ
ও উৎকর্ষ-অভিধ্যানপ্রবণ যা'রা,

১০। স্ত্রীগণ যা'দের যথাযথভাবে
সুপরিচালিত,

১১। অনুলোম-পরিণয় যা'দের
কুলসংস্কৃতি-পরিপোষণী,

১২। যা'রা নিজের বৈশিষ্ট্যকে না হারিয়ে
অন্যকে প্রয়োজন-অনুপাতিক
আপ্ত ক'রে
পরিপোষক ক'রে
নিতে জানে
কিংবা ক'রে নিয়ে চলে—
নিজেরই অঙ্গীভূত ক'রে,

১৩। প্রতিলোম-পরিণয়
ব্যক্তি, সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রগতভাবে
নিরুদ্ধ যা'দের,

১৪। স্বাস্থ্য-সংরক্ষণী সদাচার
ও সহযোগী শ্রম যা'দের স্বাভাবিক,
কুশলকৌশলী উপচয়ী শ্রমও
উৎপাদন-পরিবেষণী সেবায়
যোগ্যতার উৎকর্ষে
যোগ্যতর ক'রে
সহজ সম্পদে
অধিষ্ঠিত করে যা'দের,

১৫। প্রয়োজনের পূর্ব্বেই প্রস্তুতি যা'দের

সদা স্বতঃসিদ্ধ,—
তা'রা শাশ্বত, বৈশিষ্ট্য-বিবর্দ্ধনী,
দুনিয়ায় তা'রা অজেয়,
পরাভূত ক'রতে পারে তা'দের
বা বিপর্য্যস্ত ক'রতে পারে তা'দের,—
দুনিয়ায় এমনতর কেউ আছে কিনা
জানি না;
যদি তোমাদের গৌরব-কিরীট
জীবন্ত ও অমর ক'রে রাখতে চাও—
অমরণ-পথের যাত্রী হ'য়েই চ'লতে চাও—
যত সত্বর ঐ অমর নীতিতে
অভিষিক্ত হ'য়ে উঠবে তোমরা,
অমর গান গরীয়ান সুরে
স্তুতি-উচ্ছল ক'রে তুলবে তোমাদের,
ঠিক জেনো—
অজেয় তোমরা—
অজেয় তোমরা—
অজেয় তোমরা। ১৬৩২।
১৩।১০।৪৯, রাত্র ৯টা

আগ্রহ-অনুরাগ যা'দের ব্যভিচারদুষ্ট—
একাগ্র, সেবা-সক্রিয় নয়কো,
হীনম্মন্যতার কুটিল অভিঘাত
বিদ্যাবত্তার শত জলুসও
ম্লান ক'রে দিয়ে
গোলামীর মোসাহেব

ক'রে দিয়ে থাকে প্রায়শঃ,
দিক্‌দারী ধিক্‌কারই হয় তা'দের
আত্মপ্রসাদ। ১৬৩৩।
১৪।১০।৪৯, রাত্রি ৮-৩৫

প্রবৃত্তি যা'র যেমন—
চিন্তা-চলন-চালও তা'র তেমনি,
বুদ্ধি ও অনুমানশক্তিও তদনুপাতিক। ১৬৩৪।
১৭।১০।৪৯, রাত্রি ৯-১২

অনুরাগ যেমন আগ্রহ-মদির, অনাবিল—
শক্তিও তেমনি উচ্ছল,
ফন্দীও তেমনি কুশলকৌশলী,
আবার, সমাধানও তেমনি শীঘ্র
ও সুচারু। ১৬৩৫।
১৭।১০।৪৯, রাত্রি ৯-২৮

যে-অনুমান
বিষয়-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারকে
উল্লঙ্ঘন ক'রে
আজগবী ধারণার সৃষ্টি ক'রে চলে—
তা' সাধারণতঃ সর্পিল
ও বিকৃত বৃত্তিরই পরিচায়ক। ১৬৩৬।
১৭।১০।৪৯, রাত্রি ৯-৩৭

আগ্রহ যা'র শীর্ণ, অসাধু,
প্রবৃত্তি যা'র খাট বা হীন,
দূরদৃষ্টি যা'র সঙ্কীর্ণ,—

প্রস্তুতি ও ব্যবস্থিতি সেখানে
দৈন্যভরা, বিপাকসঙ্কুল। ১৬৩৭।
১৮।১০।৪৯, বিকাল ৬-৪৫

যে নিজেই কেন্দ্রায়িত নয়কো,
একাগ্র চলৎশীল নয়কো,
নৈতিক চলনা ও ব্যবস্থিতি যা'র
দোদুল্যমান,—
অন্যের নিকট হ'তে তা'র
ঐ জাতীয় কিছুর প্রত্যাশা
বাতুলতা ছাড়া আর কী হ'তে পারে ?
বরং সে
বিধ্বস্তি ও বিশৃঙ্খলারই স্রষ্টা হ'য়ে থাকে। ১৬৩৮।
১৮।১০।৪৯, রাত্র ৭-৫

যত বড় সাধুই হোন—
আর, মহাপুরুষই হোন—
যাঁরা পূর্ব্বপূর্য্যমাণ ন'ন,
সশ্রদ্ধ ন'ন পূর্ব্বতনদিগেতে,
যাঁ'দের প্রজ্ঞা সমাহারী সার্থক নয়কো,—
তাঁ'দের কাছে শুনতে পার,
শুনে বুঝতে পার—
সাবধান হ'তে ও ক'রতে,
কিন্তু অনুসরণীয় ন'ন তাঁ'রা তোমার কিছুতেই,
যদি অনুসরণ কর—
সর্ব্বনাশের শীতল চুম্বন
তোমার ধর্ম্ম ও কৃষ্টি হ'তে

তোমাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে
সত্তায় সংঘাত এনে
সাবাড়ে ডেকে নিয়ে যাবে। ১৬৩৯।
২০।১০।৪৯, সন্ধ্যা ৬-১৫

জীবনপোষণী কোন নীতির
কোনরকম ব্যত্যয়—
তা' অবজ্ঞা ক'রেই হো'ক
বা কোন উপনীতির দোহাই দিয়েই হো'ক,—
তা' কিন্তু
বিপাক-আমন্ত্রণী হবেই কি হবে,
—সাবধান থেকো,
জ্বালাময়ী চাবুক হাতে দুর্দ্দশা
অপেক্ষা ক'রছে তা'দের জন্যে। ১৬৪০।
২৪।১০।৪৯, রাত্র ৯-৩০

যে-জাতির ভিতর মরণ-কৃতিত্ব
জলুস বিস্তার ক'রে চলে—
কৃতকার্য্যতাকে উল্লঙ্ঘন ক'রে,—
সে-জলুস মরণকেই আমন্ত্রণ করে,
সত্তা-কিরীট তা'দের দোদুল্যমান—
অসংহত। ১৬৪১।
২৫।১০।৪৯, রাত্র ৭-৩০

ইষ্ট বা আদর্শানতি যা'দের
অচ্যুত ও অকাট্য,
জীবন-আমন্ত্রণী যা'দের
প্রতিটি পদক্ষেপ,

কূট-কৌশল যা'দের
অন্তরায়কে ব্যাহত ক'রে চলে স্বতঃই,
পারস্পরিক সহযোগ ও সংহতি যা'দের
স্বতঃ-উৎসারণশীল,—
সত্তা তা'দের
স্বতঃ-স্যমন্তক-কিরীটশোভিত। ১৬৪২।
২৫।১০।৪৯, রাত্রি ৭-৩৮

সন্ন্যাসীই হও, যতিই হও,
সাধুই হও বা পণ্ডিতই হও,—
তুমি ইহজীবনে যদি স্বর্গ লাভ না ক'রে
পরকালস্বর্গপ্রত্যাশী হ'য়ে চল,—
তোমার সে-স্বর্গলাভ
সুদূরপরাহত ছাড়া
আর কিছুই নয়;
ঠিক জেনো,
এই জীবনের কৃতকার্য্যতাই
তোমার পরলোকের কৃতার্থ জীবনেরই
আমন্ত্রক। ১৬৪৩।
২৫।১০।৪৯, রাত্রি ১০-২৫

সু অবলম্বন ক'রতে
কাল বিবেচনা ক'রবে না,
সুবিধা পেলেই
সু বা সৎ অর্জ্জন ক'রবে। ১৬৪৪।
২৬।১০।৪৯, বেলা ৯-৪০

নিজে না সাধলে যোগ্যতা বাড়ে না,
আর, যোগ্যতা না বাড়লে
তা'র টেঁকা কঠিন দুনিয়ায়—
পরভুক হ'য়ে থাকতেই হয় তা'র বাধ্য হ'য়ে। ১৬৪৫।
২৬।১০।৪৯, বেলা ৯-৫০

শ্রদ্ধায় আনে দেওয়ার বুদ্ধি
বা আগ্রহ,
ঐ আগ্রহ থেকে আসে সাধনা,
আর, সাধনা থেকে আসে যোগ্যতা,
আর, যোগ্যতা যা'র যত বলশালী
কৃতিত্বও তা'র সংস্থিতিপরায়ণ। ১৬৪৬।
২৬।১০।৪৯, বেলা ১০টা

ঈশ্বরানুরাগে মন গেরো দিয়ে
বৈরাগ্য হাতে নিয়ে
সংসার ক'রতে হয়—
কৃতী হ'য়ে,
যে কৃতী
সেই সাধু সত্যিকারের। ১৬৪৭।
২৭।১০।৪৯, বেলা ৯-৪০

যোনিযোগে ঢুকলে পাপ
রোখাই কঠিন তাহার দাপ। ১৬৪৮।
২৯।১০।৪৯, বেলা ৮-৫৫

যা'রা চতুর—
তা'রা সৎ যা' এমন শিক্ষাকে
জীবনে পরিপালন করে,

আর, যা'রা মূঢ়
তা'রা অবজ্ঞা করে। ১৬৪৯।
২৯।১০।৪৯ বেলা ১০-২৫

মানুষ বেশী কিছু চায় না,
সে চায় তা'র সত্তাবান্ধব, দরদী;
একটু সুভাষী হও,
তা'র বাঁচাবাড়ার অন্তরায়গুলির
নিরোধপ্রয়াসী হও—
একটু কুশলকৌশলে,
সুব্যবহার কর,
সক্রিয়ভাবে এমন একটু সেবা দাও—
ইষ্টানুগ ধর্ম্মপ্রাণতা নিয়ে—
যা'তে তা'র সত্তা স্বস্তি লাভ করে,
উৎসাহ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে উদ্যমে,
তোমার স্বভাবে
সম্ভ্রান্ত সামঞ্জস্যের সহিত
শ্রদ্ধার্হ চলন নিয়ে
এতটুকু যদি সে পায়
তো উদ্দাম হ'য়ে চ'লবে—
তোমাকে ভালবেসে,
তা'র ফলে, ধর্ম্ম-তা'র জীবনে
সহজ হ'য়ে উঠবে—
বাস্তব চলনে,
তা'তে অর্থ তা'কে আপনি সেবা ক'রবে,
হবে কামনার সম্পূরণ—
তা'র নিজেরই উদ্যুক্ত কর্ম্মে,

অনুরাগ উচ্ছল হ'য়ে
কেন্দ্রায়িত চলন নিয়ে
এনে দেবে তা'র মোক্ষ,
আর, এতে তোমার জীবনও
অমনতরভাবে
প্রজ্ঞাচেতন সমুত্থানে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে চ'লতে থাকবে—
ঐ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষে
পরিশোভিত হ'য়ে ;
তা'তে তোমারও লাভ
অন্যেরও লাভ। ১৬৫০।
২৯।১০।৪৯, রাত্র ৮-৫০

আত্মস্বার্থ-খোঁজেই যা'রা মস্‌গুল—
অন্যের অবস্থা ও স্বার্থকে অবজ্ঞা ক'রে,—
—অকৃতজ্ঞ তো তা'রা হবেই
নিজের প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যা নিয়ে,
তা' ছাড়া তা'দের মূঢ় বুদ্ধি
সুব্যবহার, সুষ্ঠু ভাষা
ও সেবামুখর সক্রিয় সহানুভূতিকে হারিয়ে
তা'দের সত্তাসম্বর্দ্ধনার স্বার্থকে
নিষ্ঠুর কশাঘাতে
সর্ব্বনাশের পথিক ক'রে তুলবে
তা'তে আর সন্দেহ কী? ১৬৫১।
১।১১।৪৯, বেলা ৮-৩৫

নিজের স্বার্থ-সন্ধিক্ষুতায় মস্‌গুল হ'য়ে
অন্যের স্বার্থ, সুবিধা বা সম্বর্দ্ধনার

সক্রিয় সহচর্য্যাকে অবজ্ঞা ক'রে
যেই চ'লতে সুরু ক'রলে—
অমনি কিন্তু তোমার স্বার্থপরতা
তোমাকে সম্বর্দ্ধনা ক'রবার
সশ্রদ্ধ লোক-আকূতিকে
নিকেশ ক'রে দিল,
মানুষকে ঠকাতে গিয়ে
আষ্টেপৃষ্ঠে ললাটে
নিজেকে ঠকাবার পথ
উন্মুক্ত ক'রে দিলে,
অনতিবিলম্বে আপসোসী সমবেদনাও
তুমি পাবে না কিন্তু,
দেবে না, পাবে—
ক'রবে না, হবে—
তা' কিন্তু হয় না,
তাই বলি, এখনও সাবধান হও। ১৬৫২।
১।১১।৪৯, রাত্র ৮-২৫

প্রীতি চিরদিনই
ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু,
ভ্রান্তিবিমুখ, দরদী, প্রিয়স্বার্থী,
একনিষ্ঠ, সহজ-সেবাপটু,
সন্ধিৎসু ও উদ্ভাবন-তৎপর,
তা'র চরিত্রগত লক্ষণই হ'চ্ছে এই,
প্রীতি থাকলেই

তা' যেমনই হোক
ও-লক্ষণের ব্যত্যয় নেই তা'র। ১৬৫৩।
২।১১।৪৯, সন্ধ্যা ৭টা

মুখমিষ্টি অসৎ-ব্যাভার
শয়তানেরই অবতার। ১৬৫৪।
২।১১।৪৯, সন্ধ্যা ৭-৫

মনে রেখো,
আর সাবধান হ'য়ে চ'লো—
শ্রেয় ক'রতে গেলেই
বিঘ্ন ও বিপর্য্যয়
তোমাকে আক্রমণ ক'রবেই কিন্তু প্রায়শঃ,
তাই, তা'কে পাহারা দিয়ে
নিরোধী রকম সৃষ্টি ক'রে
যত চ'লতে পারবে—
উদ্‌যাপনও ক'রতে পারবে তা' তত শীঘ্রই,
নয়তো, অনেক পরিশ্রমেও হয়তো
অল্পই এগুতে পারবে তা'তে। ১৬৫৫।
২।১১।৪৯, রাত্রি ৭-১৮

তুমি যদি সুষ্ঠু, শক্ত হ'য়ে
না দাঁড়াতে জান—
অটুট নিষ্ঠায়
আদর্শে সত্তাটাকে গ্রথিত ক'রে নিয়ে,
সক্রিয়ভাবে
ধর্ম্মানুগ কৃষ্টি-পরিপালী মেরুদণ্ডে
ভর ক'রে,—

তোমার সত্তা কিন্তু
বিস্তারলাভ ক'রতে পারবে না—
একটা পরম ব্যাপ্তিতে,
পরিবারে, পরিবেশে, প্রদেশে, দেশে,
অসীম সীমানায়
নিজের পরিধি প্রসারিত ক'রে,
একটা বিশ্বসমবায়ী সত্তা নিয়ে—
সব দিক দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে। ১৬৫৬।
৪।১১।৪৯, রাত্র ৯-৪০

আলাপগুলি সব সময়
এমন হওয়া চাই—
যা' কিনা ইষ্টপূরণী উদ্দেশ্যের
পরিশোধক ও পরিপূরক হ'য়ে ওঠে। ১৬৫৭।
৭।১১।৪৯, বেলা ৮-২৫

সব সময় লক্ষ্য রেখে
মানুষের ব্যক্তিগত বা বংশগত
মাঙ্গলিক অভ্যাস, ব্যবহার ও সংস্কার
এমন ক'রে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হয়—
যা'তে নাকি সে ইষ্টানুপূরণে
সক্রিয়ভাবে আগ্রহ-উদ্দাম হ'য়ে ওঠে,
—ওগুলিকে ভাঙ্গতে নাই,
নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হয়। ১৬৫৮।
৭।১১।৪৯, বেলা ৮-৩০

মমতা ক্রূর হ'য়ে ওঠে
উৎসের প্রতি তখনই—
যখনই তা'র আশ্রয়-অবলম্বন যা'রা
তা'রা তা'কে শরীরে, মনে, সত্তায়
পোষণ না দিয়ে
অবজ্ঞায় অবদলিত ক'রে
নিষ্ঠুর ও নিঃসংস্থ হ'য়ে চলে। ১৬৫৯।
৭।১১।৪৯, রাত্রি ৭-২৫

ঔদার্য্য যেখানে সত্তাবিধ্বংসী—
তা' শয়তানেরই আশীর্ব্বাদ। ১৬৬০।
৮।১১।৪৯, বেলা ১১-৫

দুষ্ট বা দুঃশীল যা'—
তা'তে প্রীতি, সমর্থন, সহবাস
বা তা'র সংরক্ষণী চলন
সর্ব্বনাশেরই হুলুধ্বনি। ১৬৬১।
৮।১১।৪৯, বেলা ১১-২৫

বস্তুর অন্তর্নিহিত সম্মিলনী আনতিতে
পরস্পর যুক্ত হ'য়ে
যে-বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করে—
আস্বাদন-উপভোগ-উদ্দীপনায়
সংশ্লেষ-বিশ্লেষী চলনে—
সন্ধিৎসার সহিত তা'কে জানা
ও তা'কে আয়ত্ত করাই হ'চ্ছে—রসায়ন,
—স্বাদন-সম্মিলনী গতিপথ,

তাই, পরম কারণকে
"রসো বৈ সঃ" ব'লে
ঋষিরা অভিহিত ক'রেছেন। ১৬৬২।
৮।১১।৪৯, রাত্র ৭-১৫

যা'রা নিজের অন্যায় বা পাপকে
অন্যায় ও পাপ ব'লে
উপলব্ধি ক'রতেই নারাজ—
বরং শোধরানর কথা
উপস্থিত হ'লে
অরুচি ও উপেক্ষায়
উড়িয়ে দিতে চায়
নানান ধাঁজে সমর্থন ক'রে নিজেকে,
অনুতপ্ত হওয়া তো দূরের কথা,
আক্রোশ-গম্ভীর হ'য়ে ওঠে,—
তা'রা যা'ই হোক আর যেমনই হোক,
ঠিক জেনো—
ঐ স্বভাব তা'দের ভিতর
শৌর্য্য-সন্দীপনায় বসবাস ক'রছে,
সুবিধা পেলেই কোন মুহূর্ত্তে
তা'রা আত্মোৎসর্গ ক'রতে পারে তা'তে,
তা'রা চলাফেরা করে
একটা রোষরুদ্ধ কপট লালিত্য নিয়ে
বাহ্যিক সাজগোজে,
যদি বোঝ, সাবধান থেকো—
ঐ বিষাক্তসংসর্গ

ক্ষীর-অভিষিক্ত স্বাদু-উদ্দীপনায়
বিষাক্ত ক'রে তুলবে তোমাকেও কিন্তু। ১৬৬৩।
৯।১১।৪৯, দুপুর ১২-৩৪

অসমঞ্জসা বোধ বা বিদ্যা
অসহযোগ ও অসমন্বয়েরই জননী। ১৬৬৪।
১০।১১।৪৯, দুপুর ১২-৪৫,

যে যা'র যেমন প্রিয়
তা'র প্রতি কা'রো
বিন্দুমাত্র বা বিশেষ অবহেলা—
অবজ্ঞাকারীর সঙ্গে
সম্বন্ধ ও সহযোগকে
বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে। ১৬৬৫।
১০।১১।৪৯, বেলা ১টা

যদি চাও তো
পুরুষকারকে খাড়া ক'রে তোল,
আর, চাওয়ার অনুপাতিক
যেখানে যা' করণীয়
তা' বিহিতভাবে কর,—
পাওয়াটা যা'তে
স্বতঃ হ'য়ে চ'লে আসে তোমার কাছে,
তোমার যোগ্যতা যেমন হবে
পাওয়াটাও তেমন হবে। ১৬৬৬।
১১।১১।৪৯, বেলা ৯-৫৫

উপযুক্ত মানুষের অনুগত হ'য়ে
তা'র শাসন-সংরক্ষণে চলা ভাল,
যথোপযুক্ত সক্রিয় সেবায়
তা'কে নন্দিত করার তাল নিয়েই
ফিরতে হয়
অর্থাৎ, তা'কে খুশি ক'রবার
ফিকির বা চেষ্টা নিয়ে চ'লতে হয়
আর ক'রতে হয় তা'—
যা'র বুদ্ধিতে যতখানি জোয়ায়,
তা'তে ক্রমশঃ প্রয়োজন তা'র বেড়েই চলে—
চিন্তা এবং কর্ম্মে,
আর, এতে প্রবৃত্তিগুলির নিয়ন্ত্রণ হ'তে থাকে
একটা সার্থক সঙ্গতি নিয়ে—
যোগ্যতাতে,
নচেৎ প্রবৃত্তি-কবলে প'ড়ে
হাবুডুবু খেয়ে
বিপাক-বিপর্য্যয়ে
জীবনটা অতিবাহিত করা ছাড়া
উপায়ই থাকে না। ১৬৬৭।
১১।১১।৪৯, রাত্র ৮-১৫

মানুষকে কর্ম্মঠ ক'রে তুলতে হ'লে
শুধুমাত্র প্রীতিচর্য্যায়ই
সব সময়ে হ'য়ে ওঠে না তা',—
কারণ, প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী আকর্ষণ
নানা সময়ে নানা ব্যাপারে
বিচ্ছিন্নভাবে নিয়োগ ক'রে তোলে তা'কে

তা'রই লালসায় ;
যা'কে কর্ম্মঠ ক'রে তুলতে চাচ্ছ—
তা'র অন্তরের প্রথম সম্পদই চাই—
তোমাতে তার সশ্রদ্ধ অনুরাগ
আর চাই তা'র প্রতি তোমার
শুভপ্রসূ সৎ ব্যবহার
যা'তে সে
অন্ততঃ এতটুকুও ধারণা রাখতে পারে
—তুমি তা'র শুভানুধ্যায়ী সৎ-বান্ধব,
—এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে
তা'র মস্তিষ্ককে উৎসাহ-উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে,
বা উত্তেজিত ক'রে তুলতে
শরীরকে কর্ম্মনিয়োজিত ক'রে তুলতে
যেমন চাই প্রীতি-পরিচর্য্যা—
তেমনি কোথাও চাই বৎসল ভৎ্সনা,
কোথাও কুশলকৌশলী শাসন,
কোথাও দরদী-চক্ষুর সাথে
নির্ম্মম কর্ম্মব্যাপৃতি—
যা'তে যোগ্যতা, দক্ষতা নিয়ে
স্বতন্ত্রতায় ক্রমবৃদ্ধিপর হ'য়ে চলে
সত্তাকে সংস্থ রেখে,
বেদনা যেন
ব্যর্থ ক'রে তুলতে না পারে তা'কে—
অভ্যাসবোধকে এমনতর উস্কানি দিয়ে,
—তাই, প্রীতিপরিচর্য্যায়
বৎসল ভৎ্সনা, শাসন, শাস্তি
যেখানে যেমন প্রয়োজন

মানুষকে জীবন্ত কর্ম্মপ্রাণ প্রাজ্ঞ ক'রে তুলতে
—বিবেচনার সহিত দৃঢ়ভাবে
তা'র প্রয়োগ ক'রতে হবে,
শুধু একঘেয়ে মিষ্টিপ্রিয় ব্যবহার
প্রবৃত্তি-অভিভূতদের
সব সময়ে
যে-কোন ব্যাপারেই হোক
আচার্য্যত্বে উন্নীত ক'রে তুলতে পারে না,
বরং তা'তে
কর্ম্মমূঢ় বাচকজ্ঞানীই ক'রে তোলে,
দায়িত্বহীন, অসাধু, স্বার্থলোলুপ,
অন্ধ, অলস-প্রকৃতি,
প্রীতি ও প্রজ্ঞার ভড়ং-এ
ভাঁওতাবাজ ক'রে থাকে ;
মনে রেখো, বুঝে চলো। ১৬৬৮।
১২।১১।৪৯, রাত্রি ৮-৩০

রোগপোষণী চলন ও ব্যবহার
আত্মহত্যারই সমান। ১৬৬৯।
১৩।১১।৪৯, বেলা ১১-৩২

মানুষের মস্তিষ্ক বা বোধবৃত্তি যখন
প্রবৃত্তি-অভিভূত অবশ হ'য়ে
চ'লতে থাকে—
অন্য সাড়া তখন
ব্যাহত হ'য়ে ঠিক্‌রে পড়ে,

আর, সে ঐ প্রবৃত্তির পথেই
একটা গোঁ নিয়ে চ'লতে থাকে
ঐ অভিভূত হীনম্মন্যতায়,
প্রীতি-পরিবেষণ তা'কে মুগ্ধ ক'রতে পারে না,
তখন সত্তানুকুল উত্তেজনী সংঘাতে
সক্রিয় হ'য়ে
অনেক সময় প্রবুদ্ধ হ'তে দেখা যায়,
তা'র অবস্থানুরূপ উত্তেজনী সংঘাত
উপযুক্ত মাত্রায় দিয়ে
কৈফিয়ৎ নিয়ে
বৎসল ভৎর্সনায়
তাড়নে-পীড়নে
অভিভূতির বর্ম্ম বিদীর্ণ ক'রে
সুষ্ঠু সৌকর্য্যে
অনুতাপে পরিশুদ্ধ ক'রে
প্রীতি-উচ্ছল আনতির উদ্বোধনে
স্বস্তির দিকে নিয়ন্ত্রিত করা ভাল
যা'তে সে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে সেই চলনে
স্বতঃই—
কিন্তু নজর রেখে
ব্যর্থ বা ব্যাহত না হ'য়ে ওঠে তা',
যদিও প্রীতি যেখানে কপট—
ব্যর্থতা স্বাভাবিকই সেখানে প্রায়শঃ,
আর, একনিষ্ঠ প্রীতির
এটাও একটা সুষ্ঠু পরখ,
শাসন পুনঃ-পুনঃ ব্যর্থ বা ব্যাহত হ'লে
ঐ প্রবৃত্তি-অভিভূতি

এমনতর স্থিতিস্থাপকতা লাভ করে—
যা'তে ওগুলিকে সহজেই
নিরোধ ক'রে ফেলে
সেই প্রবৃত্তি-পরিতৃপ্তির পথেই
চ'লতে থাকে,
প্রিয়কে
যোগ্যতায় প্রকৃষ্ট ক'রে তোলে যা'তে
তা'ই কিন্তু প্রীতি,
আর, যা'তে তা'কে অপকর্ষী ক'রে তোলে
সেই চর্য্যা সহৃদয়ী হ'লেও
প্রিয়র সর্ব্বনাশা,—
তা'তে প্রিয়কে হনন করাই হয়। ১৬৭০।
১৩।১১।৪৯, দুপুর ১২-৪৫

বিধান-সংস্থ যকৃতের ক্রিয়াশৈথিল্যে
তিক্তরস যেমন তা'র পক্ষে বলকারক—
ইষ্টনিষ্ঠদের কর্ম্মশৈথিল্যে তেমনি
উপযুক্ত বলপ্রদ তিক্ত উদ্দীপনা
অনেক সময় কর্ম্মসম্বেগী ক'রে তোলে। ১৬৭১।
১৬।১১।৪৯, বেলা ৮-৫৫

তোমার তিক্ত ব্যবহার যদি কাউকে
প্রেয়কেন্দ্রিক, কর্ম্মঠ ক'রে
তুলতে না পারল—
সশ্রদ্ধ ক'রে তুলতে না পারল তোমাতে
—তা' কিন্তু ব্যর্থ,

আর, তা' বিদ্রোহের স্রষ্টা—
বিপাক-আমন্ত্রণী। ১৬৭২।
১৭।১১।৪৯, সন্ধ্যা ৬-৫

পুরপরিকল্পনার কয়টি প্রতিপূরক

শহর, নগর বা পুর-পরিকল্পনা
যা'ই কর
বিশেষভাবে নজর রেখো—
পরিস্রুত জল-বায়ু-আলোর
সমঞ্জসা সংস্থিতির সহিত
স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, যোগাযোগ-ব্যবস্থাকে
সুচারু রেখে
জলনিকাশ, পয়ঃপ্রণালী
আর বসতি-স্থাপনে সুষ্ঠু দূরত্ব,
দুশমন-নিরোধী ব্যবস্থিতি,
শিক্ষা, বাণিজ্য, খাদ্য, কৃষি,
শ্রম ও গোচারণের
উপযুক্ত ব্যবস্থাতে,
তা'র সাথে আরও নজর রেখো—
নির্ম্মাণগুলি যেন একঘেয়ে না হয়,
একঘেয়ে নির্ম্মাণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে
অনেকটা একঘেয়ে ক'রে তোলে,
আর, তা'তে মানুষ কুশল বিচিত্রতায়
দক্ষ হ'য়ে উঠবার
খোরাক পায় কম। ১৬৭৩।
১৮।১১।৪৯, বেলা ৮-৩০

শোকে অনেক সময় সহানুভূতিসূচক,
উৎসাহ-উদ্দীপী, ভরসামণ্ডিত ধাক্কা
সহজে শোকসন্তাপকে ক্ষীণ ক'রে তোলে,
শোকসংক্ষুব্ধ যে
তা' হ'তে বেশী
সহানুভূতিসূচক শোকবিহ্বলতা
শোকপ্রশমনের অনেকখানি সহায়ক—
যদি তা'
বাস্তব অনুভূতির অভিভূতিসম্পন্ন হয়। ১৬৭৪।
১৮।১১।৪৯, সকাল ৯-৩৫

উৎকর্ষী জন্মনিয়ন্ত্রণ হ'চ্ছে
জাতিগঠনের মুখ্য ভিত্তি,
যা'তে উৎকর্ষী জন্মনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
পারিবারিক সুশৃঙ্খল সার্থক সহযোগিতায়
উৎকর্ষী চলনে, সম্বর্দ্ধনী জন্মে
উৎকর্ষী প্রজ্ঞার আবির্ভাব হয়—
বিবাহবিধির তেমনতর সংস্কারই হ'চ্ছে
জাতিগঠনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান। ১৬৭৫।
১৮।১১।৪৯, দুপুর ১২-৪৫

অনুরাগ যেমন বীর্য্যবান, অচ্যুত—
অভ্যাসও তেমনি নিপুণ,
তাই, অনুরাগই হ'চ্ছে
অভ্যাসের আমন্ত্রক,
আর, অভ্যাস যেমন
সিদ্ধিও তেমনি সেখানে—

সন্ধিৎসা ও ব্যবহারও
তেমনতরই তা'র। ১৬৭৬।
২০।১১।৪৯, বেলা ১০-৩০

ধারণা যেমন শুদ্ধ
কর্ম্মও তেমনি বুদ্ধ,
আবার, যেমন কর্ম্ম
অবস্থাও তেমনি,
অবস্থা আবার যেমন
পছন্দও তা'র তেমনতর—
ব্রতীও তেমনি সে,
স্বভাবও গ'ড়ে ওঠে তেমনি। ১৬৭৭।
২০।১১।৪৯, বেলা ১১-৩০

বস্তু-সংস্থিতি-তাৎপর্য্য
ও তা'র পরিচরণ ও পরিণয়নকে
জানাই হ'চ্ছে পদার্থবিদ্যা। ১৬৭৮।
২০।১১।৪৯, বিকাল ৩-১০

লোকসংখ্যা যা'ই হোক না কেন—
অধিকাংশ লোক
নিজ প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত
উপচয়ী উৎকর্ষী শ্রম-চলনে
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠলে
উর্ব্বরতা সর্ব্বতোমুখীন হ'য়ে
প্রতুল চলনে চ'লবেই কি চ'লবে,
তবে নিয়ন্ত্রণকে চক্ষুষ্মান হ'য়ে
দেখতে হবে—

যেন এই প্রাচুর্য্যই
শ্রমকাতর অলসতাকে আমন্ত্রণ না করে,
তাই, সত্তাকে সলীল ও সচল রেখে
প্রাচুর্য্যকে এমনভাবে খরচ ক'রতে হবে—
যা'তে অপ্রাচুর্য্য যেখানে
তা' প্রাচুর্য্যে উৎসরণশীল হ'য়ে ওঠে,
প্রকৃতির প্রাঞ্জলতার বিশেষত্বই ঐখানে—
কোন-এক বহুতে উৎপাদিত হ'য়েই চলে
সংক্রামিক আবর্ত্তনে—
ঐ শক্তি বা গুণের পুরশ্চরণ ক'রতে-ক'রতে—
অবস্থান্তরের ভিতর-দিয়ে—
সময় ও সীমার আবর্ত্তনে
অনন্তের দিকে ;
তাই, চাই প্রজনন যেমন
উৎকর্ষী চলনে চ'লতে থাকবে—
বৈশিষ্ট্যকে সংহত রেখে
বৃদ্ধিপরতায়,—
শ্রমও তেমনি
দক্ষ ও প্রবুদ্ধ হ'য়ে চ'লতে থাকবে—
সময় ও সীমার আবর্ত্তনের ভিতরে
তা'র উদ্‌ভবী সৌকর্য্যে
অনন্তের দিকে। ১৬৭৯।
২০।১১।৪৯, রাত্রি ৭-৫০

শোন, আবার শোন—
অনেক ব'লেছি, আরও ব'লছি—
বার-বার ব'লছি—

যে অনিয়ন্ত্রিত—
কেন্দ্রায়িত নয়—
—যা'র শিক্ষা দক্ষ হ'য়ে
কেন্দ্রে সার্থক হ'য়ে ওঠেনি
সক্রিয় সেবায়—
অতীতকে বর্ত্তমানে মূর্ত্ত ক'রে
উৎকর্ষ-অভিব্যক্তিতে—
ব্যষ্টিস্বাতন্ত্র্যকে নিয়ে সমষ্টিতে—
সর্ব্বতোমুখী সমন্বয়ে—
সামঞ্জস্যে,
অন্ততঃ আত্মনিয়োগী ইষ্টনিষ্ঠ নয় যে
সক্রিয় সেবা ও সম্বোধিতে—
সে যেই হোক
আর যত বড় শিক্ষিতই হোক,—
চরিত্রধ্বজীই হোক,—
তা'কে অনুসরণ ক'রো না কিছুতেই,
সর্ব্বনাশের রাজদূত সে
ব্যভিচারের বীভৎস নিঃশ্বাস
কিন্তু তা'র প্রতিটি চলনে। ১৬৮০।
২০।১১।৪৯, রাত্র ৮-৩০

আদত কথা হ'ল—
মানুষকে শ্রমকুশলতায়
অভ্যস্ত ক'রে তোলা,
শ্রমকে উপচয়ে উপভোগ্য ক'রে তোলা
সেবাসার্থক মত্ততায়—

পরিপূরণে, পরিপোষণে,
পরিপালনে, পরিরক্ষণে। ১৬৮১।
২০।১১।৪৯, রাত্র ৯-১৫

সদাচার পরিপালন কর
—তা' সব রকমে
প্রতিষেধী উপায়ে,
বিপাককে এড়িয়ে চল—
শঙ্কাসঙ্কুল হ'তে হবে কমই। ১৬৮২।
২১।১১।৪৯, বিকাল ৫-১৫

সত্তা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ,
আর, তিনি তা'তেই বাস করেন,
রজোবীজের সম্মিলনী সহযোগেই হ'চ্ছে
তা'র সংস্থিতি,
আর, ওর ভিতর-দিয়েই
সত্তা শরীর পরিগ্রহ করে,
তাই, সত্তার মূর্ত্ত সম্পদই হ'চ্ছে
এই শরীর;
সত্তাকে অবলম্বন ক'রে
যে আগ্রহ-উদ্দীপনা আসে—
চিন্তার পথ বেয়ে,
—তা'কে যা' দিয়ে সে মূর্ত্ত করে
তা'ই হ'চ্ছে তা'র শক্তি;
তাই, এই সত্তা শক্ত হ'য়ে
যা'কে অর্জ্জন করে—

তা'তেই থাকে তা'র নিজত্ব বা মমত্ব,
এক-কথায়, তা'ও তা'র
রকমারি শরীরই,
তাই, যে যা'তে যেমন ক'রেই হোক
তা'কে অপহরণ করে
—তা' ঐ নিজত্ব হ'তে—
তা'তে তা'র ক্ষয়ও হয়—
ক্ষতিও হয়—
যদি সেটা সুস্থির অন্তরায় হয়,
তাই, তা' পাপ,
তাতে এই সত্তার সংস্থিতি ক্ষুণ্ণ হয় ;
তাই বলি, এই সংস্থিতির কোন-কিছুই
অপহরণ ক'রতে যেও না,—
অশিষ্ট বা অবৈধ ব্যবহার ক'রতে যেও না,—
যা'তে সে ক্ষয় ও ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে ওঠে ;
ঠিক রেখো মনে—
ঐ চলনে তুমি তোমার ক্ষয় ও ক্ষতির
আমন্ত্রণ ক'রে ব'সলে,
নানারূপ ঘুর্ণির ভিতর-দিয়ে
ঐ ক্ষয় ও ক্ষতির পরিপূরণের জন্য
সে তোমার কাছে হাজির হবেই
তোমার রকমে,
—তাই, কা'রো ক্ষয় বা ক্ষতির কারণ হ'য়ো না—
যা'তে সত্তা বিধ্বস্ত হ'য়ে ওঠে,
তা' না ক'রে ঐ বিধ্বস্তি আনে যা'তে
তা'কে নিরোধ কর,
আর, সত্তা যা'তে সংস্থ থাকে—

পোষণ পায়—
তা'রই প্রশ্রয় দাও
ও আশ্রয় হও,
আর, নিজেরও পাওয়ার পথ
অমনি ক'রেই উন্মুক্ত কর,
মনে ক'রো—
গীতায় সেই ভগবানের বাণী—
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্। ১৬৮৩।
২১।১১।৪৯, বিকাল ৫-৪০

অভিজ্ঞতা যেখানে অভিশাপগ্রস্ত
শয়তানও সেখানে বিদ্রূপবিমুক্ত। ১৬৮৪।
২১।১১।৪৯, রাত্রি ৮-৫

শীল ও কৃষ্টি যেখানে অবমানিত
সাত্ত্বিক সংস্কৃতিও অবগুণ্ঠিত সেখানে। ১৬৮৫।
২১।১১।৪৯, রাত্রি ৮-৩০

ব্যভিচারিণী বিদ্যা উন্নতির পরিপন্থী,
যে-বিদ্যা ধর্ম্ম বা সত্তাস্বার্থী নয়—
এক-কথায়, সত্তাপোষণী নয়—
সেই বিদ্যাই ব্যভিচারিণী। ১৬৮৬।
২২।১১।৪৯, বিকাল ২-৪০

দুর্নীতি বা দুঃশীলতা যেখানে
প্রশংসিত ও পুরস্কৃত—
অত্যাচার অবাধ ও অবাধ্য
যে সেখানে হবেই—
তা' আর কইতে? ১৬৮৭।
২২।১১।৪৯, বিকাল ২-৪৫

অনুভব কর সব কিছুকেই—
কিন্তু অভিভূত হ'তে যেও না
এক আদর্শ বা ইষ্ট ছাড়া। ১৬৮৮।
২২।১১।৪৯, রাত্র ৭-৩২

সশ্রদ্ধ, সক্রিয়, সেবাপ্রাণ,
বিবেকী, পরাক্রমী অনুরাগীর
বেষ্টনীতেই থেকো,—
নয়তো, দুর্ভোগকে এড়াতে পারবে কিন্তু
কমই। ১৬৮৯।
২২।১১।৪৯, রাত্র ৭-৪০

কোন কৃষ্টিই তা'র সম্বর্দ্ধনী জলুস
সৃষ্টি ক'রে চ'লতে পারবে না—
যতদিন প্রতিলোম-বিবাহ
ও সতীত্বহীনতা
অবাধগতিতে চ'লতে থাকবে। ১৬৯০।
২৩।১১।৪৯, বিকাল ৩-২০

প্রবৃত্তি-প্ররোচনা—
যা' প্রেয়স্বার্থী নয়

তা' মানুষের বোধ ও চলন-চরিত্রের
ভিতর-দিয়ে
এমনতর কর্ম্ম সৃষ্টি ক'রে
মস্তিষ্কে এমনতর সমাবেশ ঘটায়,—
যা'র ফলে
বিদ্‌ঘুটে বিচ্ছিন্ন ঘূর্ণি সৃষ্টি ক'রে
বিভ্রান্তি-বেঘোরে জীবনকে
হেনস্থায় পদদলিত ক'রে চলে,
ফলে, কোন নির্দেশই
জীবন-চলনায়
পরিপালন ক'রতে পারে না তা'রা,
ওর ঔষধই হ'চ্ছে
প্রেষ্ঠে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
নিজের চরিত্র ও চলনাগুলিকে
সক্রিয়ভাবে সেই নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত করা—
তদনুকূল চিন্তায়, চলনে, স্বার্থে। ১৬৯১।
২৩।১১।৪৯, বিকাল ৩-৩০

যা' চাও
আগে বেশ ক'রে খতিয়ে দেখ,—
তা' তোমার সত্তা-পরিপোষণী কিনা—
নজর রেখে
তা' অন্ততঃ পরিস্থিতির ক্ষতিকর না হয়,
যদি তা'ই হয়—
তা'কে বেশ ক'রে আঁকড়ে ধর,
আর, তা' যা'তে সংঘটিত হয়
তা'র অনুপাতিক সময়মত

যখন যা' করণীয় ক'রে চল—
বেশ বিবেচনা ক'রে
আশা ও ভরসাকে অটুট রেখে,
আর, ওর অন্তরায়গুলি যা'
ভেবেচিন্তে নিরোধ ক'রে চল
যা'তে তোমার চাহিদা যা'
তা' পাওয়ার
কোন বিরোধ সৃষ্টি ক'রতে না পারে,
যত বিশুদ্ধ হবে এই চলনা তোমার—
পাওয়াটাও তা'র অনুপাতিকই
হ'য়ে আসবে তোমার কাছে। ১৬৯২।
২৩।১১।৪৯, রাত্র ১০-২২

প্রেমই হোক
আর কামই হোক—
যা' দেওয়া-নেওয়ার
চুক্তি ও চাহিদার উপর প্রতিষ্ঠিত—
তা'র স্থায়িত্ব ক্ষণভঙ্গুর
ও বিপদসঙ্কুল। ১৬৯৩।
২৪।১১।৪৯, বিকাল ৪-২৫

যে-কোন ভাবই হোক না কেন
যা' ধাক্কা দিয়ে
মানসিক বিকার সৃষ্টি ক'রে
মস্তিষ্কে তা'র এমনতর একটা
সমাবেশ নিয়ে আসে—
যা'র ফলে, বৈধানিক বা চারিত্রিক

ব্যাহতি এনে দেয়,—
তা' অস্বস্তি বা অপকর্ম প্রসব করে
প্রায়শঃ। ১৬৯৪।
২৪।১১।৪৯, বিকাল ৪-৩০

সত্তাশক্তির কেন্দ্রায়িত নিবিড় সম্মিলনের
পরিণয়নই হ'চ্ছে
বিশ্ব ও ব্যষ্টি,
তাই, প্রতি ব্যষ্টির
কেন্দ্রায়িত, সজাগ, সন্নিবেশী,
সর্ব্বতঃসম্বর্দ্ধনী
সত্ত্ব-সমুত্থানই হ'চ্ছে আধ্যাত্মিকতা। ১৬৯৫।
২৫।১১।৪৯, বেলা ৮-৪৫

চৈতন্যে
পার্থিবতার
সফল ও সার্থক বিকলনে
অবিদ্যমানতাকে অতিক্রম ক'রে
অর্থাৎ, মৃত্যু পার হ'য়ে
অমৃতত্বে শাশ্বত হ'য়ে চলা—
আর্য্যকৃষ্টির বৈশিষ্ট্যোচ্ছল অভিধর্ম্ম। ১৬৯৬।
২৫।১১।৪৯, দুপুর ১-১৫

তুমি যে-নীতিই প্রণয়ন কর না কেন—
তা' যদি কোন-না-কোন রকমে
ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য, বর্ণবৈশিষ্ট্য
আর সমাজবৈশিষ্ট্যকে

সম্বর্দ্ধনায় সার্থক ক'রে
উৎক্রমণশীলতায়
সর্ব্বতোভাবে সত্ত্ব-পরিপোষণী না হয়—
তা' কিন্তু দুষ্ট,—
ব্যভিচার ও বিপর্য্যয়ের স্রষ্টা হ'য়ে
দাঁড়াবেই কি দাঁড়াবে
তা' আজই হোক আর কালই হোক ;
আর, এ ছাড়া যিনি যত বড়ই হোন—
তিনি মহাপুরুষ ন'ন নিশ্চয়ই,
ভাগবত প্রজ্ঞা তাঁ'র নাই,
বিধায়ক ! সাবধান কিন্তু !—
তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়ে
সাবধানে তোমার বিধানকে পরিবেষণ ক'রো,
—নয়তো, অল্পদৃষ্টি হামবড়াইমুগ্ধ
নৈতিকতা তোমার
সর্ব্বনাশে সবাইকে
সর্ব্বহারা ক'রে তুলবে। ১৬৯৭ ।
২৫।১১।৪৯, রাত্র ৮-৩৫

যে-নীতি বা বিধি
উৎক্রমণী সম্বর্দ্ধনার
সুনিয়ন্ত্রিত সামঞ্জস্যকে
ব্যাহত ক'রে চলে—
তা'র অনুসরণ ক'রতে যেও না,
সে-অনুসরণ কিন্তু সর্ব্বনাশা। ১৬৯৮ ।
২৫।১১।৪৯, রাত্র ৮-৪০

মান, মর্য্যাদা, প্রভুত্ব
কেউ কা'কেও দিতে পারে না,
দিলেও রাখতে পারে না কেউ—
যদি তা'র চরিত্র, বোধকুশল দক্ষতা
ও সন্দীপনী সুব্যবহার না থাকে,
তবেই হ'চ্ছে—
ওগুলি পায় সেই-ই
যা'র আছে চরিত্র,
আছে বোধকুশল দক্ষতা,
আছে সন্দীপনী সুব্যবহার। ১৬৯৯।
২৬।১১।৪৯, বেলা ১২-৫০

বোধের আবাস শ্রদ্ধায়,
সৌন্দর্য্য রয় ভাবে,
কৃতিত্ব রয় কর্ম্মে,
প্রাজ্ঞতা রয় ইষ্টনিষ্ঠায়,
মহত্ত্ব থাকে ব্যবহারে, সেবায়,
আর, এই পঞ্চ সম্মেলনেই
দেবত্বের উদ্ভব। ১৭০০।
২৬।১১।৪৯, রাত্র ৯-৫০

ভাবের অভাব যেই হ'ল
অনটনও সেই এলো। ১৭০১।
২৭।১১।৪৯, সকাল ৬-৩০

শাতন-প্রবৃত্তি মানুষের উপর
যতদিন আধিপত্য ক'রবে—
সত্তানুরাগ সঙ্কুচিত ক'রে,—
ততদিন হিংসানিরোধী ব্যবস্থিতিকেও
প্রস্তুত রেখে চ'লতে হবে,
নয়তো, বিপন্নতা
উচ্ছল ও অব্যাহত হ'য়ে চ'লতে থাকবে। ১৭০২।
২৭।১১।৪৯, সকাল ৭টা

অসৎনিরোধী প্রস্তুতি অব্যাহত রেখে
সহযোগী প্রীতি ও বন্ধুত্বের ভাব নিয়ে
বিরোধ-মীমাংসায় ব্রতী হও,
দেখ, কৃতকার্য্য হ'তে পার কিনা—
ব্যর্থতা যেন তোমাকে
ব্যাহত ক'রতে না পারে,
কারণ, অন্যের ঐ স্বার্থসন্ধিক্ষু শাতন-প্রবৃত্তি
যেখানেই যেমনভাবেই ব্যাহত হবে—
তা' তুমি যেমনতরই হও না কেন,—
তা'দের রোষকশায়িত
হনন সন্ধিৎসা ও প্রবৃত্তি
তোমাকে ত্যাগ নাও ক'রতে পারে কিন্তু,
তাই, আত্মরক্ষার উপকরণকে
অজচ্ছল ও অব্যাহত রেখে
শৌর্য্য-সাহসী সংগঠন নিয়ে
প্রস্তুত থাকাকে
অবজ্ঞা ক'রো না,
নিজে ম'রে অন্যের মরণপথও

অবাধ ক'রে তুলো না,
অকৃতী সাধুত্ব নিয়ে
পাপ ও পাতিত্যের সঞ্চয় ক'রতে যেও না। ১৭০৩।
২৭।১১।৪৯, সকাল ৭-৫৭

তুমি যা'ই হও
বা যেমনই হও না কেন—
যা'রই প্রবৃত্তি-প্ররোচী শাতনবুদ্ধি
তোমাকে তা'র অন্তরায় বিবেচনা ক'রবে,—
সে-ই তোমাকে
যেমন ক'রেই হোক
অপসারণ-প্রচেষ্টা হ'তে
বিরত থাকবে না কিন্তু—
এমন-কি, তুমি তা'তে
নিশ্চেষ্ট অসাড়ই হও,
আর প্রীতিফুল্ল পরিবেষকই হও,
তাই, নিরোধকে সুদৃঢ় বর্ম্ম ক'রে
যে-গন্তব্যেই চ'লতে হয়—
তা' যদি না চল,—
বিপদ তোমার ব্যাহত হবে না কিছুতেই,
কারণ, ক্রুদ্ধ সর্প একখানা শুষ্ক কাষ্ঠকে
এমন-কি, বহমান বায়ুকেও
ছোবল মারতে ছাড়ে না। ১৭০৪।
২৭।১১।৪৯, সকাল ৮টা

ক্রুদ্ধ ক্রূরতা বা খলত্বকে
নিরোধ ক'রতে হ'লেই

হয় তোমার চরিত্রকে
এমনতর পরিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ক'রতে হবে—
দৃষ্টিকে এমন সুপ্রভ ক'রতে হবে—
যা'তে ঐ খলত্ব
তোমার প্রভাবোচ্ছলতায়
স্মিত হ'য়ে ওঠে,
নয়তো, এমন বর্ম্মের সৃষ্টি ক'রতে হবে
যা'তে প্রতিরুদ্ধ হ'য়ে
ঐ ক্রূরতা বা খলত্ব
ব্যাহত হ'য়ে উঠে
তোমাকে স্পর্শও না ক'রতে পারে,
নয়তো, নিজেকে এমন
সংস্থাসম্পন্ন ক'রতে হবে—
ঐ ক্রূরতাবিদ্ধ হ'লেও
তোমার শরীর ও মনে
তা'র প্রভাব বিস্তার ক'রে
তোমাকে দুঃস্থ ও পতিত ক'রে তুলতে না পারে। ১৭০৫।
২৭।১১।৪৯, দুপুর ১২-৩৫

ঘটনা বা ব্যাপারকে অনুধাবন ক'রে
অবস্থাকে বুঝতে চেষ্টা কর
সামঞ্জস্য-নির্ণয়ী সন্ধিৎসায়,—
যা'তে ব্যাপারগুলির কেমনতর আশ্লেষণে
ঐ অবস্থার সম্ভব হ'তে পারে—
এমনতর ধী নিয়ে,
আর, তা' যখন নির্দ্ধারিত হ'য়ে উঠবে
তোমার কাছে—

নিরাকরণ বা সংরক্ষণী বিধান ও ব্যবস্থিতি
তদনুরূপই ক'রে তোল—
নিরূপণ যেন বিকৃত না হয়। ১৭০৬।
২৯।১১।৪৯, সকাল ৭-৪৯

ইষ্টনিষ্ঠ চরিত্র, সদ্ব্যবহার
ও সেবা-ব্যবস্থিতিই হ'চ্ছে
প্রতিষ্ঠার পরম সুহৃদ,
এরা যেখানে অবজ্ঞাত
পণ্ডামি সেখানে
যতই জলুসওয়ালা হোক না কেন—
প্রীতি ও প্রতিষ্ঠা শম্বুকধর্ম্মী। ১৭০৭।
২৯।১১।৪৯, বেলা ১০-২০

সামর্থ্যহীনের অর্থ
যেমন শঙ্কারই আমন্ত্রক—
যোগ্যহীনের প্রাপ্তিও তেমনি। ১৭০৮।
২৯।১১।৪৯, বেলা ১০-৩০

শুধু মনগড়া ধারণার
বশবর্ত্তী হ'য়ে চ'লো না,
অমনতর ধারণা থাকলেও
তা'কে ব্যবহার ক'রতে যেও না—
আত্মরক্ষী ব্যবস্থা করা ছাড়া,—
যতক্ষণ না বিষয় ও ব্যাপারের সাথে
তা' পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলছে;
তাই, বিষয় বা ব্যাপারকে
সক্রিয় সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে

কী, কেন,
তা' কেমন ক'রে—
তা'র সংস্থিতির বাস্তবতাকে
বিশ্লেষী ও সংশ্লেষী রকমে
ক'রে, দেখে, শুনে, বুঝে
সে-বিষয়ে
ঐ বিষয় তোমাকে যে-ধারণায় উপনীত করে—
সেটাই কিন্তু বাস্তব ধারণা,
আর, বোধনিঃসৃত পরিস্রুত জ্ঞানও
সেখানেই,
—তা'ই দিয়ে যেখানে
যেমন নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন
তা'ই ক'রে চ'লো—
ভ্রান্তি কমই হবে। ১৭০৯।
২৯।১১।৪৯, রাত্রি ৭-১৫

কা'রো অগুণকে
অন্যের কাছে প্রকাশ ক'রো না,
তা'কে পরিশুদ্ধ হবার
উপযুক্ত সময় দিও,
আর, যতটা পার সাহায্য ক'রো—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ অগুণ
সংক্রামক রূপ ধারণ ক'রে
অন্যকে বিষাক্ত ক'রে তুলবার মতন
না হয়,
কারণ, লোকের কাছে
সে যতই হীন হ'য়ে পড়বে—

সেই প্রতিষ্ঠা ফিরিয়ে পেতে
তা'র পক্ষে অনেকখানি
কঠিন ও কঠোর হ'য়ে প'ড়তে পারে। ১৭১০।
৩০।১১।৪৯, রাত্র ৯-২০

যে-কাজ ক'রতে চাও
কৃতকার্য্যতার সহিত,—
আগেই ভেবে নিও
কী ক'রতে হবে, কেমন ক'রে,
কী পর্য্যায়ে, কখন,
—তা'র মানে হ'চ্ছে
প্রথমে কী ক'রতে হবে,
কী করা হ'লে তারপর কী ক'রতে হবে,
আর, তা'ও হ'লে তৎপরেই বা
কেমন ক'রে কী ক'রতে হবে,
তা' কখন—
বা ওর সঙ্গে-সঙ্গে
সুযোগ ও সুবিধামতন
আর কীই বা করা যেতে পারে,
ধাপগুলিকে বেশ ক'রে ছ'কে নিয়ে
মনে-মনে,
আর, তা'র লওয়াজিমাগুলির
সংগ্রহ ও তা'র ব্যবস্থিতি
এমনতর ঠিক ক'রে—
যা'তে তোমাকে সেই কাজ সম্পাদন ক'রতে
হাতড়ে বেড়াতে না হয়,
অযথা সময়ক্ষেপ না হয়,

আর, এই চলার পথে যা' পাও যখন
সেই উপকরণগুলি সংগ্রহ ক'রে
চ'লতে থাক—
যা' তোমার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে
প্রয়োজনে লাগতে পারে,
সক্রিয় চলনে
যদি এমনি ক'রে চ'লতে পার—
সুব্যবস্থিতির সহিত—
যথাসময় ঐ সম্পন্নতা
তোমাকে অভিনন্দন ক'রবে,
নয়তো, তা' ক'রে বা পেয়েও
সার্থকতা সন্দিহান হ'য়ে উঠবে। ১৭১১।
৩০।১১।৪৯, রাত্র ৯-২৮

কোষ্ঠী ফলে ক'রলে
ধর্ম্ম ফলে ধ'রলে। ১৭১২।
১।১২।৪৯, বেলা ১২-১০

পরশ্রীকাতরতা ও অকৃতজ্ঞতা
হীনম্মন্যতারই সুখ-পার্ষদ। ১৭১৩।
১।১২।৪৯, বেলা ১টা

বাস্তবিকতায় শুধুমাত্র প্রাপ্তি-সংশ্রব
তোমার সাথে যা'দের—
তা'রা যদি তোমার বেষ্টনী হয়—
সাবধান থেকো তুমি,
তোমার কিন্তু 'সসর্পে চ গৃহে বাসঃ',
মমতাক্ষুধিত, প্রীতিচর্য্যী, সেবাস্বার্থী

যদি কেউ বা কাহারা থাকে
সেই বেষ্টনী নিয়েই চ'লো,
নয়তো, একলা থাকাও বরং ভাল। ১৭১৪।
১।১২।৪৯, রাত্র ৯-৩৫

ভক্তি যেখানে একনিষ্ঠ,
ক্ষুধাতুর মমতাদীপ্ত,
সেবাচর্য্যানিরত,
সক্রিয় সার্থকস্বার্থী,—
শক্তি সেখানে অবতরণ ক'রে থাকে—
প্রাণনার বিপুল স্পন্দনে,
দ্যুতি বিকিরণ ক'রতে-ক'রতে চলে সে—
বচনে, চরিত্রে, ব্যবহারে,
প্রতিপদক্ষেপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে ;
কর, পাও—
কৃপার অধিকারী হও। ১৭১৫।
১।১২।৪৯, রাত্র ১০টা

অক্ষচ্যুত কেন্দ্রে কেন্দ্রায়িত হওয়াই হ'চ্ছে
নিজেকে কক্ষচ্যুত ক'রে তোলা। ১৭১৬।
২।১২।৪৯, সকাল ৮-৩০

অনুকম্পীর আশীর্ব্বাদী অবদান
যে-জন্য তুমি পাচ্ছ—
তুষ্ট থেকে তা'তে,
তা'র উপর দাঁড়িয়ে,

সক্রিয় সেবায় তা'কে উপচয়ী ক'রে,
ও হ'তে নিজের যোগ্যতা-পরিবেষণে
স্বতঃ-উচ্ছলতায় তোমার প্রাপ্তিকে
আরও ক'রতে চেষ্টা ক'রো—
যেন অনুকম্পীকে মোচড় দিয়ে
তোমার প্রাপ্তিটাকে বাড়িয়ে তুলতে না হয়,
তা' যদি কর—
ক্রমশঃই খোঁড়া হ'তে থাকবে,
আর, ঐ অনুকম্পী উৎসের
নিকেশে পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে,
কৃতঘ্ন হ'তে হবে তোমাকে—
বিশ্বাসঘাতী অভিযানের ভিতর-দিয়ে
আত্মঘাতী বর্ব্বরতায়,
তাই বলি,
সর্ব্বনাশকে উচ্ছল ক'রে তুলো না। ১৭১৭।
২।১২।৪৯, দুপুর ১২-২৫

তোমার শ্রদ্ধা
কা'রও বীতশ্রদ্ধ ব্যবহারেও
যখন সঙ্কুচিত ও ছিন্ন না হ'য়ে চলে—
তখনই বুঝবে
জয়যুক্ত হ'য়ে
সক্রিয় সাফল্যে অভিনন্দিত
হ'তে চ'লেছে সে। ১৭১৮।
২।১২।৪৯, দুপুর ১২-৩০

ভাগবত-মানুষ বলেন,
আমরা তা' বুঝি

আমাদের অন্তর্নিহিত ভাব, বোধ
ও ব্যবস্থিতি-মাফিক—
যা'র যেমন তেমনি ক'রে। ১৭১৯।
৪।১২।৪৯, রাত্রি ৭টা

ব্যভিচারিণী প্রীতি
কামনার কপট সৌজন্য। ১৭২০।
৫।১২।৪৯, বিকাল ৩-৩০

যেমন হবে কৃতী
পাবেও তেমনি মতি। ১৭২১।
৬।১২।৪৯, বেলা ৮টা

এককেন্দ্রিক প্রীতি
ভালবাসতে পারে অনেককেই—
তা' কিন্তু সেই একেরই স্বার্থে
ও সার্থকতায়। ১৭২২।
৬।১২।৪৯, বেলা ৮-৩০

বিহিত ব্যবস্থিতির সহিত
কোন-কিছু ক'রতে গিয়ে
ফল-প্রত্যাশায় উদ্ব্যস্ত হ'য়ে
জলদিবাজী ক'রতে যেও না,
যা' ক'রতে বা যা' হ'তে
যে-সময় লাগে
উপযুক্তভাবে তা' সরবরাহ ক'রে
যথাসময়ে কিন্তু তার ফল পাওয়া যায়,

তাই, জলদিবাজী অনেক সময়
কর্ম্ম পণ্ডই ক'রে থাকে ;
অপেক্ষা কর, দেখ,
সময়কে উপেক্ষা ক'রো না—
প্রতিকূল যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে,—
কাজ হাসিল হবে। ১৭২৩।

৮।১২।৪৯, বেলা ৯-২৪

যে-কাজই কর
বা যত কাজই কর—
আর, তা'র রকমারি যতই হোক—
যা' ধ'রবে
ন্যায্যমতন তা'কে তেমনিভাবে
সুসম্পন্ন ক'রবেই কি ক'রবে,
তা'কে যথাবিহিত মূর্ত্ত না ক'রে ছেড়ো না
বা অন্য বিষয়ে নিরত হ'য়ে
তা'কে ত্যাগ ক'রো না কিন্তু,
—তা' করা বড় দোষ,
ওতে তোমাকে চিরদিনই
অকৃতকার্য্যতার পথে নিয়ে যাবে,
কোনটাই সুসম্পন্ন ক'রতে পারবে না,
ভূত পাওয়ার মতন পেয়েই ব'সবে ও ;
আর, ঐ সব করাগুলি যেন ইষ্টানুগ হয়,
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় সঞ্চালিত হয়,
তা'তে সার্থক হবে,
সম্বোধিরও অধিকারী হবে,
দেদীপ্যমান কৃতার্থতাই হবে

তোমার চারিত্রিক দ্যুতি,
সার্থকতার উপঢৌকনে তুমি
অঢেল হ'য়ে উঠবে। ১৭২৪।
৮।১২।৪৯, বেলা ১০-১৫

যে-কাজেই যাও
আর যা'তেই নিয়োজিত হও—
তোমার ফন্দী ও সক্রিয় ব্যবস্থিতি যেন
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য ক'রে চলে—
নিরবচ্ছিন্ন সজাগ সন্ধিৎসুতায়,
—তা' প্রতিটি নিয়ন্ত্রণী পদক্ষেপে,
তোমার সেবা, তোমার সৌহার্দ্দ্য,
সৌজন্য, শৌর্য্য, বীর্য্য সবই যেন
ইষ্টানুগ নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চলে,
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় প্রবুদ্ধ হ'য়ে চলে,
আর, সার্থক হ'য়ে ওঠে যেন
সামঞ্জস্য, সমন্বয়ের ভিতর
ইষ্টপরিপূরণে ;
যে-ব্যাপারেই হোক না,
এতে যতখানি অন্ধ থাকবে—
জগৎও তোমার কাছে ততটুকু
অজ্ঞ, তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে চ'লবে,
যা' ক'রছ বা যা'কে সেবা দিচ্ছ
সবটাই কানা পদবিক্ষেপের
মূঢ় চলনে চ'লতে থাকবে ;
তাই কর্ম্মী ! সাবধান !
অকুণ্ঠিত চকিত নজরে

ইষ্টার্থ-পরিবেষণী চলনায় চ'লে
কৃতী হও, সার্থক হও—
কৃতার্থ হবে তুমি,
আর, সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমার করা—
যা'কে ক'রছ বা যা' ক'রছ সর্ব্বসমেত,
নয়তো, ব্যর্থতার অট্টহাসি
বঞ্চনার উপঢৌকনে
তোমাকে বিদ্রূপ ক'রেই চ'লবে। ১৭২৫।

৮।১২।৪৯, বেলা ১০-২৫

পাপ-অভিভূত প্রবৃত্তি যা'দের—
তা'রা যদি কাজে
তা' নাও করবার ফুরসুৎ পায়—
দাম্ভিক দস্তুরে তা'রা নিজেকে সমর্থন ক'রে
প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ ক'রে থাকে
তা'র অন্তরায়ী যা' তা'কে,
এমনতর যেখানেই দেখবে
বুঝে নেবে—
ফাঁক পেলেই কাজে সেটাকে তা'রা
ফুটিয়ে তুলবেই কি তুলবে,
বিনীত অনুতপ্ত হ'তে পারে না তা'রা—
পাপে অসহযোগী ঘৃণ্য অভিব্যক্তি
থাকে না তা'দের,
সমঝে চ'লো—
বুঝে নিজেকে স্বস্থ রেখো। ১৭২৬।

১০।১২।৪৯, রাত্র ৯-৩০

উদ্বুদ্ধ ধর্ম্ম বা আদর্শপ্রাণতার
ভিতর-দিয়ে
আপূর্য্যমাণ আদর্শ পুরুষে
অনুরাগোদ্দীপ্ত হ'য়ে
সদ্দীক্ষ শাসনতান্ত্রিকতায়
তৎপরিপূরণে
পরস্পর পরস্পরকে নিজ-স্বার্থ বিবেচনায়
অটুট সম্বর্দ্ধনী
পারস্পরিক সানুকম্পী সেবা-সহযোগিতায়
মানুষ সংস্থ হ'য়ে
সক্রিয় শ্রমোৎকর্ষী
উপচয়ী সংবর্দ্ধনায়
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে যতই চলে
—তা' অন্তরেরই হোক
আর বাহিরেরই হোক—
রাষ্ট্র, সমাজ বা সম্প্রদায়ের
স্বাভাবিক সহানুভূতি-উদ্দীপ্ত প্রকৃতিতে,—
শান্তি তখনই অচ্যুত গৌরবমণ্ডিত হ'য়ে
বসবাস ক'রতে থাকে ;
আর, এই অনুষ্ঠানকে অগ্রাহ্য ক'রে
শান্তির বাণী ব'লে বুক ফাটিয়ে
গাল বাজিয়ে যতই চল না কেন—
শান্তি সুদূরে তখনও। ১৭২৭।

১১।১২।৪৯, বেলা ৯টা

নিজে কোন পূরয়মাণ সৎ আদর্শ দ্বারা
সংস্কৃত বা শাসিত না হ'য়ে

অন্যকে সেই তাঁ'র দ্বারা
সংস্কার বা শাসন ক'রবার
সুবিধাকে গ্রহণ ক'রতে যাওয়া—
বিড়ম্বনাকে আমন্ত্রণ করা,
কারণ, স্বীয় চরিত্রই তা'র
প্রধান অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। ১৭২৮।
১১।১২।৪৯, বেলা ১-৩৫

মানুষের অসুখ-বিসুখ দুঃখকষ্টে
শুধুমাত্র অলস নজরেই
তাকিয়ে থেকো না,
তড়িতী সতর্কতায়
সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে
দেখ, বোঝ, ভাব,
নিরাকরণ-উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠ
সক্রিয়, সানুকম্পী দায়িত্ব নিয়ে,—
ঐ দুর্দ্দশা বা কষ্টের লাঘব
কত সত্বর কেমন ক'রে ক'রতে পার
সেই চেষ্টায় ;—
অলস নজরে তাকিয়ে থাকা
বা নিরর্থক আপসোস-বুলি আওড়ান
নিরাকরণবুদ্ধিকে হতভম্ব ক'রে তোলে,
আর, উপস্থিতবুদ্ধিকেও অসাড় ক'রে তোলে,
একটা অমানুষিক প্রাজ্ঞতায়
তা'কে অবশ হ'য়ে চ'লতে হয় ;
ইষ্টানুগ, সানুকম্পী, সচেষ্ট,
দায়িত্বশীল, নিরাকরণী

সেবা-অভ্যস্ততাই
মানুষকে জ্ঞানদীপ্ত ক'রে তোলে,
অন্যের প্রতি অলস অনুকম্পায়
নিজেকে অসাড় ক'রে তুলো না। ১৭২৯।

১১।১২।৪৯, সন্ধ্যা ৬-১৫

কাজ-কাম যা' ক'রবে
মুখ্যতঃ নিজ হাতেই ক'রবে তা',
অন্যে নির্ভর ক'রবে যত
সন্দেহের তা' ততই কিন্তু। ১৭৩০।

১৪।১২।৪৯ রাত্র ৭-৫

পৃথিবী ঢুঁড়ে
নানা আবহাওয়া অতিক্রম ক'রে
নানা বিদ্যা শিখলেই
যে তোমার উন্নতি হ'তেই হবে
তা'র কোন মানে নেইকো,
তুমি যেই হও আর যা'ই হও—
পণ্ডিতই হও, মূর্খই হও
আর ক্রিয়াশীলই হও—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি
সন্ধিৎসু অনুধাবনে
তোমার বৈশিষ্ট্যমাফিক উন্নতির
কেন্দ্রায়িত উদ্দ্যোতন সংজ্ঞাকে
ধ'রতে না পারছ,—
বোধ ও বুদ্ধিতে সক্রিয়ভাবে উন্নতি
তোমার কাছে সৌষ্ঠব-মূর্ত্তিতে

কখনই উপস্থিত হ'তে পারবে না

ঠিক জেনো,

তুমি হাত হ'তে পারবে না,

হাতিয়ার হ'য়ে থাকতে পারবে বরং। ১৭৩১।

১৪।১২।৪৯, রাত্রি ১০-৫

লীলায়িত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াশীল

বিকিরণী সংঘাত হ'তেই

আসে শক্তি,

শক্তির বিশেষ সঙ্গতিই আনে 'অস্তু',

আর, তা' হ'তেই বস্তু,

বস্তুর বিশেষ সংহতি হ'তেই

জীবনের উদ্‌ভব,

আর, সক্রিয় জীবনেই থাকে প্রাণনক্রিয়া। ১৭৩২।

১৪।১২।৪৯, রাত্রি ১১টা

কাম-ব্যবহারে

যে-স্ত্রী পুরুষের প্রতি নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা

ও সম্ভ্রম-হারা,

সক্রিয় সেবামুখিনতা যা'র

অবজ্ঞা-অবনত,

অনুবর্ত্তিতা ও সহজ নন্দনায়

বিরক্ত, তিক্ত ও তাচ্ছিল্যভাবাপন্ন,

তৃপ্তি এবং তুষ্টি-হারা অসন্তোষ

এবং নিজেকে নিরর্থক বিবেচনায়

আপসোস-পরায়ণা,—

সে কিন্তু তা'র গম্যা নয়কো—

নৈতিকতায় গম্যা হ'লেও,
সন্ততি তা'র শ্রেয়বিমুখ
হ'য়েই ওঠে প্রায়শঃ। ১৭৩৩।
১৫।১২।৪৯, বেলা ৯-১৫

প্রীতির লক্ষণ ক'টা আছে—
একটা হ'ল সন্তুষ্টি,
আর, স্বার্থে দায়িত্ব-বাধ্য না করা,
সৎ-সমর্থন ও সেবামুখর নন্দনা
আর অনুকম্পী সন্ধিৎসা। ১৭৩৪।
১৫।১২।৪৯, বেলা ১০-৩০

ভাবাবেগ আছে
কিন্তু অচ্যুত নৈষ্ঠিক অনুসরণ
বা অনুগমন নাই
—তা' কিন্তু সন্দেহের, ভাঁওতার,
—চালিয়াতি সৌজন্যের প্রায়শঃ। ১৭৩৫।
১৫।১২।৪৯, বেলা ১১টা

যদি সশ্রদ্ধ, নিয়মানুবর্ত্তী, সচ্চরিত্র,
সুব্যবহারসম্পন্ন, কৃতনিশ্চয়ী সক্রিয় ক'রে
কাউকে তুলতে চাও—
তবে কৃতনিশ্চয়ী সক্রিয়তায়
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে
নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত
ব্যক্ত দ্যুতি নিয়ে
সশ্রদ্ধ, সচ্চরিত্র, বিনয়ী,
সুব্যবহারসম্পন্ন ক'রে

আগে নিজেকে তৈরী কর,—
যা'তে অভ্রান্তভাবে প্রতিপদক্ষেপে
স্ফুরিত হ'তে থাকে তা',
দেখবে,
সশ্রদ্ধ হ'য়ে
তোমার সংস্পর্শে যা'রাই আসবে
তা'দেরও প্রতিটি চলন
অমনতর হ'য়ে উঠবে,
তাই, যেমনটি চাও—তেমনটি হও,
—পাবেও তেমনি। ১৭৩৬।
২৭।১১।৪৯, বিকাল ৩-১৫

সচ্চরিত্র, সুব্যবহারসম্পন্ন,
অচ্যুত, ইষ্টনিষ্ঠ, বিনয়ী হও,
কিন্তু স্মরণ যেন থাকে—
ঐ প্রকৃতির অন্তরে যেন
সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত থাকে
সুসংকল্পী অনমনীয় সুদৃঢ়তা,
নইলে, ব্যক্তিত্ব তোমার
তরল হ'য়েই চ'লবে কিন্তু। ১৭৩৭।
২৯।১১।৪৯, বিকাল ৩-৩৫

কেন্দ্রায়িত হ'য়ে কেন্দ্রপুরুষকে
ভূমায় উপভোগ কর।—
নিরন্তর জীবনে
চেতন স্মৃতি নিয়ে
সার্থক ক'রে যা'-কিছু তা'তে,—

তা'তেই হ'চ্ছে জীবের পরমার্থ,—
বিলীন ব্যাপনে নয়কো। ১৭৩৮।
১৫।১২।৪৯, রাত্রি ৮-১৫

দীক্ষা তো পেলে,
নিয়ত করণীয় যা' তা' তো ক'রবেই—
তা' ছাড়া, এর মধ্যে যেগুলি
তোমার প্রাত্যহিক
দৈনন্দিন জীবনযাপনের পক্ষে অনুকূল—
অবস্থামত সেগুলি বিহিতভাবে
পালন ক'রে চ'লবে। ১৭৩৯।
১৬।১২।৪৯, দুপুর ১২-৩৫

সমাজে শ্রেষ্ঠ যা'রা,
নেতা যা'রা,
সংস্কৃতিপথে তা'দের প্রতিটি পদবিক্ষেপের
মৌলিক কোন একটির
এতটুকু ব্যত্যয়ও
গণ-উন্নতির
এমনতর ক্ষোভ এনে দিতে পারে—
গ্লানিসঙ্কুল ক'রে—
যা'তে বিধ্বস্তি ঐ পথেই
সংক্রামিত হ'য়ে
সব কাঠামোটাকেই
চুরমার ক'রে দিতে পারে;
ঐ ব্যত্যয় হয়তো তা'র নিজের পক্ষে
পাতিত্যজনক নাও হ'তে পারে তখন,

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।" ।১৭৪০।
২১।১২।৪৯, বেলা ১০টা।

ঘটনা, ব্যাপার দিয়ে
যদি অবস্থা নিরূপণ করা না যায়—
তবে সব সময় ভুল ধারণা হবে। ১৭৪১।
২১।১২।৪৯, রাত্র ১০টা

যৌন-সংশ্রবে যদি পাপ প্রবেশ করে—
তা' মস্তিষ্কে এমন সংস্থিতি এনে দেয়
যা'র অভিভূতিকে অতিক্রম করা
দুরূহ হ'য়ে ওঠে,
যা' সংবর্দ্ধনার অন্তরায়
তা'ই করাই পাপ,
তাই, হিসাব ক'রে চ'লো। ১৭৪২।
২১।১২।৪৯, রাত্র ৭-৩৫।

যা'রা ভাবে আর করেও তেমনি—
কোন্ ব্যাপারে কী করা উচিত ছিল,
কী করিনি আমারই কী দোষে,
কী ক'রতে হবে, কখন, কেমন ক'রে,
—তা'রা জীবনে ঠেকে কমই। ১৭৪৩।
২৪।১২।৪৯, রাত্র ৭-৪৫

কা'রও বিশ্বাসকে শোষণ ক'রো না—
তা'কে ব্যর্থ-উপচয়ী ক'রে,
আর, বাধ্যও ক'রো না তা'কে
বিশ্বাস ক'রতে,

তোমার কার্য্য ও ব্যবহার
মানুষের কাছে
বিশ্বস্ত ক'রে তুলুক তোমাকে,—
দায়িত্ব পাবে সেই বিশ্বাসে
আদানে-প্রদানে ;
দায়িত্বহীন দায়িত্বতে নির্ভর ক'রে
নিজেকে প্রতারিত ক'রো না,
কথায়-কাজে যা'র মিল আছে—
যে
দায়িত্ব নিয়ে উদ্দাম হ'য়ে
মূর্ত্ত ক'রে তোলে
যে-দায়িত্ব সে নিয়েছে তা'কে—
আস্থা রাখতে পার তা'তে,
কিন্তু নিজে সক্রিয় সন্ধিৎসু
কর্ম্মঠ পরিচর্য্যায়—

ঠ'কবে কম। ১৭৪৪।
২৫।১২।৪৯, রাত্র ৭-৩০

আবার সেই ঋষির যুগের
রক্ষী হাওয়াকে
অবাধ করে তুলতে হবে এই ভারতে,
আবার আমাদের
পূর্য্যমাণ পরমভাগবত আদর্শপুরুষকে
কেন্দ্র ক'রে
দীক্ষাদ্যুতির উচ্ছল আলোকে
প্রতিপ্রত্যেকে পরস্পরের সহযোগী হ'য়ে
সংহত হ'তে হবে সবাইকে

বৈশিষ্ট্যানুপাতিক বর্ণাশ্রমের বিভূতি নিয়ে
উৎকর্ষী অনুলোম-পরিণয়ের
উদ্বর্ত্তন ক'রতে হবে
সাগ্রহ সশ্রদ্ধ আলিঙ্গনে—
ব্যত্যয়ী-বিসৃজী প্রতিলোমকে
লৌহনিগড়ে নিরোধ ক'রে,
ছোট যা'রা—
অপটু যা'রা—
শ্রমকাতর যা'রা—
যোগ্য ক'রে তুলতে হবে প্রতিপ্রত্যেককে
দেবপ্রভ উদাত্ত আগ্রহে—
সক্রিয় ক'রে সবাইকে—
সত্য, সুন্দরে, শিবে ;
আবার সেই শ্বেত, রক্ত, পীত ও হরিৎসমাবেশী
দেদীপ্য-সুদর্শন-অঙ্কিত পতাকাতলে
সবাইকে সমবেত হ'তে হবে
পরম সহযোগী আলিঙ্গনে—
ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য নিয়ে,
বর্ণবৈশিষ্ট্য নিয়ে,
সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্র-বৈশিষ্ট্য নিয়ে,
অঞ্জলিবদ্ধ চাতুর্ব্বর্ণে—
শ্রম-উচ্ছল পারস্পারিক পরিপূরণী পরিচর্য্যায়
—উজ্জয়ী পরাক্রমে ;
আর, অভিবাদন ক'রতে হবে
সেই পূর্য্যমাণ পরমভাগবত
আদর্শপুরুষের চরণাম্বুজে
এমনতরভাবে

যা'তে আমাদের প্রত্যেকটি অন্তরে
তাঁ'কে জীবন্ত ক'রে তুলতে পারি—
যজ্ঞে, হোমে, হবিতে ;
আর, এই শ্রমমুখর স্বতঃ-সার্থক
সংযোগপ্রাণতার ভিতর-দিয়ে
মুক্তির দুন্দুভি নিয়ে
পার্থিবতাকে উচ্ছল ক'রে তুলে
আধ্যাত্মিক সার্থকতায়
সেই প্রণবগানে
আকাশ-বাতাস-জল-পৃথিবীকে
পূত ক'রে তুলতে হবে ;
আবার বিশ্বকে ডাকতে হবে
সেই পঞ্চবর্হির উদাত্ত আহ্বানে
সপ্তার্চ্চির সক্রিয় পূত বিকিরণে
—পূত উদ্বর্দ্ধনায়,
স্বস্তির সন্দীপনী মন্ত্রে
স্বধার মহান ধৃতিতে
স্বাহার স্বাতন্ত্রী সাম্যে
আর্য্যীকৃত ক'রে
ব্যাপ্তির বিরাট অভিযানে ;
আর, তখনই পাব প্রাণ,
তখনই আসবে শক্তি,
আর, মুক্তি তা'র অর্ঘ্য নিয়ে
আমাদিগকে
আশীর্ব্বাদ-নিরত হ'য়ে চ'লতে থাকবে
তখন থেকেই ;

এখনও দাঁড়াও,
এখনও গাও,
এখনও চল,
দেরী ক'রো না,
হৃদয়ের দুন্দুভি বাজিয়ে ব'লতে থাক—
'স্বাগতম্',
'বন্দে পুরুষোত্তমম্'। ১৭৪৫।
২৬।১২।৪৯, রাত্র ৭-৫

কৃষ্টির আদর্শ-চরিত্রগুলির
ব্যঙ্গ অভিব্যক্তি
গণসমাজে পরিবেশন করা
মহাপাপ,
ওতে ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সম্বর্দ্ধনাকে
অবজ্ঞা ক'রে
প্রত্যেকের অন্তর থেকে
অশ্রদ্ধায় গলাধাক্কা দিয়ে
ঋদ্ধি ও শক্তিকে
জাহান্নমের দিকে এগিয়েই দেওয়া হয়। ১৭৪৬।
২৮।১২।৪৯, সকাল ৯-৩০

বিশ্বস্ত হবার মত কিছু না ক'রেই
যা'রা বিশ্বাস করাতে দাবী করে
বা বাধ্য ক'রতে চায়—
তা'দের অন্তঃকরণ সন্দেহের। ১৭৪৭।
২৯।১২।৪৯, বিকাল ৪-৪৫

যা'রা নেতা
তা'রা আদর্শপুরুষকে বহন করে
আপন ব্যক্তিত্ব দিয়ে,
তা'রা জানে না তা'রা নেতা,
লোকে কয় তা'দের নেতা। ১৭৪৮।
২।১।৫০, বেলা ৯টা

জাতির তিনটি উপাদান—
সংস্থিতি, প্রকৃতি আর রকম,
সংস্থিতি-অনুযায়ী হয় প্রকৃতি
অর্থাৎ, করার ভাব,
আবার, প্রকৃতি-হিসাবে হয় রকম,
রকম হ'ল বিশেষত্ব
অর্থাৎ, peculiarities or particularities,
এই তিনটির সমবায়ী সমাবেশই
হ'ল জাতব্যক্তিত্ব,
আর, এই রকমারির
সদৃশ বিভিন্ন
এক-জাতীয় পর্য্যায়ই এক-এক বর্ণ,
জাতব্যক্তিত্বকে
সসহযোগী সমাবেশে
পরিপালন, পরিপোষণ, পরিপূরণ করাই হ'চ্ছে
কৃষ্টি-তাৎপর্য্য। ১৭৪৯।
২।১।৫০, বেলা ১১-৩০

সময়োপযোগী সংস্থিতি
ও সমবায়ী সমাবেশ নিয়ে
সক্রিয়তায় যে-শক্তি

সত্তাকে পোষণ ও পরিবর্দ্ধনে
যেমন এগিয়ে চলে সপরিবেশে—
আধ্যাত্মিক শক্তি সেখানে
তেমনি নিহিত,
এই-ই হ'চ্ছে তা'রই আধ্যাত্মিকতা। ১৭৫০।
২।১।৫০, বেলা ১২টা

যে-পিরীত বা যে-প্রীতি
প্রিয়র প্রহাল সহ্য ক'রতে পারে না—
তা'র সত্তা সন্দেহের। ১৭৫১।
৪।১।৫০, রাত্র ৭-৩০

যা'রা তুষ্ট হ'তে জানে না,
তুষ্ট থাকে না,—
তা'রা সুখী হয় না। ১৭৫২।
৪।১।৫০, রাত্র ৮-১৫

দোষদর্শী সমালোচনা
সার্থক তা'দের পক্ষে—
নিরাকরণী প্রেরণা
সক্রিয়তায়
উদগ্র হ'য়ে উঠেছে যা'দের অন্তরে
রূপ নিয়ে,
কিন্তু নিরাকরণ-অন্ধ দোষদর্শী সমালোচনা
যা' সুষ্ঠু গঠনমূলক মোটেই নয়কো—
তা' যেমন ক্ষতিকর,

তেমনি অবসাদ-উৎপাদক,
তেমনি মূঢ় স্বার্থসন্ধিক্ষু। ১৭৫৩।
৭।১।৫০, বিকাল ৪-৫০

যা'রা
আপন সম্প্রদায়, সমাজ, দেশ বা জাতির
পূর্য্যমাণ বরেণ্যদিগকে
সম্মানে সম্বর্দ্ধিত না ক'রে
ব্যঙ্গ ও বিড়ম্বনায় অস্তুতিপরায়ণ—
—তা'রা যে আত্মঘাতী,
—এ অরিষ্টলক্ষণ যে তা'দের সর্ব্বনাশা—
এটা কিন্তু অতিনিশ্চয়,
যেখানেই এ-প্রবৃত্তি
মাথা চাড়া দিয়ে চ'লেছে—
তা' যদি নিরোধ ক'রতে না পার তখনই,—
সাবাড়-সাথীয়ার হাত এড়িয়ে
রেহাই পাওয়া দুষ্কর হ'য়ে উঠবে কিন্তু। ১৭৫৪।
৮।১।৫০, রাত্র ৮-৪৫

সৎসঙ্গ চায় মানুষ—
ঈশ্বরই বল—
খোদাই বল—
ভগবান বা God-ই বল—
অস্তিত্বই বল—
ভূতমহেশ্বর যিনি এক—তাঁ'রই নামে,
বোঝে না সে—
উদাত্তের নামে

প্রেরিত ও অবতারপুরুষদের নামে
গণ্ডী টেনে
প্রত্যেকের বিরুদ্ধে
অন্যদের হ'তে নিজেকে
গণ্ডীনিপীড়িত ক'রে
পারস্পরিক অসহযোগিতায়
নিবদ্ধ ক'রে
আত্মঘাতী আমন্ত্রণে
গণবিপর্য্যয়ী ব্যাহৃতিকে সৃষ্টি করে
—এমনতর কেউ বা কিছুকে—
সে হিন্দুই হোক,
মুসলমানই হোক,
জৈন, শিখ বা বৌদ্ধই হোক,
খ্রীষ্টানই হোক,
বা আর যা'ই কিছু হোক;
সে বোঝে প্রতিপ্রত্যেকে তাঁ'রই সন্তান
সে আনত ক'রে তুলতে চায় সকলকে
সেই একে,
সে পাকিস্তানও বোঝে না,
হিন্দুস্থানও বোঝে না,
রাশিয়াও বোঝে না,
চায়নাও বোঝে না,
ইউরোপ-আমেরিকাও বোঝে না,
সে চায় মানুষ,
সে চায় প্রত্যেকটি লোক—
সে হিন্দুই হোক,
মুসলমানই হোক,

খ্রীষ্টানই হোক,
বৌদ্ধই হোক,
বা যেই যা' হোক না কেন,—
যেন সমবেত হয় তাঁ'রই নামে
পঞ্চবর্হির উদাত্ত আহ্বানে—
অনুসরণে—পরিপালনে—
—পরিপূরণে—উৎসৃজী উপায়নে—
পারস্পরিক সহৃদয়ী সহযোগিতায়—
শ্রমকুশল উদ্বর্দ্ধনী চলনে
—যা'তে খেটেখুটে প্রত্যেকে
দুটো খেয়ে-প'রে বাঁচতে পারে,
সত্তাস্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখে,
সম্বর্দ্ধনার পথে চ'লে,
প্রত্যেকটি মানুষ যেন বুঝতে পারে
প্রত্যেকেই তা'র,
কেউ যেন না বুঝতে পারে
সে অসহায়, অর্থহীন, নিরাশ্রয়,
প্রত্যেকটি লোক যেন বুক ফুলিয়ে
ব'লতে পারে—
আমি সবারই—
আমার সবাই—
সক্রিয় সাহচর্য্যী অনুরাগোন্মাদনায়;
সে চায় একটা পরম রাষ্ট্রিক সমবায়—
যা'তে কা'রো সৎ-সম্বর্দ্ধনায়
এতটুকুও ত্রুটি না থাকে,
—অবাধ হ'য়ে চ'লতে পারে প্রতিপ্রত্যেকে
এই দুনিয়ার বুকে

এক-সহযোগিতায়
আত্মোন্নয়নী শ্রমকুশল
সেবা-সম্বর্দ্ধনা নিয়ে—
পারস্পরিক পরিপূরণী সংহতি-উৎসারণায়—
উৎকর্ষী অনুপ্রেরণায় সন্দীপ্ত হ'য়ে
সেই আদর্শপুরুষে—
সার্থক হ'তে সেই এক অদ্বিতীয়ে। ১৭৫৫।
১০।১।৫০, রাত্রি ৭-৩০

তুমি অনেক শিক্ষা ক'রেছ—
কিন্তু তা'র বোধও নেই,
আবার, সে-বোধগুলি
অন্বিতও হ'য়ে ওঠেনি সার্থকতায়,
—চরিত্রে ফুটে ওঠেনি তা'
সত্তাকে অনুরঞ্জিত ক'রে
পরমার্থ-উদ্দীপনায়,—
তা' কিন্তু তোমাকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলেনি,
প্রাজ্ঞ ক'রে তোলেনি তোমাকে,
বিভ্রান্তি-বেঘোর থেকে
সে-শিক্ষা তোমাকে
নিস্তারে এনে দেয়নি—
মূঢ়ত্ব ঘুচিয়ে,
যা' লাভ ক'রেছ—
সত্তাকে স্পর্শ করেনি,
লাভ হ'য়েছে ব্যর্থতা তোমার ;
সাচ্চার কিঞ্চিৎও ভাল। ১৭৫৬।
১১।১।৫০, বেলা ১০-২০

ঈশ্বর সর্ব্বভূতেরই
নিজ-নিজ সংস্থিতিতে আরো হ'য়ে
যে যেমন তেমনি বৈশিষ্ট্যে
ভ্রাম্যমাণ হ'য়ে চেতন চলৎশীল,
আর, তেমনি ক'রেই তিনি
সর্ব্বভূতের অন্তরে
নিয়ামক সচ্চিদানন্দরূপে অবস্থিত,
আর, তিনিই হ'চ্ছেন জীবের জীবনসত্তা। ১৭৫৭।
১২।১।৫০, বিকাল ৪-১৫

তোমার ভর্ৎসনাও যেন
মাঙ্গল্য-প্রীতি-উদ্দীপনী হয়—
তা'
অন্যের কাছে অমনতর পাও আর না পাও,
তোমার ঐ ধাঁজে শ্রদ্ধাবহুল হ'য়ে
সে তোমাকে সেবা না ক'রেই
পারবে না একদিন্। ১৭৫৮।
১৩।১।৫০, রাত্র ৮-৩০

তোমার পরাক্রম যেন সর্ব্বতোভাবে
ন্যায়-সুষ্ঠু হয়,
আর, তা' যেন প্রতিদ্বন্দ্বীকে
পরাভূত করে সব দিক দিয়ে,
আর, ঐ পরাভূতি যেন উল্লসিত হ'য়ে ওঠে
প্রীতি-উচ্ছল উৎকর্ষ-উদ্দীপনায়—
তোমাতে প্রীতি-অবদান নিয়ে,
শুধু বাহ্যিকতায় নয়—

হৃদয়কেও যদি জয় ক'রতে চাও
তবে তা'র সুষ্ঠু পন্থা এই-ই,
আর, কৃতি-সৌকর্য্য তোমার
এমনতর যেখানে যত—
কৃতার্থতাও মুকুট-বিভূষিত সেখানে তেমনি,
—যত পারা যায় এটা যেমনতর ক'রে। ১৭৫৯।
১৩।১।৫০, রাত্র ৮-৪৫

মনে রেখো,
তোমার ধর্ম্ম মানবতার ধর্ম্ম,
মানবতার কেন —
অস্তিবৃদ্ধির উপাসক যা'রাই—তা'দেরই,
রাষ্ট্রই বল, জাতিই বল,
সমাজই বল, আর সম্প্রদায়ই বল—
প্রতিপ্রত্যেকেরই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে
অব্যাহত ক'রে, বিমুক্ত ক'রে
সত্তাসম্বর্দ্ধনার অনুকূল অনুসরণে
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে—
যে-রীতি বা নীতিই হোক না কেন—
সত্তাকে পরিপালন ক'রে
সম্বর্দ্ধনায় এগিয়ে দিয়ে
যা' ঈশ্বরসান্নিধ্যে উপনীত করে
যে যেমনটি তেমনি প্রকারে,
পূর্য্যমাণ আদর্শপুরুষে কেন্দ্রায়িত ক'রে
একনিষ্ঠ অনুবর্ত্তিতায়—
প্রাণদ যেমনতর অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়েই
হোক না কেন—

তা'ই কিন্তু ধর্ম্ম;
—যা' সর্ব্বপরিপূরক, কৃষ্টিপ্রদ
—তা'ই আর্য্যসংস্কৃতি,
তোমার ধর্ম্মও কিন্তু আর্য্যধর্ম্ম । ১৭৬০ ।
১৪।১।৫০, দুপুর ১২-৫০

যে-প্রয়োজন মুখর হ'য়ে উঠেছে—
তা'র সমাধান ক'রতে
কী অবস্থায় কী-কী প্রয়োজন—
অন্বিত ক'রে পরিকল্পনায়
অন্তরায়গুলিকে নিরোধ ক'রে
অন্তরে তা'র একটা
সুষ্ঠু সমাবেশী ছবি এঁকে
সেগুলির সংগ্রহ ক'রতে থাক,
আর, সমাবেশও কর তা'র তেমনি ক'রে,
দেশ-কাল-পাত্রের পর্য্যবেক্ষণে
প্রভূত পরিচর্য্যায়
সান্বয়ী সামঞ্জস্য-বিধানে
তা'কে মূর্ত্ত ক'রে তোল,
সুবিধা-সুযোগ দেখে
সময়ে তা'কে সক্রিয় ক'রে তোল,
দেখো—
এই সমাবেশের কোথাও যেন
খুঁত বা ক্রিয়াহানির ফুরসুত না থাকে,
সরবরাহ ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ
তোমাকে সার্থক ক'রে তুলবে। ১৭৬১ ।
১৪।১।৫০, দুপুর ১-১০

পরিপোষণী চাই—
পরিপূরণী চাই—
পরিবর্দ্ধনী চাই—
উৎকর্ষী উপচারে,
কিন্তু অপকর্ষী যা'—
পরিধ্বংসী যা'—
তা' হ'তে
যথাসম্ভব দূরেই থাকতে হয়—
ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রমকে নিরোধ ক'রে,
সামর্থ্যে যেমন কুলায় তেমনি ক'রেই। ১৭৬২।
১৪।১।৫০, রাত্র ৭-৩৪

সশ্রদ্ধ অনুসন্ধিৎসাকে অবজ্ঞা ক'রে
কৃতনিশ্চয় না হ'য়ে
খামখেয়ালী ঝোঁকের খাতিরে
পাণ্ডিত্য-অভিমানে
সত্য যা', শুভ যা',
সুন্দর যা'—
তা'কে বিদায় দিও না,—
নিজেও ঠ'কবে,
ঠকাবেও অনেককে তাহ'লে। ১৭৬৩।
১৪।১।৫০, রাত্র ৭-৪৫

যে-দেশ বা রাজ্য
আদর্শে অনুরাগবিহীন,
আদর্শপুরুষে সক্রিয়-সংহতিহারা যা'রা,

পারস্পরিক সহযোগী ও সহৃদয়ী সানুকম্পিতার
বালাই যা'দের নাই,
স্বাস্থ্য, শ্রম ও চরিত্রচর্য্যায় উপেক্ষাপ্রবণ যা'রা,
পরাক্রমহারা,
স্বার্থসন্ধিক্ষু পরশ্রীকাতরতার ভিতর-দিয়ে
শ্রমকাতর, উৎপাদন-শিথিল
সক্রিয়-নিরাকরণবিহীন,
কেবল কুৎসিত-দোষদর্শী সমালোচনাপ্রবণ যা'রা
অশুভনিরোধী প্রবৃত্তি যা'দের স্তিমিত,
শিক্ষক ও শিক্ষায়
শ্রদ্ধা, সেবা ও অনুশীলনহারা হ'য়েও
যা'রা সাফল্যের দাবী নিয়ে চলে—
বোধিকে অবজ্ঞা ক'রে,
যোগ্যতা-অর্জ্জী সক্রিয়তা যেখানে বধির,
আত্মস্বার্থসেবী উৎপাদন-সংঘাতী ধর্ম্মঘট
যেখানে প্রতিষ্ঠাপ্রলুব্ধ
যানবাহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিধ্বস্ত যেখানে,
অর্থকরী উপাদানসমূহ যেখানে মহার্ঘ্য,
সত্তাঘাতী নেতৃত্ব যেখানে পূজনীয়—
যা'র পূজা-প্রবৃদ্ধিতে মানুষ
কর্ম্মশিথিল, সহযোগশিথিল,
আদর্শশিথিল
অথচ দুরন্ত হিংস্রপ্রবৃত্তিসম্পন্ন হ'য়ে
পারস্পরিক সংঘাত-নিরত,—
ডাইনী ব্যাদানের চৌম্বক চাহনিতে
তা'রা যে সরাসরি
নিঃশেষের দিকে

পদক্ষেপ ক'রে চ'লেছে
তা' কিন্তু নিঃসন্দেহ। ১৭৬৪।
১৫।১।৫০, বেলা ১০-২০

অষ্টানুচর্য্যা !

প্রিয় পরিবেশ আমার !

১। সর্ব্বান্তঃকরণে ধর্ম্মনিষ্ঠ, তপপ্রাণ হ'য়ে
তোমার যা'-কিছু আছে সব নিয়ে
শ্রেয়তে অচ্যুত একানুরক্ত হ'য়ে চ'লো,
সেবাসম্বর্দ্ধনাকে কেন্দ্র ক'রেই
তোমার জীবনের যা'-কিছু চলনা
সবই যেন নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে
তাঁ'রই প্রীতিপোষণী হ'য়ে—
চাওয়া বা না-পাওয়ায় এতটুকু উত্যক্ত না হ'য়ে ;

২। তোমার স্বাভাবিক চলনা যেন
স্নেহল সেবাপ্রবণ হয়—
দক্ষ সন্ধিৎস্থ
কুশলকৌশলী হ'য়ে
সবার সাথে একটা সম্ভ্রান্ত দূরত্ব বজায় রেখে ;

৩। যে-কাজই কর না তা' যেন
ক্ষিপ্র, সুন্দর ও সুনিপুণ হয়,
ব্যবস্থিতির এমন সমাবেশ
সব সময় বজায় রেখে চ'লো
যা'তে
যে-প্রয়োজনই আসুক না কেন—

সাধারণতঃ তা' অতি সহজেই
সম্পন্ন ক'রতে পার ;
আলস্য ও মানসিক অবসাদকে প্রশ্রয় দিও না—
সৌকর্য্যনিষ্ঠ সন্দীপনায় তা'কে নিরোধ ক'রো ;

৪। সব ব্যাপারেই সংগ্রহ, সংরক্ষণ
ও গোছালো-স্বভাবকে
তাচ্ছিল্য ক'রো না—
তা' যে-কোন বিষয়েই হোক না কেন,
তোমার নিজের যা'
যেমন করে দেখ
অন্যের তা'ও তেমনি ক'রেই দেখো—
তা'রই হ'য়ে ;

৫। কথায়-কাজে সমীচীন সৌহার্দ্দ্য থাকে যেন,
স্নেহলদীপ্ত হয় যেন তা',
সহানুভূতি, সমবেদনা, প্রশংসা-স্ফুটিত
সক্রিয় সেবা
যা' মনকে সুস্থ ও সন্দীপ্ত ক'রে
স্বাস্থ্যকেও স্বস্তিমুখর ক'রে তোলে
তা'তে তীক্ষ্ণ চক্ষু রেখে চ'লতে
একটুও ত্রুটি ক'রো না—
তা' নিজের বেলায় যেমন
অন্যের বেলায়ও তেমনি,
সদ্ব্যবহার যেন সত্তায় গাঁথা থাকে
সুষ্ঠু প্রীতি-অভিব্যক্তি নিয়ে,
কোথাও স্পষ্টভাষী হ'তে হ'লেও
মিষ্টভাষী হ'য়ো,

প্রতিটি গল্প-গুজব, কথাবার্ত্তা,
এমন-কি, হাসিমস্করা পর্য্যন্তও যেন
আদর্শ বা প্রেয়-সম্বর্দ্ধনী হয়—
বেশ ক'রে নজর রেখো ;

৬। তোমার চলনার পথে—
বাক্যেই হোক,
ব্যবহারেই হোক
ও কর্ম্মেই হোক,
কোন দোষ বা ত্রুটি থাকলে
অন্যে তা' ধ'রবার পূর্ব্বেই
নিজেই স্বীকার ক'রো তা',
অনুতপ্ত দীনতা নিয়ে
মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রো
এবং তৎক্ষণাৎ নিজেই
এমনতরভাবে মার্জ্জিত হ'য়ো
যা'তে আবার ঐ রকম
ফ্যাসাদে প'ড়তে না হয় ;

৭। কুৎসিত বা অসৌষ্ঠব
যেখানেই যা' দেখবে—
প্রীতি-পরাক্রমে তা' নিরোধ ক'রো—
যেন তা' সংক্রামক হ'য়ে
পরিস্থিতিকে নষ্ট ক'রতে না পারে,
তোমার ভৎর্সনাও যেন
সমবেদনা-সম্বুদ্ধ,
স্নেহল প্রীতি-উদ্দীপনাময়ী হয়,
তা'তে যেন অনুতাপ আসে,

আশান্বিত হ'য়ে ওঠে—
কিন্তু আক্রোশ-সংক্ষুব্ধ না হ'য়ে ওঠে কেউ,
লোকের দুর্ব্যবহার যেন তোমাকে
দুর্ব্যবহারপরায়ণ ক'রে না তোলে,
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, শীল ও সন্তোষকে
কিছুতেই ত্যাগ ক'রো না,
অসুস্থ, উৎক্ষিপ্ত, ঈর্ষ্যান্বিত,
ব্যথিত, দলিত-অন্তঃকরণ যা'রা
তা'দের কাছে যেও,—
ডেকে এনো,
সহৃদয়ী স্নেহসিঞ্চন-পরিচর্য্যায়
তা'দিগকে সুস্থ ও সম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে
দেরী ক'রো না—
দরদী দয়িতের মত,
শুধু পরোক্ষতঃ মনগড়া ধারণা নিয়ে
কাউকে বিচার ক'রতে যেও না
অভিভূত হ'য়ে—
অবস্থা ও ব্যাপারকে প্রত্যক্ষ না ক'রে ;

৮। যে-দেওয়ায় মানুষ শ্রদ্ধাফুল্ল হ'য়ে ওঠে—
তা'ই নিও,
আর, দিতে হ'লে ফুল্ল হ'য়েই দিও,
লোকপালী প্রয়োজন ব্যতিরেকে
নিজের জীবনচলনা, সুস্থি ও সুচারুতার জন্য
যা' প্রয়োজন
তা' হ'তে প্রয়োজনকে বাড়িয়ে নিও না—
তা'তে বিড়ম্বনাও পাবে,

ভারাক্রান্তও হ'য়ে উঠবে,
আর, যা' রাখতে হবে
তা' অতিশয় সাবধানে ও সযত্নে রেখো ;
এই "অষ্টানুচর্য্যা"
চরিত্রে মূর্ত্ত ক'রে তুলো,—
সুখী হবে তুমি ও তোমার পরিবেশও ;
আমি নিজে কেমনতর তা' জানি না—
তথাপি তোমাদিগকে
এমনতরই
দেখতে ইচ্ছা করে,
পেতে ইচ্ছা করে,
উপভোগ ক'রতে ইচ্ছা করে। ১৭৬৫।

১৫।১।৫০, রাত্রি ১০-৩০

যে বান্ধবতা এতটুকু মতান্তর, মনান্তর
বা বিরোধে
ক্ষতিপ্রবণ আক্রোশের কারণ হ'য়ে ওঠে—
গোড়ায় সেখানে বান্ধবতা
ছিল কিনা সন্দেহের। ১৭৬৬।

১৫।১।৫০, রাত্রি ১০-৪০

পোষ্য যেমন প্রীতিশিথিল,
স্বার্থক্ষুধাতুর ও আক্রোশবিদ্ধ—
তা'র কাছে পালকের সুস্থি
ও জীবনপ্রত্যাশা তত উপেক্ষিত,
এমন-কি, অল্প ত্রুটিতেও সে তা'র ক্ষতিপ্রয়াসী। ১৭৬৭।

১৬।১।৫০, বেলা ৮-৪৫

তুমি কিসে কোন্ ব্যাপারে
কেমন ক'রে
কখন কৃতকার্য্য হ'লে—
সে-স্মারিণী তুমি যদি
রক্ষা ক'রে না চ'লতে পার,—
লাখ বৎসরও যদি তুমি গোঁয়াও—
ভ্রান্তি তোমাকে কিছুতেই
তা'র বেঘোর চলনে চালিয়ে নিতে
রেহাই দেবে না,
তুমি যা'ই কর যেমনই বল—
তোমার মূঢ়ত্ব অটুটই র'য়ে যাবে। ১৭৬৮।

১৭।১।৫০, বেলা ৮টা

কোন বিশেষ ভাব বা বাদকে
পরিবেষণে চারিয়ে দিয়ে
গণসমূহকে তা'তে উদ্বুদ্ধ ক'রে
তা'কে বাস্তব পরিণয়নে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে
আগ্রহ-উদ্দীপনায় সক্রিয় ক'রে
তোলাটাই হ'চ্ছে বিপ্লব,
বিপ্লবে বিদ্রোহ সেখানেই—
অন্তরায় যেখানে তা'কে নিরোধ ক'রে
গতিরোধ ক'রতে চায় ;
এই বিপ্লব বা বিদ্রোহ
সাংঘাতিকও হ'তে পারে,
সম্বর্দ্ধনীও হতে পারে। ১৭৬৯।

১৭।১।৫০, দুপুর ১-২৫

যদি তোমার প্রজননকে
বিকৃত বিক্ষুব্ধ ক'রতে না চাও—
তবে বিবাহ-ব্যাপারে
উঁচুঘর থেকে মেয়ে
কিছুতেই নিও না। ১৭৭০।

১৭।১।৫০, বিকাল ৫টা

পোষ্য যদি
পালকের উপচয়ী হ'য়ে না ওঠে—
শরীরে, মনে, বাক্যে,
সক্রিয় সেবা-সৌকর্য্যে,
তা'কে জীবনস্বার্থ না-ভেবে বা না-ক'রে,—
তা'তে সে তো প্রবঞ্চনার প্ররোচনায়
নিজেকে বঞ্চিত ক'রে চলেই,
পালকও তা'র
অধঃপাতের ক্রমিক সোপান
পার হ'তে-হ'তে
পরিস্থিতির ক্রূর সংঘাতে
নিঃশেষের দিকেই চ'লতে থাকে
অনেক ক্ষেত্রে—
বিধ্বস্তির বিকৃত অনুচলনে। ১৭৭১।

১৭।১।৫০, রাত্রি ৮-১৫

তোমার পরিস্থিতির চারিপার্শ্বে
ছোটখাটই হোক—
আর বড়-বড়ই হোক—
যা'-যা' ঘটে

বা নিজে যা' ঘটাও
সেগুলিকে সন্ধিৎসা নিয়ে
বিবেচনার সহিত দেখ.
কখন কেমন ক'রে কী হয় অনুধাবন কর,
আর, কোন ফল লক্ষ্য ক'রে
কী ব্যাপারে কেমন ক'রে তা' হয়েছে—
অনুমানে অনুধাবন ক'রতে চেষ্টা কর
এবং বাস্তব ব্যাপারের সাথে
তা'র যথার্থতা মিলিয়ে নাও,
কিন্তু অনুমানে অভিভূত হ'য়ে থেকো না—
তা'হলে কিন্তু
ভ্রান্তি হ'তে রেহাই পাবে না,
ঐ অনুমানী অনুধাবন
বাস্তব ব্যাপারের সাথে
যত ঠিক-ঠিক মিলবে—
তোমার সহজাত-বোধও
বেড়ে চ'লবে তেমন ক'রে,
আর, এমনি ক'রেই
বুঝবার ন্যাকও বেড়ে যাবে,
ঘটনা দেখেই ব্যাপারগুলি
বোধে আনতে পারবে—
ক্রমশঃ নিখুঁত রকমে। ১৭৭২।
১৯।১।৫০, বেলা ১১-৪০

মানুষের অধঃপাতের পথ বা পন্থা
এমনভাবে নিরোধ কর
যা'তে সে বাধ্য হয়

অধঃপাতে গড়িয়ে না প'ড়তে,
আর, তেমনি ক'রেই
উন্নতির পথগুলি অবাধ ক'রে তোল,
তোমার নীতিবিধি ও নিয়ন্ত্রণ
এমনতর যতই পাকা ক'রে তুলতে পারবে
সক্রিয়ভাবে—
ব্যক্তিগত, সাম্প্রদায়িক ও রাষ্ট্রিক উন্নতি
স্বতঃ হ'য়ে উঠবে তেমনি। ১৭৭৩।

১৯।১।৫০, বেলা ১১-৪৫

যতি যা'রা, সন্ন্যাসী যা'রা,
শ্রমণ যা'রা—
তা'রা স্বাভাবিকভাবে
বর্ণাশ্রমের ঊর্দ্ধে থেকেও
তা'র নিয়ামক হ'য়ে
অনুশাসক হ'য়ে যদি না চলে—
মস্তিষ্ক যেমন শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে
তা'র ঊর্দ্ধে থেকেও—
তার ফলে
সমাজের যে উৎকর্ষী অভিযান
তা'র ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য নিয়ে
সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
বর্দ্ধনাপ্রদীপ্ত ক'রে রাখে
সেটা ক্রমশঃ নির্ব্বাণোন্মুখ হ'য়ে ওঠে,
ব্যভিচার ও বিকৃতির আবর্জ্জনা
গ্লানি-উদ্ভেদের মত গজিয়ে
সমাজের অবস্থাকে সঙ্গীন ক'রে তোলে;

তাই বলি যতি!
তাই বলি সন্ন্যাসি! সাবধান,
তোমার জীবনযন্ত্রের অধীশ্বর
অন্তরে থেকেও পরাৎপর হ'য়ে
বিশ্বে ভরপুর হ'য়েও
ছাপিয়ে
যা'-কিছু সবের বিধিপ্রদীপ্ত নিয়ন্তা,—
তুমিও তাঁ'তে ন্যস্তপ্রাণ,
তুমি তা'ই যদি না হও—
প্রজ্ঞা ভীতিধিক্কারে
তোমাকে যে নস্যাৎ ক'রে তুলবে
তাতে আর সন্দেহ কী? ১৭৭৪।
১৯।১।৫০, বিকাল ৪-৩০

তুমি যদি তোমার অবাঞ্ছিত চরিত্রের উপর
হস্তক্ষেপ না কর,
তা'কে যথাবিহিত নিয়ন্ত্রণে
সক্রিয়ভাবে সংস্থ ক'রে না তোল,—
লাখ শিক্ষিত হও না কেন—
তোমার স্বাভাবিক উন্নতি
তখনও মরীচিকাবৎ। ১৭৭৫।
১৯।১।৫০, বিকাল ৫টা

তুমি সন্ন্যাসীই হও—
শ্রমণ বা পরিব্রাজকই হও—
যে-মুহূর্ত্তে
যৌন-সংশ্রব তোমাকে স্পর্শ ক'রবে,—

সেই মুহূর্ত্তেই তুমি
বর্ণাশ্রমী গার্হস্থ্যধর্ম্মী হ'য়ে পড়বে,
আর, এই বর্ণানুপাতিক গার্হস্থ্য নীতি—
জননীতি—
যদি উপেক্ষা কর,—
নারকীয় বীভৎস-সৃজনী নায়ক
হ'য়ে উঠবে তুমি—
তা' কিন্তু নিঃসন্দেহ ;
তুমি গৃহস্থ থাক,
তপপ্রবণ হও,
ব্রাহ্মী-নীতি তোমাকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলুক
সপরিবেশে,
স্বাভাবিক গৃহস্থ-সন্ন্যাসী হও,
সন্ন্যাসের অভিষেক্তা হও,
কিন্তু সন্ন্যাসীর তকমা নিয়ে তুমি
গার্হস্থ্য-চলনে চ'লতে যেও না—
তা' কিন্তু বিসদৃশ,
তুমিও নষ্ট পাবে—
আর জনগণেরও অন্তরে
নৈতিক ব্যভিচার ঢুকে প'ড়বে। ১৭৭৬।
১৯।১।৫০, সন্ধ্যা ৬-৩০

তুমি যা' খাবে
তা'র যেমনতর গুণ, স্বভাব ও ক্রিয়া—
তোমার বিধানকে তদনুপাতিক সঙ্গত ক'রে
ঐ গুণ ও ক্রিয়া
তোমার স্বভাবে জান্তব হ'য়ে

ফুটে উঠবে কিন্তু;
খাদ্যাখাদ্যের বিবেচনা
একটুকু ঐদিকে নজর রেখে যদি কর—
লাভবান হ'তে পারবে প্রায়শঃ,
তাই, 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ'। ১৭৭৭।
১৯।১।৫০, সন্ধ্যা ৬-৩৫

ভাল কথা, ব্যবহার, চালচলনে
যদি ভঙ্গীর সুষ্ঠুতা না থাকে—
তবে তা'ও লোকের কাছে
অপ্রীতিকর হ'য়ে ওঠে,
সেটা হৃদয়তোষিণী হ'য়ে ওঠে না;
তাই, তুমি যা'ই কর—
যেমনই চল—
আর যেমনই বল—
ভঙ্গীসৌষ্ঠব যেন তা'তে নিহিত থাকে—
যদি তা' তৃপ্তিপ্রদ ক'রে তুলতে চাও
লোকের অন্তরে,
আর, তৃপ্ত হ'তে চাও তা'তে। ১৭৭৮।
২০।১।৫০, বিকাল ৫টা

তুমি ব্যাপারকে সবিশেষ তাৎপর্য্যে
অনুধাবন ক'রে
ঘটনাকে নির্ণয় ক'রো,
মনগড়া ধারণায় অভিভূত থেকো না—
তা'হলে কিন্তু ঐ মিথ্যা ধারণা

অলীক মরীচিকার লেলিহান আকর্ষণে
তোমাকে বিভ্রান্ত ও বিধ্বস্ত ক'রে
দুনিয়ার অশ্রদ্ধার পাত্র ক'রে তুলবে,
আর, ঐ ধারণাই জেনো—
তোমার নিজের প্রবৃত্তিসঞ্জাত অবস্থার
সমর্থনের জন্য
মিথ্যার অবতারণা ক'রতে বাধ্য ক'রে তুলবে,
যা' অলীক—যা' মিথ্যা—
মনগড়া ক'রে তা'রই সমর্থনে
তোমাকে মিথ্যা ফন্দীবাজীর
বশ্য ক'রে তুলবে—
একটা মিথ্যার সমর্থনে
লাখো মিথ্যার অবতারণা করিয়ে। ১৭৭৯।

২১।১।৫০, রাত্রি ১০টা

প্রবৃত্তি-অনুকম্পিত
অযথা বা মিথ্যা ধারণায়
অভিভূত না হ'লে
বাস্তব যা' তা'কে
বিকৃত ক'রে দেখা সুকঠিন। ১৭৮০।

২৩।১।৫০, রাত্রি ৭-২০

যা'রা নিজের দোষ দেখতে জানে না—
তা'কে ধ'রতে জানে না—
তা'র সুবিন্যাস ক'রতেও পারে না—
আবার, অন্যের উপর
ছড়িদারি করার প্রবৃত্তি অঢেল—

বিধ্বস্তি যে তা'দের সুপ্রিয় সাথীয়া
তা' নিঃসন্দেহে ব'লতে পার,
তা'দের অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা-ভক্তিও অশিষ্ট,
অকৃতজ্ঞও তা'রা স্বভাবতঃ,
অনৃত উচিতবক্তাও তা'রা প্রায়শঃ। ১৭৮১।
২৩।১।৫০, রাত্রি ৭-৪৫

আত্মার প্রকাশ
সংস্থিতির ভিতর-দিয়ে,
সংস্থিতির ভিতর একটা সঙ্গতি আছে—
যে-সঙ্গতিতে আত্মা সঙ্গত হ'য়েছে,—
তা'কেই আমরা কই জীবন,
যা'কে অধিকার ক'রে বা ধ'রে
আত্মার প্রকাশ—
আত্মার সেই সসত্ত্ব অভিব্যক্তিকেই
কই আমরা অধ্যাত্ম। ১৭৮২।
২৫।১।৫০, রাত্রি ৮টা

আদর্শপুরুষকে নিজের জীবনে জীবন্ত ক'রে
ধর্ম্মকে চরিত্রে যদি
রূপায়িত ক'রতে না পার—
তুমি যেমন প্রেমিকই হও,
যেমন জ্ঞানীই হও,
আর, যেমন সাধু-মহাপুরুষ
বা ধর্ম্মাত্মাই হও,
—সেগুলি ব্যর্থতারই বিকৃত উৎসব। ১৭৮৩।
২৫।১।৫০, রাত্র ৮-৩০

যা'রা অন্যের আওতায় বড় হ'তে চায়
অথচ তদনুকূল চরিত্র অর্জ্জনে নিঃস্পৃহ—
তা'দের ঐ বিকৃত বড়-হওয়াটাই
অনর্থের উপঢৌকন হ'য়ে ওঠে। ১৭৮৪।
২৫।১।৫০, রাত্র ৯-১৫

অন্তর্নিহিত সঞ্চলনী-সমাকর্ষণই হ'চ্ছে আত্মা
যা' নিয়ত গতিশীল—
নানা রকমারি পরিণয়নের ভিতর-দিয়ে। ১৭৮৫।
২৫।১।৫০, রাত্র ৯-৩০

অন্তর্নিহিত সঞ্চলনী-সঙ্কর্ষণসংঘাত হ'তে
যে-বোধের উদ্ভব হয়
তা'কে বলা যায় প্রজ্ঞা বা intelligence. । ১৭৮৬।
২৫।১।৫০, রাত্র ৯-৪৫

উপচয়ী শ্রম ও চরিত্রকে
নিরোধ ক'রো না কিছুতেই,
দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়বে সবাই—
দারিদ্র্যক্লিষ্ট হ'য়ে,
বরং অপচয়ী যা' তা'কে নিরোধ কর
কঠোর হস্তে—
শ্রম-অর্জ্জিতায় স্বস্তি লাভ ক'রবে,
সম্বর্দ্ধিত হবে ;
যোগ্যতাকে অবজ্ঞা ক'রে
চাহিদাকে বুভুক্ষু ক'রে তোলা—
দৈন্য ও দুর্নীতিকেই আবাহন করা। ১৭৮৭।
২৬।১।৫০, বেলা ১১-৪৫

রান্না যেমন
নুনঝালের উপযুক্তমতন সংমিশ্রণ ছাড়া
স্বাদে ভাল হয় না—
তেমনি শুধু মাত্র অসাড় ভাল মানুষ হ'লেই
তোমার চ'লবে না কিন্তু;
চতুর হওয়া চাই,
তীক্ষ্ণ হওয়া চাই,
দক্ষ কর্ম্মকুশল হওয়া চাই,
তবেই তো কৃতী হ'তে পারবে—
অন্তরায় অতিক্রম ক'রে
সম্বর্দ্ধনার দিকে। ১৭৮৮।
২৬।১।৫০, বিকাল ৩-৫০

শিক্ষাজগতে ঢুকতে প্রথমেই যেমন
অক্ষর-পরিচয়ের প্রয়োজন,
ধর্ম্মজগতে ঢুকতে তেমনি
আত্মানুসন্ধিৎসায় প্রথমেই
নিজের দোষ ধ'রতে শেখা—
তা'র নিরাকরণ ক'রতে শেখা—
ইষ্টে সুনিষ্ঠ থেকে
সার্থক ধারণায়—কুশলকৌশলে
তা'কে তেমনি নিয়ন্ত্রণ ক'রতে শেখা—
এই হ'চ্ছে প্রথম ও প্রধান অনুশীলন,
যা'রা নিজের দোষ নিজে দেখতে জানে না—
সংস্কৃতও হ'তে জানে না তা'রা
সুষ্ঠু-সম্বর্দ্ধনায়। ১৭৮৯।
২৬।১।৫০, বিকাল ৪-৩৫

তোমার ছেলেপুলে বা সন্তানসন্ততি—
তা'রা যে তোমায় শ্রদ্ধা করে না,
সেবা করে না,
বা সদ্ব্যবহার করে না তোমার সাথে,—
কেন তা' কি ভেবে দেখেছ ?—
তুমি তোমার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী
গুরু, আত্মীয়স্বজনদিগকে
আপ্রাণ ইষ্টনিষ্ঠা নিয়ে
সক্রিয় সানুকম্পী বাক্য ও সদ্‌ব্যবহারের সহিত
সেবা করনি,
ফুল্ল ক'রে তোলনি তা'দিগকে,
তোমার হস্ত
পদ্মহস্ত হ'য়ে ওঠেনি—
একটা সম্ভ্রমস্নেহল-অনুরাগী সেবায়
তা'দের কাছে,
বাক্য, ব্যবহার ও কাজে
গরমিলই দেখে এসেছে
তোমার সন্তানসন্ততি তোমাদের ভিতর,
হয়তো, দ্বন্দ্বভরা ঝগড়াঝাঁটি
তোমার স্বামী বা শ্বশুর-শাশুড়ী
বা গুরুজনের সাথে
দেখে এসেছে তা'রা,
তা'দের প্রবৃত্তিও ক্রমশঃই
সেই রং-এ রঙ্গিল হ'য়ে উঠে চ'লেছে,
তোমার চরিত্র দেখে
সশ্রদ্ধ সানুকম্পী অনুরাগে
তা'রা তোমাতে

আনত হ'য়ে উঠতে পারেনি তাই,
খতিয়ে দেখ
তোমার আপন প্রকৃতিই
তা'দিগকে বিকৃত-প্রকৃতিসম্পন্ন ক'রে তুলেছে
ঐ অনুদ্যোতনায় ;
নিজে সংস্থ হও,
সশ্রদ্ধ সেবা-সানুকম্পিতায়
বাক্ ও ব্যবহারে নন্দিত ক'রে
নিষ্ঠায় ইষ্ট-সুনিষ্ঠ ক'রে তোল—
নিজে হ'য়ে
তা'দিগকে
আর, বাক্য, ব্যবহার ও লোকপরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তা'রা যেন তোমাকে
মিলনোচ্ছল, সৌজন্যপ্রাণ,
সেবাসম্বুদ্ধ প্রকৃতিযুক্ত দেখতে পারে—
তা'দের মাথা যেন
আপনি আনত হ'য়ে ওঠে তোমাতে,
তুমিও স্বস্থ হবে,
তা'রাও সুখী হ'য়ে উঠবে তোমাতে। ১৭৯০।
২৬।১।৫০, রাত্রি ৯টা

বাঁচ, কর, খাও,
আর, খেয়ে-বেঁচে সম্বর্দ্ধনার দিকে চল—
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে,
আবার, যৌন-আচারে

সম্বর্দ্ধনী মস্তিষ্কের
আবির্ভাব কর। ১৭৯১।
২৭।১।৫০, বেলা ১০-২০

যে-কোন কাজই ক'রতে যাও না কেন—
তা' করা কঠিন
এমনতর বুদ্ধির দ্বারা
অভিভূত যদি হও
বা এমনতর বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিয়ে চল—
উদ্দেশ্য তোমার যতই মুখর হোক না কেন—
ক'রবার বেলায় এগুলিই তোমাকে
তা'র তীব্রতা-অনুপাতিক
অবশ ক'রে তুলবে—
এমন-কি, তা'র পন্থা ও ফন্দীগুলিকেও,
তা' উদ্‌যাপনে তোমার ঐ ধারণাই
তোমার বাধার সৃষ্টি ক'রবে,
সময়মত যখন যেমন ক'রে
যা' করা উচিত
তা' ক'রতে দেবে না,
ফলে, ব্যর্থও হ'তে পার
বা কষ্টবিমর্দ্দিত হ'য়ে
কৃতকার্য্যও হ'তে পার তা'তে,
কারণ, ঐ বুদ্ধি
করার ফন্দীফিকিরগুলিকে
জ্বলন্ত উদ্যমী না ক'রে
ওর তীব্রতা-অনুপাতিক
নিষ্প্রভ ক'রে তুলবে তোমাকে—

বাক, চলন, চরিত্র, সন্ধিৎসা,
সতর্ক চাতুর্য্য, সৌজন্য ও সন্দীপনায়,
আর, তোমার গতিবিধিও
নিয়ন্ত্রিত হবে তেমনি,
তোমার পারা না-পারা
নির্ভর ক'রবে তা'র উপর ;
আবার, ঐ কঠিন বুদ্ধির আবির্ভাবও হয়
তা' থেকেই—
যা' ক'রতে যাচ্ছ
তা'র অন্তরায়ী প্রবৃত্তি যখন
তোমার মধ্যে সচিন্ত হ'য়ে
বা পেয়ে ব'সে থাকে,
তাই, করাই যদি নিশ্চিত হয়—
তবে কঠিন বুদ্ধিতে অভিভূত হ'য়ো না,
তা'কে প্রশ্রয়ও দিও না,
কেন্দ্রায়িত আদর্শপ্রাণতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়—
পারগতার তুকই ওখানে । ১৭৯২ ।
২৯।১।৫০, বেলা ৯-৪৫

স্বার্থসন্ধিক্ষু প্ররোচনা-পরবশ আত্মম্ভরিতা
নিয়ে আসে অকৃতজ্ঞতা, কাপট্য,
অকৃতজ্ঞতা ও কাপট্য নিয়ে আসে
অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা,
ঐ অবজ্ঞা থেকে আসে সন্দেহ,
কুৎসিত সমালোচনা ও চিন্তা—
এমন-কি, সক্রিয় শুভেচ্ছু

পরমাত্মীয়ের প্রতিও আসে মমত্বহীনতা,
থাকে না
তা'র কোন কিছু ক্ষয় ও ক্ষতিতে
দরদ বা সক্রিয় স্বার্থত্যাগী নিরোধ,
এ হ'তেই আসে
অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তায়
অনাত্মীয় হিংসাবুদ্ধি, বিরোধ
ও শত্রুতা—
ঐকতানিক আত্মবোধের অবসান। ১৭৯৩।
২৯।১।৫০, দুপুর ১টা

অনেক সময় মানুষ
প্রবৃত্তিসঞ্জাত আত্মম্ভরিতা নিয়ে চলে—
লোকসেবার অছিলায়,
আর, তখনই দেখা যায় তা'তে
একটা লোভলেলিহান জেল্লা—
যা'র ফলে, লোকে মনে করে
সক্রিয় আপ্রাণ লোকসেবাব্রত নিয়েই
ইনি চ'লেছেন,
তা'র সাথে থাকে না
কথায়-কাজে-সেবা-সদ্‌ব্যবহারে একটা সঙ্গতি—
সত্তায় গেঁথে ওঠা চরিত্র,
ইষ্টপ্রতিষ্ঠার বালাই তা'তে নাই,
তাই, তা' ভঙ্গুর, বিক্ষিপ্ত
খেয়ালী খেলার অবিমৃষ্যকারী বিভ্রমণ মাত্র;
আসল যা'রা
তা'রা সবটার ভিতর-দিয়েই

আদর্শ-প্রতিষ্ঠা করে,
আদর্শপুরুষের বেদীমূলে
লোকসেবা-নৈবেদ্য নিয়ে
তা'রা ঈশ্বরারাধনায় নিরত—তপপ্রাণ,
এই পার্থিব আবহাওয়ার ভিতরে অনুস্যূত
যে অমর আত্মিক মলয়হিল্লোল আছে—
অমরমূর্ত্তিতে তা'কে
চির-বিকিরণে
চিরন্তন ক'রে রেখেই চলে তা'রা। ১৭৯৪ ।
৩০।১।৫০, রাত্র ৭-৩০

তোমার প্রীতি যদি
সত্তা-উৎসারিণী হ'য়ে
অকল্যাণকে নিরোধ ক'রেই না চলে—
আপ্রাণ সেবাসম্বর্দ্ধনী হ'য়ে
একনিষ্ঠ সাত্ত্বিক চলনে,—
সত্য ও অহিংসাব্রতী হওয়া
তোমার পক্ষে সুদূরপরাহত—
তা' কিন্তু অতিনিশ্চয়,
মনে রেখো,—খতিয়ে চ'লো। ১৭৯৫ ।
৩১।১।৫০, বেলা ৯টা

যা'কে দিয়ে, সেবা ক'রে,
যা'র নিদেশ পালন ক'রে
নিজেকে সুখী ও উৎফুল্ল মনে কর,—
এমন-কি, দুঃখদৈন্য-বিপর্য্যয়ের ভিতরেও—
শ্রদ্ধা তোমার সেইখানে,

তাই, শ্রদ্ধা তোমার যা'তে যেমনতর
তুমিও তেমনি। ১৭৯৬।
১।২।৫০, বেলা ১০টা

যোগ্যতার জোর যা'র—
মুল্লুকও হয় তা'র,
আর তাই, জোর যা'র মুল্লুক তা'র। ১৭৯৭।
১।২।৫০, বেলা ১০-৫০

প্রীতি ও সেবায়
তোমার অধিদেবতা বিস্তারলাভ ক'রবে,
যোগ্যতার শক্তিমত্তা
ক'রবে তা'র সম্বর্দ্ধনা,
আর, সত্যনিষ্ঠ সদাচারে
তোমার সত্তাকে
সত্ত্বে নিরন্তর ক'রে তুলবে। ১৭৯৮।
১।২।৫০, বেলা ১১টা

বর্ণ ও শ্রেণী-বিহীন সমাজ গড়ার
পরিকল্পনা মানেই হ'চ্ছে
স্রষ্টার উপর সিরজনী,
তবে পরস্পর পরস্পরকে স্বার্থ-বিবেচনায়
সক্রিয়, সহযোগী, সানুকম্পী,
প্রীতি-উচ্ছল, শ্রমকুশল সেবার ভিতর-দিয়ে
শোষণহীন অহিংস সমাজ
গ'ড়ে ওঠা স্বাভাবিক ও সহজ—
যদি আদর্শপুরুষে
সশ্রদ্ধ সুনিষ্ঠ সক্রিয়তায়

একতানিক সৌহার্দ্দ্যকে
স্বতঃ ক'রে তোলা যায়,
বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব যেমন
এর অন্তরায় নাও হ'তে পারে—
স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যসম্বর্দ্ধনী বিভিন্ন বর্ণ,
শ্রেণী ও সমাজও তেমনি
যে এর অন্তরায় হ'য়ে উঠবে
তা'রই বা মানে কী ? ১৭৯৯ ।

১।২।৫০, বেলা ১১-৫৫

যেমনি দেবে
পাবেও তেমনি,
এটা কিন্তু প্রকৃতি, গুণ ও যোগ্যতামাফিক। ১৮০০ ।

১।২।৫০, বিকাল ৪-৩০

শ্রদ্ধার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
যা'কে শ্রদ্ধা কর তুমি
তা'কে দিয়ে সুখী হওয়া,
তা'র নিদেশপালনে উৎসাহান্বিত হওয়া,
সেবা-সংরক্ষণে স্বতঃ হ'য়ে ওঠা—
তা'তে যে-কষ্টই আসুক না কেন—
একটা উৎফুল্ল উৎসারণা নিয়ে,
আর, এর এই চরিত্রগত চলনের
ব্যতিক্রম যেখানে যত—
ওর অভাবও সেখানে তেমনি ;
নিজেকে পরখ ক'রে
সক্রিয় অভিব্যক্তির সহিত

শ্রদ্ধাকে পালনপর হ'য়ে চল
ভাবে-বাক্যে-কর্ম্মে—
শ্রদ্ধা তোমাতে স্ফুটতর হ'য়ে চ'লবে,
স্বতঃই কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে তুমি তা'তে—
তোমার যা'-কিছু প্রবৃত্তির
সমবায়ী সার্থক সমন্বয়ে—উৎকর্ষে। ১৮০১।
১।২।৫০, রাত্র ৯-১৫

শ্রমফুল্ল, অর্জ্জী, তপতৎপর,
সানুকম্পী, সহযোগী হ'য়ে
পরস্পর পরস্পরের সত্তাসম্বর্দ্ধনার
ইষ্টানুগ উত্তরসাধক হ'য়ে
যদি না চল—
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনায়,—
যে-মতবাদেই আপ্লুত হও না কেন—
দুটো খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচাতে কি
কেউ পারবে তোমাদিগকে?
তোমার উৎপাদন, সহযোগিতা
ও উপচয়ী সম্বর্দ্ধনাকে
সুনিয়ন্ত্রণ ক'রে
শাসন তোমাদিগকে সংযত রাখতে পারে মাত্র;
কর্ম্মহীন চাহিদায় উস্কানি দিয়ে
অযোগ্যতার আহুতি ক'রে
একক অর্জ্জন দিয়ে
কেউ তোমাদিগকে
বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না,
যদি পারেও

তা'তে তোমাদেরও লাভ নেই
ঐ যোগ্যতাবিহীন জীবন নিয়ে ;
তোমরা যদি আদর্শপুরুষে
অচ্যুত সশ্রদ্ধ আনতি নিয়ে
সানুকম্পী সেবা-সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
সত্তাসম্বর্দ্ধনার উপচয়ী চলনেই
চ'লতে পার পারস্পরিকতায়—
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে
নিয়ন্ত্রণ ক'রে
ইষ্টানুগ সুষ্ঠু সৌষ্ঠবে,—
একদিন হয়তো এমনতর দিনও আসতে পারে
রাষ্ট্রীয় শাসনমঞ্চের
কোন প্রয়োজনই থাকবে না,
তখন আবার
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের রাজা,
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পালক,
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পোষক,
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পূরক,
প্রতিপ্রত্যেকটিই
সমষ্টির সমবায়ী মূর্ত্ত প্রতীক। ১৮০২।
১।২।৫০, রাত্র ৯-৪৫

সত্তাকে সচল রেখে যত পার দাও,
সম্ভব হ'লে চেও না—
চাওয়ার প্রত্যাশাও রেখো না,
প্রীতির অবদান যা' পাও
ভগবানের আশীর্ব্বাদ ব'লে গ্রহণ ক'রো—

তোমার পক্ষে উপযুক্ত যা',
এমন-কি, যদি পার—
ঈশ্বরের কাছেও কিছু চেয়ো না,
সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে
তোমাকেই নিবেদন কর তাঁ'র চরণে
সক্রিয় বাস্তবতায়,
আর, সেই চলনে চ'লতে থাক—
তোমার চিন্তা, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম
কায়মনোবাক্যে তাঁ'তে সার্থক ক'রে—
অচ্যুত চিরন্তনী লোকসেবী উৎসারণায়,
নজর রেখো, ফুরিয়ে যেও না,
নিজেকে দান ক'রে
তুমি নিত্যদাস হ'য়ে থেকো তাঁ'রই,
তোমার অফুরন্ত সেবায়
তোমার কাছে তিনিও যেন
অফুরন্ত হ'য়ে ওঠেন—
নিরন্তর হ'য়ে,
সার্থকও হবে, শান্তিও পাবে। ১৮০৩।
২।২।৫০, রাত্র ৭-৪০

তোমার ইষ্টনিষ্ঠা চিরন্তনী হ'য়ে
নিরন্তর তোমাকে আপ্লুত রাখবে কিনা—
এ-কথা ভাবতেও যেও না,
ব'লতেও যেও না,
আর, কাজে, কর্ম্মে, কথায়-বার্ত্তায়
তা'র কোন অভিব্যক্তিও দিতে যেও না,
ঐ ভাবা বা বলাই

অন্তরায়কে প্রশ্রয়ে উসকে দেওয়া ছাড়া
আর কিছুই নয় কিন্তু ;
বৃত্তির ঘূর্ণিতে ঐ নিষ্ঠার
ক্রমতারতম্য হ'লেও
ঝাঁকি দিয়ে ঠিক ক'রে নিয়ে
কায়মনোবাক্যে
সেই চলনেই চ'লতে থাক—
সশ্রদ্ধ হ'য়ে, শ্রদ্ধার্হ চলনে,
সেবা, নিদেশপালন, তপ
ও অনুভূতির সুষ্ঠুতা নিয়ে,
সার্থক হ'য়ে ওঠ তাঁ'তে
বাস্তব সক্রিয়তায়,
যুক্ত থাক—
ঐ যোগের অনুপ্রাণনাই
তোমাকে সুকৌশলী কর্ম্মী ক'রে তুলবে,
কৃতী হ'য়ে কৃতকার্য্যতা লাভের
তুকই কিন্তু ঐ। ১৮০৪।
২।২।৫০, রাত্র ৮টা

তোমার আদর্শ বা কৃষ্টির
সত্তাসম্বর্দ্ধনী ঔদার্য্যপূর্ণ গোঁড়ামিকে
যদি ত্যাগ কর
বা শ্লথ হও তা'তে—
হ'য়ে
অন্য ব্যক্তি, সংস্থা বা মতবাদের
প্রবৃত্তিমার্গী নীতিবিধির অনুকূলে চল

ও পরিবেষণপর হও যতই—
উসকানি-ইন্ধন দিয়ে—
যা' তোমার কৃষ্টি, ধর্ম্ম বা আত্মসত্তার
পরিপোষণী নয়কো,—
তুমি ঐ ব্যক্তি, বাদ বা সংস্থায়
আত্মবিসর্জ্জনের পথকে
সুগম ক'রে তুলবে ততই,
ফলে, তোমার ঐ কৃষ্টিসত্তার বিলোপ
অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠবে একদিন,
তখন হয়তো শত চেষ্টায়ও
ঐ সত্তার সংরক্ষণ
সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে ;
যেমন পৃথিবীর কোন সত্তা
তা'র সত্ত্ব নিয়ে
অন্যের রকমে নিজেকে যতই
রূপান্তরিত ক'রতে থাকে—
তা'র নিজত্ব হারিয়ে
অন্যত্বে আত্মবিসর্জ্জন
অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে ততই,
সত্তাবৈশিষ্ট্যের লোপ
অনিবার্য্যই হ'য়ে দাঁড়ায়—
একান্ত নিরন্তরতায়,
তাই, স্বধর্ম্মে অর্থাৎ সত্তাধর্ম্মে
'নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ';
সৃষ্টির প্রত্যেকটিই তাই প্রত্যেক রকম,
এই রকমারির গুচ্ছ নিয়ে
শ্রেণী, বর্ণ বা ভেদ

যা' দিয়ে প্রতিপ্রত্যেকেই
বোধ-বিকিরণী সংজ্ঞায় স্বাধিষ্ঠিত হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনার পথে ছুটেছে—
প্রতিটি নিজেরই রূপান্তর-পরিক্রমায়,
আর, নিজের দাঁড়ায় অন্যকে বোধ ক'রে
নিজের এবং অন্যের
অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে নিরূপণ ক'রে
প্রজ্ঞায় পারদর্শী হওয়ার সম্ভাব্যতার
উদ্ভবও হ'য়েছে অমনি ক'রে ;
তাই, নিজের সত্তাবৈশিষ্ট্যকে
কৃষ্টি-উৎসারণায় নিয়ন্ত্রিত ক'রে
ধর্ম্মকে লাভ ক'রে
আত্মসত্তাকে
সার্থকতায় বিস্তার ক'রে তোল—
আত্মীকৃত ক'রে যা'-কিছুকে,
মহাপ্রজ্ঞায় ভূমায়িত হও—
কৃষ্টি, ধর্ম্ম ও আত্মসত্তাতে
ঔদার্য্যপূর্ণ একটু গোঁড়ামি রেখে
অর্থাৎ, আত্মাসংরক্ষণী বেষ্টনী বা বেড়া দিয়ে
যা'তে বিচ্ছিন্ন না হ'য়ে ওঠ তুমি
কোনক্রমে,
একটা সমবায়ী সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনায়
চলন্ত হ'য়ে চল—
তা'র পরিপোষণী
যা'-কিছুকে আত্মস্থ ক'রে,
—ভেঙ্গে নয়কো তা'র একটুকুও। ১৮০৫।
৩।২।৫০, বেলা ১১টা

যা'রা উপায় ক'রতে জানে না
কুশলকৌশলী তৎপর ব্যবস্থিতি নিয়ে,—
খরচও ক'রতে জানে না তা'রা
সত্তাপোষণী ব্যবস্থিতির সহিত,
হয় দেলোয়ারী দুন্দুভিওয়ালা খরচে
আয়ের চাইতে
ব্যয়বহুল প্রয়োজন-তৎপর হ'য়ে,
—নয় কৃপণ
কঞ্জুষী ব্যয়ভীতিতে শঙ্কিত হ'য়ে,
এটা কিন্তু প্রায়শঃই দেখতে পাওয়া যায়,
—উভয়েই দোষদুষ্ট ;
তাই, মিতাচারী হও,
আর, যে-খরচ সত্তাসম্বর্দ্ধনার পরিপোষণী—
বিবেচনা ক'রে তা'ই কর,
পার তো তোমার খরচটাকেও
এমনতর উপচয়ী ব্যবস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণ কর—
যা'র ফল তোমাকে
উপচয়েই সমৃদ্ধ ক'রতে পারে,
আর, জ্ঞানবত্তাও সেখানেই। ১৮০৬।
৩।২।৫০, দুপুর ১২-৪০

শিশ্নোদরপরায়ণতার বুভুক্ষু সঙ্গীতে
প্রমত্ত হ'য়ে ওঠে না—
এমনতর মানুষ
বিরলই দেখতে পাওয়া যায়,
—বিশেষতঃ অল্পবোধি, শ্লথকর্ম্মা,
দারিদ্র্যদুষ্ট প্রলোভনলুব্ধ যা'রা

তা'রা তো প্রায়শঃ,
কিন্তু বেঁচে-থাকা ও বেড়ে-চলার উপচয়ী
যদি কিছু না থাকে তা'তে—
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই দুর্ব্বল ও নিগড়বদ্ধ
হ'য়ে উঠতে পারে কিন্তু,
কারণ, এতে তা'রা প্রবৃত্তি-অভিভূত,
ক্রূরকর্ম্মা, বিকৃতশ্রমী
ও লোভপ্রবণ পরশ্রীকারতায়
আবিষ্ট হ'য়ে
সমঞ্জস-সিদ্ধান্তহারা,
হিতাহিতজ্ঞানশূন্য,
গণ ও আত্ম-ঘাতী হ'য়ে ওঠে,
তাই, আত্মতান্ত্রিকতার অভাবে
শৃঙ্খলপরবশ হওয়া ছাড়া
গত্যন্তর থাকে না ;
তোমার সত্তা যা'তে
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে
উন্নতিপর হ'য়ে চ'লতে পারে
সব দিক দিয়ে—
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে—
একটা লীলায়িত উপভোগ-উৎফুল্ল চলনে—
বিবর্দ্ধনের দিকে,—
তা'ই কিন্তু তোমার ধর্ম্ম,
—তা'তে পরিপোষিত হবে,
পরিপূরিত হবে—
পরিরক্ষিত হবে,
একটা পুষ্টিপ্রদ, সহযোগী সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে—

সপরিবেশে,
আর, তা' যদি না চাও—
সর্ব্বনাশের ডাইনী ডাক
চৌম্বক আকর্ষণে
তোমাকে নাগপাশে বদ্ধ ক'রে
অবসানপন্থী ক'রে তুলবে নির্ঘাত;
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে যদি ভালবাস,—
সত্তাকে যদি ভালবাস,—
যোগ্য হ'তে হবে তোমাকেই
উপচয়ী শ্রমকুশল তপস্বী চলনে—
ভালমন্দের সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
বহুদর্শী প্রজ্ঞা আহরণ ক'রতে ক'রতে,
নয়তো, নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে
অন্যেরই আহার্য্য হ'য়ে
তা'রই পরিপুষ্ট জীবনে
খাদ্যের মতন
সেই শরীরকে আশ্রয় ক'রে
বেঁচে থাকতে হবে,
বুঝে দেখ—
যা' ভাল বোঝ—ক'রবে তা'ই। ১৮০৭।
৩।২।৫০, বিকাল ৫-২৫

কোন পরিপন্থী প্রভাবকে
যদি কখনও নিরোধ ক'রতে না পার—
আর, যদি বাধ্যই হও
তা'তে গা ঢেলে দিতে—
নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে,—

তবে তোমার মৌলিক আদর্শ,
কৃষ্টি, ধর্ম্ম, গোত্র ইত্যাদির প্রতি
অন্তরে সশ্রদ্ধ অনুরাগ রেখে
অন্ততঃ স্মরণেও সেগুলিকে
সক্রিয় ক'রে রেখো,
হয়তো, এমন দিন আসতে পারে—
যা'কে আলিঙ্গন ক'রে
তোমার গোত্র-উৎস্রজী পিতৃপুরুষ
কৃষ্টি ও ধর্ম্মকে
সত্তায় ফিরিয়ে আনতে পারবে;
ক্ষতির বদলে উন্নতিকে হয়তো
বিপুল প্লাবনে পেতে পারবে,—
সার্থক হ'য়ে উঠবে সংজ্ঞা তোমার,
সার্থক হ'য়ে উঠবেন পিতৃপুরুষ যাঁ'রা,
তুমিও সার্থক হ'য়ে উঠবে—
কৃষ্টিতে, ধর্ম্মে, আদর্শে। ১৮০৮।
৩।২।৫০, বিকাল ৫-৩৫

তুমি না-জেনে, না-বুঝে
বা কোন মনগড়া ধারণা নিয়ে
প্রলোভন-নিগৃহীত
হীনম্মন্য দৈন্যের প্রতিষ্ঠায়
প্রাজ্ঞোপম চালচলনে
পরিবার ও পরিবেশের ভিতর
নিজের আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি,
সমাজ ও রাষ্ট্র-বিষয়ক
কুৎসিত সমালোচনা ক'রতে যেও না,

বিতৃষ্ণার বিষ ছড়িয়ে দিয়ে
তোমার সত্ত্ব-সাত্ত্বিক কৃষ্টি, ধর্ম্ম
ও গোত্রীয় জীবন্ত রক্তকে
অযথা কলঙ্কিত ক'রে তুলো না,
নিজের পারিবারিক সংহতিকে ধ্বংস ক'রে
নিজের ধ্বংসকে আবাহন ক'রো না,
কৃষ্টি, ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
বিষাক্ত ক'রে তুলো না—
যে-বিষে সপরিবেশ তুমিও
তোমার সন্তানসন্ততি-সহ
জর্জ্জরিত হ'য়ে
মর্য্যাদাবিধ্বংসী বিচ্ছিন্নতায়
নিস্তারহারা, দুর্ব্বিসহ,
সমবেদনাহীন,
মর্ম্মন্তুদ পরিসমাপ্তিতে
নিঃশেষ হ'য়ে যাবে,
সন্তান-সন্ততিদের ভিতর-দিয়ে
তোমার রূপান্তর-পরিক্রমা
খতম হ'য়ে উঠবে;
দৃষ্টিকে দীর্ঘপ্রসারিত কর,
বিবেচনা কর,
বুঝে দেখ। ১৮০৯।
৩।২।৫০, বিকাল ৫-৫০

যা'কে কিছু দাও না—
যা'র কিছু কর না—
তোমার সেবায় আপূরিত নয় যে—

তা'র কাছে তোমার দাবী
জবরদস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়কো,
ওরই ক্রমচলন
বিরক্তি
ও বিরোধেরই আমন্ত্রক। ১৮১০।
৩।২।৫০, সন্ধ্যা ৬-২০

গেঁয়ো ঘরে একটা চলতি কথা আছে—
'মানুষ লক্ষ্মীর বরযাত্রী'
—তা' ঠিকই কিন্তু;
মানুষ যে-বাড়ীতে বা যা'দের বাড়ীতে
আনাগোনা করে—
সে-বাড়ীর লোকেরা
একটা সম্ভ্রান্ত দূরত্ব রেখে
মানুষকে যদি
ইষ্টানুগ, সশ্রদ্ধ সেবা-বর্দ্ধনায়
অনুশীলন ও অনুচারণায়
নন্দিত ক'রে চলে—
প্রত্যেককে যে যেমন তেমনি ক'রে
কুশল প্রীতি নিয়ে,—
মানুষ তা'দিগের স্বতঃই
পরিপূরণশীল হ'য়ে ওঠে,
ফলে, আসে তৃপ্তি, দীপ্তি,
আত্মিক সহযোগিতা,
অর্থ ও সম্পদের উপচয়ী উৎক্রমণ,
দেখে, চিনে, আলোচনার ভিতর-দিয়ে

জ্ঞান লাভ ক'রে
প্রতিষ্ঠাবান হ'য়ে
তা'রা হ'য়ে ওঠে লক্ষ্মীমন্ত ;
যেখানে অর্থসম্পদ আছে
লোকসেবা নাই—
মানুষ যায় না যা'দের বাড়ী,—
তা'রা লক্ষ্মীমন্ত নয়
যক্ষীমন্ত হ'তে পারে । ১৮১১ ।
৪।২।৫০, বেলা ৯টা।

সুযোগ ও সুবিধার
একসাথে যখন মিলন হয়—
তখন কৃতকার্য্যতার অন্তরায়ী বজ্রকপাট
খুলে যায়,
—তা'কে গ্রহণ ক'রে
অনুশীলনে মূর্ত্ত ক'রে যে তুলতে পারে
সে হ'য়ে ওঠে কৃতী তখন ;
তাই, সুযোগ ও সুবিধা পেলে
তা'কে আর ছেড়ো না,
ধ'রে যেখানে যেমন যা' করণীয়
তা ক'রবেই কি ক'রবে—
তা'কে রূপায়িত ক'রতে । ১৮১২ ।
৪।২।৫০, বেলা ৯-১৫

যে-সমাজে বর্ণাশ্রম
বিধিমাফিক
গুচ্ছীকৃত ক'রে সাজান নেই—

ঐকতানিক সমন্বয়ী সার্থকতায়,
তাঁরা যদি
অন্ততঃ বিবাহ-সংস্কৃতি ব্যাপারে
কৌল-সংস্কৃতিকে দেখে
অর্থাৎ, তা'র কৌলিক আচার, ব্যবহার,
বিনয়, সেবা, নিষ্ঠা, দান,
তপপ্রবৃত্তি, বিদ্যা, বৃত্তি ও কৃতিত্ব
এবং তা' কোন্ পথে,
উৎকর্ষী অভিদীপ্ত কিনা— !
শুধু শিক্ষার তকমাই যেন
এর পরিমাপক না হয়—
বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে দেখে,
নিজ কুলসংস্কৃতির অনুপূরক কিনা—
তা' নির্দ্ধারণ ক'রে,
এবং পাত্রপাত্রীর চারিত্রিক দ্যুতি
পরস্পরের পরিপোষক ও পরিপূরক কিনা—
নির্দ্ধারণ ক'রে
মেয়েদের বিবাহ
উৎকর্ষী বংশ বা কুলের সহিত
সম্পাদন করেন—
স্বগোত্র বা বংশ না হয় তা'তে নজর রেখে,
তাহ'লেও বর্ণাশ্রমী সুপ্রজননের
অনেকখানি সুবিধা পেয়ে
উদ্বর্দ্ধনী জৈবী-সংস্থিতিওয়ালা
জাতকের আবির্ভাব
আমন্ত্রণ ক'রতে পারেন—
একটা সুষ্ঠু পরিণয়ে,

তা'তে নিজ বংশ, গণ, সম্প্রদায়,
সমাজ ও রাষ্ট্র
সর্ব্বতোভাবে উপকৃত হ'য়েই চ'লবে। ১৮১৩।
৪।২।৫০, বিকাল ৫-২০

যেখানে শুভ বা সার্থক
পরিণয়-সংস্কৃতি হয়নি
বা বিপরীত পরিণয়ী-সংশ্রব হ'য়েছে
এমনতর যা'রা
তা'রা নিজে তো অস্বস্তির উপদ্রবে
দিন কাটায়ই—
পরন্তু তা'দের জাতক
জীবনে জৈবী-সংস্থিতির অসৌষ্ঠব-হেতু
ক্ষীণমস্তিষ্ক ও অসঙ্গত-মনোবৃত্তিসম্পন্ন
হ'য়ে ওঠেই,
তাই, প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধও হয় তা'রা বেশীই—
কোন-কোন বিষয়ে দ্যুতিসম্পন্ন হ'লেও
অসমঞ্জসা মন ও বিবেচনায়
দীর্ঘদর্শিতার অপলাপে
দুর্ব্বল ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে
কৃষ্টিতে ব্যভিচারী-প্রবৃত্তি পোষণ ক'রে
স্বল্পবোধি, আদর্শোৎসারিণী
অনুরাগবিহীন হ'য়ে ;
ন্যায়েরই হোক আর অন্যায়েরই হোক—
যে-সংস্থিতিকে যত
ভয়াল বা প্রমত্তবীর্য্যবান ব'লে
তা'রা বিবেচনা করে

বা তেমনতর যা'-কিছুর আওতায় আসে,
বিশেষতঃ প্রবৃত্তি-পরিপোষণী যা'—
তা'তেই সংশ্লিষ্ট হ'য়ে ওঠে—
পরিণামবিহীন চিন্তা
ও প্রবৃত্তি-অভিভূতি
আর সত্তা-সম্বর্দ্ধনার বিপরীত
ক্রূর-কর্ম্ম-আনতিপ্রবণ হ'য়ে—
সত্তাসম্বর্দ্ধনী সংস্কৃতিতে
সংঘাত সৃষ্টি ক'রে,
উৎক্রমণী গণ-সংস্থিতিতে
ভাঙ্গন সৃষ্টি ক'রে। ১৮১৪।
৪।২।৫০, সন্ধ্যা ৬-৪০

কা'রও কোন দোষ বা নিন্দাচর্চ্চার
কথা ব'লতে হ'লেই
তা'র সাথে তোমাকে অন্তর্ভুক্ত ক'রে—
জড়িয়ে,
সে দোষ ক'রেছে—শুধু তা'তেই জোর না দিয়ে,
আমি বা আমরা এমনতর ক'রে
কেমন ক'রে আমাদের সর্ব্বনাশ করি
এবং তা'তে সুবিধাই বা কতখানি
আর অসুবিধাই বা কত সুদূরপ্রসারী—
সেটাকে বিশ্লেষণ ক'রে
প্রীতিপ্রসন্ন বাক্যে তা' ব'লো—
যেন তা'র হীনম্মন্য অহং
ক্ষুব্ধ না হ'য়ে ওঠে তা'তে,
বরং অনুতপ্ত হ'য়ে ওঠে সে ;

কিন্তু আড়ালে তা'র নিন্দাচর্চ্চা
ক'রতে যেও না কা'রও কাছে,
তা' শুনলে সে আক্রোশক্ষুব্ধ
হ'য়ে থাকবে তোমার প্রতি—
আর, সাথে-সাথে
তোমার নিজের চলনাকে
এমন সংশুদ্ধ ক'রে চ'লো
যা'তে ঐ রকম ব্যাপারের অনুকূলে
উদাহরণ না হ'য়ে উঠতে হয় তোমাকে,
তা'তে অনেকেরই শুদ্ধি আসবে,
তোমারও বাক্-বুদ্ধিও
উৎকর্ষ লাভ ক'রবে,
লোকেও বিবেচনাপ্রবণ হ'য়ে
কাজ ক'রতে শিখবে,
কদর্য্য যা' নিরুদ্ধ হবে—
কিন্তু বিরোধ আসবে কম তা'তে। ১৮১৫।
৪।২।৫০, রাত্র ৭-২০

কা'রও নিন্দনীয় কিছু ব'লতে গেলেই
সঙ্গে-সঙ্গে ভেবে দেখো—
প্রশংসনীয় তা'র কিছু আছে কিনা,
এবং সেই প্রশংসনীয় যা'
তা'র চরিত্রে দেখছ বা বুঝতে পারছ
তা'র স্তুতিবাদেও বিরত থেকো না—
তা'তে লাভ কিন্তু তোমারই বেশী,
ঐ নিন্দাবাদ তোমাতে আবিষ্ট হ'য়ে
গলাধাক্কা দিয়ে তোমাকে

নিন্দক-শ্রেণীভুক্ত ক'রে তুলতে পারবে কমই ;
আবার দেখো,—তোমার স্তুতিবাদ
যে-নিন্দার কথা ব'লছ
তা'কে কোনক্রমে
পরিপুষ্ট না ক'রে তুলতে পারে যেন,
তাই, নিন্দনীয় যা'
তা'কে নিরুদ্ধ কর,
আর, প্রশংসনীয় যা'
তা'কে উচ্ছল ক'রে তোল। ১৮১৬।
৪।২।৫০, রাত্র ৮-১০

ভাব আনে ভঙ্গী,
আর, ভঙ্গী দেয় প্রেরণা,
আবার, প্রেরণা-অনুপাতিকই হয় কর্ম্ম ;
তাই, যা'ই কর আর যেমনই কর
যা'তে তোমার ভাব ও ভঙ্গী
শুদ্ধ ও সুষ্ঠু হ'য়ে উঠবে যেমন—
চালচলন, আচার-ব্যবহার
ও কর্ম্মতৎপরতাও তেমনি হ'য়ে উঠবে,
লক্ষ্য ক'রে দেখো—
ভৎ´সনার পিছনেও যদি
ভাবভঙ্গী প্রীতিপ্রদ থাকে—
অভিব্যক্তিও তেমনি প্রীতিপ্রদ হ'য়ে ওঠে,
ফলে, সেই ভৎ´সনাও
সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হয়। ১৮১৭।
৪।২।৫০, রাত্র ৮-১৫

যা'রা নিজের রক্তকে অবজ্ঞা করে,
অস্বীকার করে,
পূর্ব্বপুরুষকে অস্বীকার করে,
গোত্র, উৎস ও আদর্শপুরুষদিগকে
অস্বীকার করে—
তা'রা যে-মতবাদ বা ধর্ম্মই
গ্রহণ করুক না কেন—
তা'রা বিশ্বাসঘাতক তো বটেই,
গণদ্রোহী, ঈশ্বরবিদ্রোহী,
তারা' ঈশ্বরের উপাসনা করে
কৃতঘ্ন নৈবেদ্যেই—
উৎক্রমণী নীতিবিধিকে
অবজ্ঞা ও অস্বীকার ক'রে ;
আর, যা'রা যে-মতবাদই গ্রহণ করুক না কেন—
আর, যে-ধর্ম্মেই নিয়ন্ত্রিত হোক না কেন—
নিজের রক্তেতে শ্রদ্ধাবান,
গোত্র ও পূর্ব্বপুরুষে শ্রদ্ধাবান,
উৎস ও আদর্শপুরুষদিগেতে শ্রদ্ধাবান,—
তা'রা সুষ্ঠু ও সত্তা-পন্থী,
ঈশ্বরে সহজ আস্থাবান। ১৮১৮।
৫।২।৫০, বিকাল ৪টা

তোমার অনুরাগ কতখানি উদ্দীপ্ত—
সুকেন্দ্রিক সমাবেশ নিয়ে,
তা' প্রতীয়মান হবে—
তোমার চরিত্র ও ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
বিচ্ছুরিত হ'য়ে

তা' তোমার সহচর পরিবেশকে
কেমন ক'রে কতখানি
কেমনতর উদ্দীপ্ত ক'রে তুলছে
সক্রিয়ভাবে
সুকেন্দ্রিক সংহতিতে—
তা'ই দিয়ে,
আবার, তা'ই বুঝেই নিজেকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রো আরও ঔজ্জ্বল্যে। ১৮১৯।
৫।২।৫০, রাত্র ৯-৫০

তোমার বিবেচনা, ব্যবস্থিতি,
সক্রিয় নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে
একজনও যদি জীবন হারায়—
সে-জীবনের অভিশাপ হ'তে
তুমি রেহাই পাবে
—এমনতর সান্ত্বনা নিয়ে যদি ব'সে থাক,
তোমার ব্যর্থ পরিকল্পনা
ব্যর্থ সংশ্রয়
তোমাকে তো উপহাস ক'রবেই—
জাতীয় জীবনকেও বিপন্ন ক'রে তুলবে ;
যত পার, বিরোধকে এড়িয়ে
বিবেচনা, ব্যবস্থিতি, নিরোধ
ও নিয়ন্ত্রণে
লোকের বাঁচবার আকুতিকে
আশ্রয় দাও—
সেবা, সম্বর্দ্ধনা ও সান্ত্বনায়

স্বস্থ ক'রে তোল তা'দিগকে,
জীবনকে সম্বর্দ্ধনাশীল সক্রিয়তায়
সক্রিয় হ'তে উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
সাহায্য কর তা'কে,—
তুমিও সার্থক হবে,
আর, সেই সার্থকতায়
গণজীবনও সম্বৃদ্ধি লাভ ক'রবে ;
অহিংসই যদি হ'তে চাও—
হিংসা যা' তা'কে নিরোধ কর,
নিবৃত্ত কর,
সত্যকে উচ্ছল ক'রে তোল। ১৮২০।
৬।২।৫০, বেলা ৯-২০

জৈব-সংস্থিতি যেখানে সুষ্ঠু—
বোধিপ্রাণতা ও বিদ্যাও সেখানে প্রাঞ্জল,
সার্থক-সমঞ্জসা। ১৮২১।
৬।২।৫০, বেলা ১০-১৫

যদি অবসাদগ্রস্তই হ'য়ে থাক—
পার যদি, একটু হাস,
নন্দিত ভঙ্গীতে হাত-পা নাড় একটু,
চাও, গাও ও ব'লোও তেমনি ক'রে,
নন্দিত পদক্ষেপে নিজেকে
ব্যাপৃত ক'রে তোল—
সুচারু ও সুন্দর অভিব্যক্তির সহিত
সুষ্ঠু কোন ব্যাপারে—

প্ৰীতি-উচ্ছল পরিপূরণী কোন আদর্শে
কেন্দ্রায়িত আবেগে,
এমনতর পরিবেশের ভিতর
থাকতে চেষ্টা কর
যা'দের প্রেরণা তোমাকে
আশান্বিত ক'রে তোলে—
উৎসাহ-উদ্দীপনায়
তোমাকে কর্ম্মকুশলতায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে—
যা'র ফলে, কর্ম্মব্যস্ততায়
নিয়োজিত হ'তে পার,
দেখবে, ক্রমশঃই তোমার ও-ভাব
তিরোহিত হ'য়ে যাচ্ছে,
তুমি স্বস্থ হ'য়ে উঠছ। ১৮২২।
৬।২।৫০, বেলা ১২টা

কোন গুণকে
তোমার স্বভাবে অভ্যস্ত ক'রে
যদি তুলতে চাও—
মনে তোমার সে-ভাব
আসুক বা না-আসুক—
হাতেকলমে, ভঙ্গীতে
তুমি তা'র আবৃত্তি ক'রতে থাক,—
যেখানে যে-ব্যাপার উপলক্ষে
সেটার প্রয়োজন আছে মনে কর,
এমনি ক'রতে ক'রতে দেখবে—
ক্রমশঃ অন্তঃকরণে তোমার

ঐ ভাব দীপনা নিয়ে
জেগে উঠছে,
মনেও তা'র প্রতিফলন হ'য়ে
সত্তাকে তোমার নন্দিত ক'রে তুলছে। ১৮২৩।
৬।২।৫০, দুপুর ১২-১৫

তোমার ভাল আবেগ
ভাল কাজে যদি মূর্ত্ত না হয়—
তবে ঠিকই জেনো
তুমি হারালে তা'। ১৮২৪।
৭।২।৫০, বেলা ৯টা

যা'কে কোন বিষয় বা ব্যাপারে
উদ্বুদ্ধ ক'রতে চাচ্ছ বা ক'রছ—
তা'র বিপরীত বা অন্তরায়ী কোন প্রসঙ্গ
অবতারণা ক'রতে যেও না তখন,
তা'হলে তা'র মস্তিষ্কে
ঐ ব্যাপারের ছাপ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠবে,
যদি ক'রতে হয়—
যা'তে উদ্বুদ্ধ ক'রছ
তা'র অনুকূলে
নিরাকরণী, উদ্দীপনা-সমন্বিত যুক্তির সহিত
সহজবোধ্য ও সহজসাধ্য ক'রে
প্রতীয়মান ক'রে
তা'তে তা'কে উদ্যমী ক'রে তোল,
নয়তো, ব্যর্থ হবে তোমার প্রয়াস,

আর, সে যদি তোমার উসকানিতে
কাজেও লাগে—
ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা তা'রও
সে-কাজে ;
তাই, ব'লতে, ক'রতে—
খুব হিসাব ক'রে
সুদীর্ঘ দৃষ্টি নিয়ে
সুবিবেচনার সহিত চ'লো। ১৮২৫।
৮।২।৫০, দুপুর ১২-১৫

হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, খ্রীষ্টানই হোক—
বিশেষতঃ এই ভারতের
হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান,
আর যেই হোক না কেন—
প্রত্যেকেরই রক্ত সেই একই ভাণ্ডারেরই
বিভিন্ন গোত্রেরই অবতারণা ;
ধর্ম্ম
মানুষকে উৎসারণায় উদ্বুদ্ধ করে,
মানুষকে একতানে আবদ্ধ করে,
ধ'রে রাখে তা'র সত্তা—
কৃষ্টির পথে,
সত্ত্ব-সম্বর্দ্ধনায়,
ধৃতি-বিনায়নায়,
—ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যেতে থাকে
একটা সার্থক সমন্বয়ী সম্বর্দ্ধনী
উৎসারণায় ;

ধর্ম্ম

রক্তকে কলঙ্কিত করে না,

সংহতিকে ভেঙ্গে ফেলে না,

বরং সে

পরম একত্বে উন্নীত ক'রে রাখে

সবাইকে—

প্রত্যেকটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখে

বৈশিষ্ট্যপালী উৎসারণী অভিনন্দনে

পরম সত্তানুপূরক সহযোগিতায়

পারস্পরিক আত্মনিয়ন্ত্রণে,

শ্রমে, প্রস্তুতিতে,

উপচয়ী পরিপোষণী পরিপূরণে ;

এই রক্ত-সংহতিতে যা'রা সংঘাত আনে,

সম্বর্দ্ধনাকে যা'রা প্রবঞ্চিত করে—

সর্ব্বনাশা আত্মস্বার্থী আত্মম্ভরী

অভিযান নিয়ে,

মিথ্যার মুখে একটা সত্যের মুখোশ-পরা

বিচ্ছেদী বিকল্পনী বিদ্রোহ ও বিপ্লবের

উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করে,—

ভুলে যায় তা'রা

বা ইচ্ছা ক'রেই সে-চক্ষু আবৃত করে

যে

প্রেরিতপুরুষ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের

আধ্যাত্মিক রূপান্তরীণ পরিক্রমা—

সেই পরমপুরুষেরই একই বাণীবাহী

যন্ত্রস্বরূপ,

কোন একেরই নিন্দা মানে

প্রত্যেকেরই অবদলন ;
যা'রা এই বিচ্ছেদের বাণীবাহী
তা'রা কি ধ্বংসের দূত নয় ?
শয়তানের পূজারী নয় ?
রক্তের গ্লানি নয় ?
সৎ-ত্ব বা সতীত্বের ধর্ষী নয় ?

যদি মানুষ হও,
সত্তাকে যদি ভালই বাস,
ঈশ্বরের জীবন্ত বেদীর সম্মুখে
সম্বর্দ্ধনার পূজারী হওয়াটাকেই যদি
শ্রেয় মনে কর,
সার্থকই যদি হ'তে চাও ঈশ্বরে,—
তুমি হিন্দুই হও—
মুসলমানই হও—
খ্রীষ্টানই হও—
আর, যেই হও না কেন—
কিছুতেই এ-ব্যভিচারকে
বরদাস্ত ক'রবে না,
প্রাণের আকণ্ঠ ক্ষমতা দিয়ে
নিরোধ ক'রবে
তা'র প্রতিটি পদক্ষেপকে ;
যে রক্তকে অবজ্ঞা করে—
সে ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করে,
যে ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করে—
সে ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে,
সর্ব্বান্তঃকরণে
এই রক্তদ্রোহী ধর্ম্মদ্রোহী

ঈশ্বরদ্রোহী অভিযানকে
অবদলিত ক'রে তোল ;
হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, শিখ, জৈন,
আর যেই হোক, যা'ই হোক,—
সবাইকেই আমরা চাই—
যা'রা ঈশ্বরকে মানে,
পূর্য্যমাণ আদর্শপুরুষদিগকে মানে,
গোত্রকে অর্থাৎ পিতৃপুরুষকে মানে,
ঈশ্বরের একত্বে যা'রা বিশ্বাসী,
একায়তনী সমাবেশে যা'দের শ্রদ্ধা আছে,
সম্বর্দ্ধনী বৈশিষ্ট্যপালী আত্মনিয়ন্ত্রণে
যা'রা প্রবুদ্ধ,
সেই একেরই ঘরে সমাবেশ হ'য়ে
পারস্পরিক সহযোগিতার সহিত
প্রত্যেককে উন্নত ক'রে
জীবনে, সম্পদে, সেবা ও সাহচর্য্যে
আমরা বাঁচতে চাই,
বাড়তে চাই,
দুনিয়ায় স্বাধীনভাবে বিচরণ ক'রে
স্বস্তিসম্বোধি নিয়ে
জীবনকে উপভোগ ক'রতে চাই,
খেয়ে-প'রে-উপচয়ে
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনায়
যোগ্যতাকে আরোতর উদ্দীপ্ত ক'রে
আমরা বাঁচতে চাই—
বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে
ধৃতিতান্ত্রিকতায়

পালনে-পোষণে-পূরণে
সম্বৃদ্ধ ক'রে,
পরস্পর পরস্পরের সেবাসম্বর্দ্ধনাকে
উপভোগ ক'রে
দ্যুতি-উদ্দীপ্ত হ'য়ে
আমরা বাঁচতে চাই,
বাড়তে চাই,
জীবনকে উপভোগ ক'রতে চাই,
যা'রা এ-চাওয়ায় বিপর্য্যয় আনে—
ব্যাঘাত আনে—
বিধ্বস্তি নিয়ে আসে—
বিক্ষোভ নিয়ে আসে—
ভঙ্গুর ক'রে তোলে একে—
তা'দিগকে নিরোধ ক'রতে চাই,
স্তব্ধ ক'রতে চাই,
নিরস্ত ক'রতে চাই,
তা'দের প্রতিটি অগ্রসরকে
ব্যাহত ক'রতে চাই আমরা ;
দূরে কেন, সে তো বেশীদিন নয়—
যেদিন হিন্দু-মুসলমানের মিলিত চক্রান্তে
বাংলার নবাব সিরাজকে
মসনদচ্যুত ক'রে,
মৃত্যুমর্দ্দনে বিমর্দ্দিত ক'রে তা'কে,
ইংরাজকে সাহায্য ক'রে
তা'দের হাতে দেশকে তুলে দিয়েছিলাম,
সে পুণ্যই হোক আর পাপই হোক—

তা'দের আওতার ভিতরে দাঁড়িয়েও
হিন্দু মুসলমানকে ছাড়েনি,
মুসলমানও হিন্দুকে ছাড়েনি,
সেই না-ছাড়াই কি আজকে
এমন আত্মঘাতী বিপ্লব
ও ক্রুর উদ্দীপনা সৃষ্টি ক'রেছে?
ব্যভিচারের বীভৎস লীলার
পৈশাচিক নাচনে
মত্ত ক'রে তুলেছে মানুষকে?
আমাদের জানা ছিল—
মুসলমান হিন্দুকে ত্যাগ ক'রতে পারবে না,
হিন্দুও মুসলমানকে ত্যাগ ক'রতে পারবে না,
যে-মতবাদের যে-ই পূজারী হোক না কেন—
যে-কোন আশ্রমের যে-ই হোক না কেন—
তা'রা পরস্পর পরস্পারের সতীর্থ;
আজকার এদিনে
সন্দেহসঙ্কুল হৃদয় যদিও—
সে-জানাটা ক্ষতবিক্ষত যদিও—
কিন্তু বুঝ এখনও উঁকি মারে,
প্রচেষ্টা এখনও এমন দিন আনতে পারে
যা'তে আমরা সবাই সেদিনকে
'স্বাগতম্' ব'লে ডেকে
অভিনন্দন জানাতে পারি। ১৮২৫ (ক)।
৮।২।৫০, রাত্রি ১০টা

যা'রা ঈশ্বরকে মানে—
আদর্শপুরুষকে মানে—

ধর্ম্মকে মানে—
অনুসরণ করে সাধ্যমত—
তা' সত্ত্বেও তা'দের যা'রা
ম্লেচ্ছ, কাফের বা হেদেন ভাবে বা বলে—
বুঝতে হবে, সেই তা'দের মধ্যে
ম্লেচ্ছ, কাফের বা হেদেন ভাবেরই
অভিব্যক্তি বেশী,
এক লহমায়
তা'রা দুষ্কর্ম্মপ্রবণ হ'তে পারে। ১৮২৬।

৯।২।৫০, বেলা ৯-৪০

সুষ্ঠু-সম্বর্দ্ধনী যৌন-সংশ্রবের ভিতর-দিয়ে
সুষ্ঠু সঙ্গতিপূর্ণ জৈব-সংস্থিতি
লাভ করার উপরই
মানুষের বৈশিষ্ট্য ও তা'র পরমায়ুর
অর্থাৎ বেঁচে-থাকার দীর্ঘত্ব
নির্ভর করে বেশী। ১৮২৭।

৯।২।৫০, বেলা ১০টা

তুমি যখন সুনিষ্ঠ অনুরাগ নিয়ে
তোমার ব্যবহার ও চরিত্রকে
তাঁ'তে—
ঐ ইষ্টপুরুষে—
অনুরঞ্জিত ক'রে তুলতে থাক,—
প্রবৃত্তিগুলি যখন তোমার
অনুরাগ-উদ্দীপনায় কেন্দ্রায়িত হ'য়ে

সার্থক সামঞ্জস্যে
ঐ প্রেরণায় অভিদীপ্ত হ'য়ে
একটা অন্বিত বোধি-সংহতি নিয়ে
ক্রিয়াশীল হ'য়ে চ'লতে থাকে,—
সেই অনুপ্রেরণার প্রতিক্রিয়ায়
পরিস্থিতিও
অনাহূতভাবে
বিশেষ-বিশেষ ব্যবহার ও সঙ্গতি নিয়ে
তোমার দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে,
তোমার যোগ্যতা
বোধ-কুশলকৌশলে
যতই যেমনভাবে তা'কে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
স্বস্থ ও সংহত ক'রে তুলতে পারে—
আশীর্ব্বাদ-উদ্দীপ্ত বিভূতিও তোমাকে
সেইরূপ সেবার উপঢৌকনে
নন্দিত ক'রে চ'লবে,
আর, ওখানেই হ'চ্ছে—
তোমার ভগবান
তোমার কাছে তেমনতরই
অহৈতুক কৃপাসিন্ধু;
তাই, গীতায় ভগবান ব'লেছেন—
"তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"। ১৮২৮।
৯।২।৫০, রাত্র ১১টা

সুনিষ্ঠ, অচ্যুত অনুরাগ
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
যা'র জীবন ও জগৎকে অন্বিত ক'রে

বাক্, ব্যবহার ও চরিত্রকে
বোধি-উচ্ছলতায়
উজ্জ্বল ক'রে তুলতে পারেনি—
আলোকিত ক'রে তুলতে পারেনি,—
শিক্ষার দুন্দুভি যতই নিনাদমুখর
হোক না কেন—
তমসার অন্ধকার মর্ম্মান্তিক হ'য়ে
আত্মম্ভরিতার দাম্ভিক দৈন্যে
মর্ম্মঘাতী ক'রে তোলে তা'কে ;
তোমার শিক্ষার তক্‌মা
ডায়মন্-কাটা যতই হোক না কেন,
তা'তে যদি ঐ আলোকপাত না হয়—
তবে তুমি যে-তিমিরে সেই তিমিরে। ১৮২৯ ।
৯।২।৫০, রাত্র ১১-২৫

যা'রা আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্‌গ্রীব—
তা'রা নিজের বিপরীত দিকেই
নিজেকে স্থাপন করে,
ফলে, আজীবন ঢুঁড়ে-ঢুঁড়ে
ফক্কাবাজীকেই আহরণ করে ;
ইষ্টপ্রতিষ্ঠা বা প্রিয়প্রতিষ্ঠা
যা'দের অন্তঃকরণের মুখ্য আগ্রহ—
তা'রা ঐ ইষ্ট বা প্রিয়র
জীবন্ত বেদীর সম্মুখেই
নিজেকে স্থাপন ক'রে
ঐ প্রিয়ানুগ বা ইষ্টানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণে
নিজেকেই অমর ক'রে তোলে—

ঐ প্রতিষ্ঠাই তা'দিগকে
মহিমাময় প্রতিষ্ঠায়
প্রতিষ্ঠিত ক'রে তোলে। ১৮৩০।
১০।২।৫০, বেলা ১টা

তুমি পোষ্য একজনের—
কিন্তু তোমার সেবা-সানুকম্পী দরদী সম্বর্দ্ধনা
অন্যের প্রতি,—
এইটে যখন দেখতে পাবে—
যে প্রবৃত্তির টানেই হোক—
এমনতর ঝোঁক-সন্দীপ্ত তুমি
বুঝে রেখো—
দুর্ভাগ্য বিকৃত উদ্দীপনায়
বহুরূপী ঢং-এ
তোমার দিকে এগিয়ে আস্‌ছে,
পার তো সাবধান হও,
পালকের প্রতি সুনিষ্ঠ অনুরাগ রেখে
তা'কে সম্বর্দ্ধনায় উপচয়মণ্ডিত ক'রে
অন্য যা'র জন্য যত ক'রতে পার
তা'ই কিন্তু ভাল,
নতুবা, ডাইনীর মর্ম্মন্তুদ নিবিড় আকর্ষণ হ'তে
রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা কমই। ১৮৩১।
১০।২।৫০, রাত্র ৭-৩০

তুমি তাঁ'র জন্য যদি সমস্তও হারাও—
সার্থক উৎফুল্ল উদ্দীপনায়
জীবন্ত ক'রে তাঁ'কে চরিত্রে,—

রকম-বেরকমে শতগুণে তা' পাবে,
আর, নিজের ভোগ ইন্ধনে যদি ঐ কর
রকম-বেরকমে তা' যাবে—
একটা ফাঁকা নিরর্থক ব্যর্থতায়
বেদনাদায়ক সান্ত্বনাবিহীন আপসোসে। ১৮৩২ ।
১০।২।৫০, রাত্রি ৯টা

প্রীতি যেখানে বাধ্যতামূলক
বা শুধু তোয়াজের উপর প্রতিষ্ঠিত—
তা'র সত্তা সন্দেহযোগ্য। ১৮৩৩ ।
১০।২।৫০, রাত্রি ১০টা

তোমার যোগ্যতা
যেখানে বা যা'তে ফুটে ওঠে
ইষ্টানুগ বর্দ্ধনায়—
সেই অবস্থান বা বাদই
তোমার আকাঙ্ক্ষ্য হওয়া উচিত,
আর, তা'ই তোমার শ্রেয়ঃ—
অর্থ তা'তে কমই মিলুক বা
বেশীই মিলুক। ১৮৩৪ ।
১১।২।৫০, বেলা ১০-১৫

ধর্ম্মাচরণ মানুষকে
তা'র পরিবেশ নিয়ে
সংহত তো ক'রে তোলেই—
সত্তায়—সম্বর্দ্ধনায়,
আত্মানুসন্ধিৎসু সেবা-সহযোগী উৎসারণায়

সম্বুদ্ধ ক'রে প্রতিপ্রত্যেককে,
আরও সংশ্লেষী বিশ্লেষণে
পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেককে
পর্য্যালোচনায়
তা'র অন্তর্নিহিত সত্ত্বকে নির্দ্ধারণ ক'রে
লোককল্যাণী পরিপালন, পরিপোষণ,
পরিরক্ষণের লওয়াজিমা
সংগ্রহ ক'রে থাকে,
মানুষকে ক'রে তুলতে চায় সে
'অমৃতস্য পুত্রাঃ'—
পূরয়মাণ আদর্শপুরুষে সশ্রদ্ধ অনুরাগে
কেন্দ্রায়িত ক'রে
সক্রিয় সম্বর্দ্ধনী নিয়ন্ত্রণে,
এমনি ক'রেই সে বিবর্ত্তনের দিকে
পা ফেলে-ফেলে
এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে—
বৈশিষ্ট্যপালী শিষ্ট সমাহারে। ১৮৩৫।

১২।২।৫০, বিকাল ৫-৪৫

যদি তাঁ'কে চাও তো
নিজেকে অস্বীকার কর—
আ'র, তাঁ'কে প্রতিষ্ঠা কর তোমাতে
সর্ব্বতোভাবে। ১৮৩৬।

১২।২।৫০, রাত্র ৭-৫০

লোকের সুবিধা-অসুবিধা
যতক্ষণ উপলব্ধি ক'রতে পারছ না,

নিরাকরণপ্রয়াসী হ'য়ে
সক্রিয় সেবা-সৌষ্ঠবে
পোষণপ্রচেষ্ট হ'তে পারছ না
তোমার আবেদন উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে
এমনতরভাবে,—
তোমার যাচ্ঞা নিরর্থক হবে
প্রায়শঃই কিন্তু। ১৮৩৭।
১৩।২।৫০, সকাল ৯-১৫

পেছটানের প্রয়োজন
কর্ত্তব্যের ধান্ধা নিয়ে
নাছোড়বান্দা হ'য়ে
যতই তোমাকে আগলে ধ'রে চ'লবে—
নিয়তির কুট ভ্রূকুটি
তা'র শাসনসন্দীপ্ত কটাক্ষ থেকে
তোমাকে রেহাই দেবে কিন্তু কমই,
সম্মুখের সুডাকে এগিয়ে যাও
কেন্দ্রায়িত ইষ্টানুগ চলনে—
সার্থকতাকে অদূরেই দেখতে পাবে। ১৮৩৮।
১৩।২।৫০, বেলা ৯-২৪

তোমার প্রতি যা'র মমতা নাই—
তোমার কোন-কিছুতেই
তা'র মমতাও নাই,—
দরদভরা দায়িত্বও নাই,
যদি কিছু থাকে

তা' আত্মসাৎ করার ভণিতাগীতি মাত্র;
ঠিক বুঝে রেখো
তোমার প্রতি যা'র মমতা—
তোমার যা'-কিছুর প্রতিও তা'র তেমনি,
আর, সে তা'র নিজ স্বার্থ বিবেচনায়ই
তা' ক'রে থাকে,
কারণ, তুমিই তা'র মমত্বের স্বার্থ। ১৮৩৯।
১৩।২।৫০, রাত্র ১১·১০

ভীমকর্ম্মা হ'য়েও দূরদৃষ্টির ব্যবস্থাকে
অবজ্ঞা ক'রে যা'রা চলে—
অপচয়ই প্রায়শঃ তা'দের
উপঢৌকন হ'য়ে আসে। ১৮৪০।
১৪।২।৫০, বিকাল ৪-৪৪

তুমি যা'তে যেমনতর শ্রদ্ধাবান
সক্রিয়ভাবে—
তোমার প্রকৃতিও সেই ধাঁজেরই। ১৮৪১।
১৪।২।৫০, রাত্র ৭-১০

যে-বাদ নিয়েই চল না কেন,—
তা' যদি তোমার ইষ্টনিষ্ঠাকে
প্রাঞ্জল, প্রাণমণ্ডিত ক'রে না তোলে—
সক্রিয় এককেন্দ্রিক উচ্ছলতায়
অচ্যুতভাবে,—
তা'তে সপরিবেশ তোমার

ক্ষতি ও হয়রানি ছাড়া
আর কিছুই হবে কিনা সন্দেহের। ১৮৪২।
১৪।২।৫০, রাত্রি ৭-১৫

বিগত পূরয়মাণদের প্রতি
তোমার যে নিগূঢ় শ্রদ্ধা
বর্ত্তমান যিনি তাঁ'তে নিয়োজিত হ'য়ে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
বাস্তবতায় তাঁ'দিগকে যদি
ঐ জীবনে মূর্ত্তিমান না দেখতে পারে—
যা'র প্রতিফলন তোমার জীবনকে
জাজ্জ্বল্যমান ক'রে তোলে
এককেন্দ্রিক আনতি নিয়ে,—
সে-শ্রদ্ধা বন্ধ্যা ও বিভ্রান্তির। ১৮৪৩।
১৪।২।৫০, রাত্রি ৭-৩০

কাম যেখানে অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা
অনর্থ ও স্বার্থসন্ধিৎক্ষুতার অনুচর—
তা' কিন্তু ক্ষয় ও ক্ষতিতে
ব্যক্তিত্বেরই অপলাপ আনে। ১৮৪৪।
১৫।২।৫০, রাত্রি ৭-৪৫

তোমার প্রতি কা'রও মমত্বে
হানা দিতে যেও না,
নষ্ট ক'রো না তা' তুমি
অবাঞ্ছিত বিরোধ বা বিতৃষ্ণা সৃষ্টি ক'রে
—দরদী বান্ধব হারাবে,

তোমার স্বার্থে স্বার্থান্বিত,
দরদী, দায়িত্বশীল, অনুকম্পী,
প্রীতিপ্রসন্ন এমনতর কেউ
থাকবে না তোমার কিন্তু ;
তোমাতে মমত্ববান যেই হ'ন
বা যাঁ'রাই হ'ন—
যত পার সেবা-সহযোগিতা,
সানুকম্পী সদ্ব্যবহারে
পরিপোষণ ক'রো,
দায়িত্ব নিয়ে স্বার্থ হ'য়ে উঠো তাঁ'দের—
বান্ধবহারা কমই হবে। ১৮৪৫।
১৬।২।৫০, বেলা ১০-২৫

যতক্ষণ স্বার্থ বা লিপ্সার সঙ্গে
সংঘাত না বাধে—
ততক্ষণ সবাই ভাল,
তা'র উপর কা'র কতখানি
আধিপত্য আছে
তা' বোঝা যায় তখনি
যখন ঐ সংঘাত
বিরাগ ও বিদ্বেষ পরবশ ক'রে না তোলে
—নিয়ন্ত্রণী ধৈর্য্যে
ইষ্টানুগ ন্যায় ও নীতির অনুসরণে। ১৮৪৬।
১৬।২।৫০, বেলা ১১-২০

বিচ্ছিন্ন অকিঞ্চিৎকর অসম্বন্ধ জ্ঞান
কদর্য্যত্বের সহজ সাথিয়া হয়,

কারণ, তা'র দূরদৃষ্টি
বিকৃত ধারণায় বিবদ্ধ। ১৮৪৭।
১৬।২।৫০, বিকাল ৫টা

কাজে কথায় না থাকলে মিল
সহযোগে পড়েই ঢিল। ১৮৪৮।
১৬।২।৫০, রাত্র ৬-৫০

শুভ যা' তা', সুষ্ঠু যা' তা'—
না ক'রলে হয় বুদ্ধি ভোঁতা। ১৮৪৯।
১৬।২।৫০, রাত্র ৮-১৫

আমি যে-আদর্শ
তোমাদের সামনে স্থাপন ক'রেছি,
আমি যে-আদর্শের কথা
তোমাদের কাছে ব'লেছি—
তা'তে নিষ্ঠা, অনুরাগ
ও অনুসরণের
অল্পই হোক, বিস্তরই হোক
যতখানি আন্তরিকতা নিয়ে
সক্রিয় অভিব্যক্তি দেবে
ইষ্টানুগ সহযোগ-স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে,
—তোমাদের ধ্বংস ক'রতে পারবে না
কেউ দুনিয়ায়,
সাবাড়ে নিয়ে যেতে পারবে না
কেউ দুনিয়ায়,

আর, প্রত্যেকটি ব্যষ্টি
অভ্যস্ততায় স্বতঃ হ'য়ে উঠলে
প্রীতি-উদ্দীপনা
এমন যুগ আবাহন ক'রবে
যেদিন শাসকের প্রয়োজন নাও হ'তে পারে,
সত্য, ন্যায়, অহিংসা
ও পরাক্রমদীপ্ত স্থৈর্য্য
মূর্ত্ত হ'য়ে থাকবে তোমাদের সবার ভিতর,
ধর্ম্ম ধৃতির চুম্বনে
তোমাদের সবাইকে আগলে ধ'রবে,
কৃতযুগ বা সত্যযুগের মলয় হাওয়ায়
অভিষিক্ত হ'য়ে
তোমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল গেয়ে উঠবে—
'শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'—
স্বাতন্ত্র্য-সম্বর্দ্ধনী সহযোগী অভিদীপ্তি নিয়ে ;
আর, এটা যদি ভেঙ্গে দাও
বা ভেঙ্গে যায়
রাখতে না পার ধ'রে
কৃতি-সৌধ ভেঙ্গে গিয়ে
পর্য্যুদস্ত কৃষ্টি
বিভ্রান্তিতে টুকরো-টুকরো হ'য়ে
সংহতি ও সহযোগ
বিধ্বস্ত ও বিকৃত হ'য়ে
সংহতিহারা এই জৈবী-সংস্থিতির
সর্ব্বনাশে আত্মনিমজ্জন করা ছাড়া
উপায়ই থাকবে না । ১৮৫০ ।

১৬।২।৫০, রাত্রি ১০টা

যে-জাতিই হোক—
যে-ধর্ম্মের ধর্ম্মীই হোক না কেন কেউ—
যা'রা পঞ্চবর্হিকে স্বীকার করে
সপ্তার্চ্চির অনুসরণ করে—
তা' যে-কোন প্রকারেই হোক না কেন,
বিবাহে প্রজননবিধি যা'দের অনুলোমক্রমিক,
পরিপোষণী ও পরিপূরণী কুলসংস্কৃতি
ও ব্যক্তিগত প্রকৃতি-অনুপাতিক পরিণয়ে
যা'রা শ্রদ্ধাশীল,
পূরয়মাণ পূর্ব্বতনদিগকে স্বীকার ক'রে
নিজের অনুসৃত প্রেরিতপুরুষ
ও বর্ত্তমান পুরুষোত্তমকে
—গ্রহণ ও বহনোন্মুখ যা'রা,—
সবারই বিশেষতঃ আর্য্যদের কাছে
তা'রাই আচরণীয়,
সমাজ-সঙ্ঘের অঙ্কে তা'দের স্থান অব্যাহত,
সংহতির সৌহার্দ্দ্য-বন্ধন
তা'দেরই স্বতঃ-সন্দীপ্ত। ১৮৫১।
১৭।২।৫০, বেলা ১০টা

মানুষকে ঘৃণা করা ভাল না—
পাপকে ঘৃণা কর,
মানুষকে ভালবাস,
পার তো, পাপ থেকে মুক্ত ক'রে তোল—
ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হবে
তোমার উপর। ১৮৫২।
১৭।২।৫০, বেলা ১০-৩০

তোমার দাম্ভিক আত্মম্ভরিতা
লিপ্সার উপাসনায়
ভক্তির অভিনয়ে
কাপট্য নিয়ে
যতই যা'ই করুক না কেন—
তোমার নিষ্ঠা ব্যভিচারিণী,
প্রবৃত্তি-সংক্ষুব্ধ,
আজ যে তোমার ভগবান
কাল তোমার কাছে সে শয়তান,
আজ যে ঠাকুর তোমার কাছে
কাল সে কুকুর,
তাই, ভক্তির ব্যবসা নিয়ে
ভাক্তিক উপকরণে
লিপ্সা বা আত্মস্বার্থের সংঘাতে
পা ঢেলে দিয়ে চলাই
যদি তোমার চাহিদা হয়—
নরক নারকীয় অভিনয়ে
তোমার কাছে রকম-বেরকমে
যে আবির্ভূত হবে—
তা'তে আর বাধা কী?
এখনও সাবধান হও,
'সত্যং, শিবং, সুন্দরম্'-এ জাগ্রত থাক—
সক্রিয় সজাগ জাগরণে। ১৮৫৩।
১।১২।৫০, বিকাল ৫-৪৫

আমি যা' বলি, সে-বলাটা হয়তো
তোমার কাছে ভাল লাগতে না পারে,

উচ্ছৃঙ্খল সমালোচনায়
তা'কে হয়তো বিদীর্ণ ক'রে দিতে পার,
প্রবৃত্তিনিবদ্ধ, বিষাক্ত বাক্‌চাতুর্য্য
তা'কে হয়তো তছনছ ক'রে দিতে পারে,—
কিন্তু প্রকৃতি তোমার
সে-প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলনে
রূপায়িত হ'য়ে সাড়া দেবেই কি দেবে;
সত্য যা'
জীবনীয় যা'
সম্বর্দ্ধনীয় যা'—
সত্তাই তা'র পূজার অঞ্জলি সংগ্রহ করে,
মানুষ বোধি নিয়ে প্রবুদ্ধ হ'য়েই চ'লতে চায়—
আর, বিদ্যা সেখানেই। ১৮৫৪।
১৭।২।৫০, বিকাল ৫-৫৫

ভক্তিভাব ভাল—
তা' যদি সক্রিয় সেবাসম্বর্দ্ধনী হ'য়ে চলে,
নয়তো তা' বন্ধ্যা,
তোমার যা'-কিছু আছে—
আর, যা'-কিছু পাও—
সব তা' দিয়েই
তাঁ'র সেবা ক'রো
লক্ষ্য রেখে—
তোমার সেবা যা'তে
সার্থক হ'য়ে ওঠে তাঁ'তে,
তপও তিনি, জপও তিনি, সিদ্ধিও তিনি,

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষও তিনি ;
তোমার হিসেব-নিকেশে মত্ত না হ'য়ে
সেবায় তাঁকে প্রীত করার আকাঙ্ক্ষাকে
বাস্তবতায় সক্রিয় ক'রে
তা'ই মূর্ত্ত ক'রে তুলো,
বেঁচে থাক চিরদিন—
আর, সে-থাকাটা তাঁ'রই সেবা-উপভোগে,
তোমার কিছু হোক বা না-হোক—
পাও বা না-পাও—
তা'র তোয়াক্কা রেখো না,
অচ্যুত হ'য়ে চল তাঁ'তেই তুমি। ১৮৫৫।
১৭।২।৫০, রাত্রি ৮টা

তুমি তাঁ'কে চাও,
তাঁ'রই অনুসরণ কর,
আর, এই চাওয়া ও অনুসরণে
যেন দৈন্য না থাকে,—
যা'-কিছু সবই
তোমাকে সেবা ক'রে ধন্য হবে। ১৮৫৬।
১৭।২।৫০, রাত্রি ৮-২০

কাম যেখানে অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা,
অসন্তোষ, অসম্ভ্রম, আক্রোশ
বা সেবা-বিমুখতার স্রষ্টা—
তা' কিন্তু বিভ্রতি ও বিধ্বস্তিরই দূত। ১৮৫৭।
১৮।২।৫০, রাত্রি ১০টা

যা'-কিছু ক'রেছ
সে-সবগুলিই তোমার মাথায়
রেখাপাত ক'রে রেখেছে,
আর, তা' হ'তে যে-ব্যুৎপত্তি জ'ন্মেছে—
অজানায় অসাড় হ'য়ে—
সেগুলি তোমাকে সঞ্চালিত ক'রে চ'লেছে,
আর, এই রকমই তা'রা ক'রতে থাকবে
যতক্ষণ সক্রিয় ও স্বকেন্দ্রিক হ'য়ে
তুমি কা'রও নিয়ন্ত্রণে
নিয়ন্ত্রিত না হ'চ্ছ,
ইষ্টানুগ চলনই তোমার পক্ষে
সত্তাপোষণী চলন। ১৮৫৮।
১৮।২।৫০, বেলা ১২টা

সহ্য, সেবা, সহযোগিতা
ও স্মিত ধৈর্য্যসমন্বিত ব্যবহারের ভিতর-দিয়েই
মানুষের মমতা আহরণ করা যায়,
আর, তা' যদি ইষ্টানুগ না হয়—
সংহতি সৃষ্টি ক'রতে পারে কমই,
বিপর্য্যয়ী বিচ্ছিন্নতাই আহরণ করে বেশী,
এ যা'র নাই তা'র যা'ই থাকুক
'কেউ নাই' হ'য়ে পড়ে,
তা'র দরদী, দায়িত্বশীল, সানুকম্পী বান্ধব ব'লে
কেউ থাকে না,
এতে যা'র যত দৈন্য
সে তত সঙ্গ ও স্বার্থহারা। ১৮৫৯।
১৮।২।৫০, বিকাল ৫-৩০

প্রতিবেশীকেও তেমনি ভালবেসো
যেমন তোমার সন্তান-সন্ততি
আত্মীয়-স্বজনকে ভালবাস—
তা'দের স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
ক্ষমা ও দয়ায় দরদী হ'য়ে। ১৮৬০।
১৮।২।৫০, রাত্রি ৮-৫০

হৃদয় যাদের দীর্ণ ক'রেছ—
উৎফুল্ল ক'রে তোল তা'দের আগে,
অন্তর তা'দের জোড়া লাগিয়ে দাও—
পরে প্রার্থনায় যাও। ১৮৬১।
১৮।২।৫০, রাত্রি ৮-৫৫

দৈন্য তোমার নাই—
দুর্দ্দশাগ্রস্ত কেন হবে তুমি?
বিধ্বস্তির ক্রীড়নক হ'য়ে
জীবনটাকে মুদ্রিত ক'রে চলার জন্য
তুমি কি জ'ন্মেছ?—
তা' নয়—
বরং শাশ্বত জীবন নিয়ে
সত্ত্ব-উপভোগের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে আরোর পথে চালাতে;
হাতেকলমে যা' ভোগ ক'রছ
তা' কিন্তু ভ্রান্তি,
প্রবৃত্তি-অভিভূতি-প্ররোচনা-প্রেরণায়
স্বেচ্ছায় যা' যা' ক'রেছ—
সেগুলি তা'র প্রত্যেকটি ছন্দ নিয়ে
তোমার মস্তিষ্কে মজুত আছে,

আর, সেইগুলি তোমার ভিতরে
এমনতর নির্ঘাত ব্যুৎপত্তি সৃষ্টি ক'রেছে
যা'কে এড়িয়ে চ'লবার বোধই তোমার
উদ্দীপ্ত হ'তে দেয় না—
তেমনি ক'রেই তুমি বল,
তা'ই ভাব,
তা'ই কর,
আর, এই করার ভিতর-দিয়ে
সেই বোধ নিয়ে যা' আহরণ কর—
সেগুলি হ'য়ে থাকে তোমার চালক,
বিকৃত স্বার্থসন্ধিক্ষু রুগ্নমনা ক'রে ফেলে
তোমাকে,
তোমাকে যে পোষণ করে
তাঁ'কে পুষ্ট ক'রতে তুমি নারাজ—
হ'য়েই ওঠে না যেন তা',
পরিস্থিতি তোমাকে পায় না—
তা'দের স্বার্থের সংরক্ষণে, সেবাসম্বর্দ্ধনায়
তেমন ক'রে—
যা'তে তোমাকে দিয়ে
তা' উপভোগ ক'রতে পারে,
তুমিও তা'দের হ'তে তা'তে বঞ্চিত হও,
আর, এই বঞ্চনাই মূলধন হ'য়ে
ক্রমাগত তোমাকে বঞ্চিত ক'রে চ'লেছে ;
চাও তো,
তোমার যা'-কিছু সব ঝেড়ে ফেল,
অটুট ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে
তোমার যা' আছে তা'ই নিয়ে

পুষ্টি ও পরিপোষণে পরিবেশের সেবা কর
সক্রিয়ভাবে—
প্রত্যাশারহিত হ'য়ে
ইষ্টানুগ পথে,
কিছুদিন চ'লতে-চ'লতে দেখতে পাবে—
তোমার জীবনের চাকা ঘুরে গেছে,
তুমি চ'লছ উদ্বর্দ্ধনার দিকে—
এমন একটা উদ্বোধনা নিয়ে
যে-উদ্বোধনার আবেগে তোমা হ'তে
সেবাসম্বর্দ্ধনা, প্রতিপ্রত্যেকের স্বার্থ
এমন ক'রে মাপাবে—
তা'দের স্বার্থকে সুপুষ্ট করাই
নিজেদের স্বার্থ—এই প্রেরণায়—
যা'তে
তা'রা পুষ্ট হ'য়ে
তোমাতে অন্বিত হ'য়ে উঠবে
একটা সার্থক সমাবেশে,
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ
তোমার কাছে হস্তামলকবৎ হ'য়ে উঠবে,
—তাই, গীতায় ভগবান ব'লেছেন
"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। ১৮৬২।
১৯।২।৫০, বিকাল ৫টা

চিন্তা, ভাব, গবেষণা,
তপ, জ্ঞান ও অনুভূতি ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে
বা যে-কোন রকমে

যে-কোন কিছুতে
বিশ্বের যা'-কিছু ব্যষ্টি ও সমষ্টির
অন্বিত ফলস্বরূপ
যখন সেই বাসুদেবকে জানতে পারে যে—
সক্রিয় সমন্বয়ী সার্থকতায়,—
উদাত্ত আহ্বানে সে-ই ব'লতে পারে
"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি,"
আর, তেমনতর মহাত্মা সুদুর্লভই বটে। ১৮৬৩।
১৯।২।৫০, রাত ৮টা

তুমি যা'র স্বার্থ হ'য়ে উঠতে পার নাই
তা'কে তোমার স্বার্থ ক'রতে চাও—
তা' কি ধৃষ্টতা নয়?
আর, ঐ ধৃষ্টতাই ধূর্ত্ত কৌটিল্যে
সবহারা ক'রে তুলবে তোমাকে
প্রাকৃতিক চাতুর্য্যে। ১৮৬৪।
১৯।২।৫০, রাত ১১টা

কাউকে যদি শ্রেয়ই ব'লে জান,
আর, স্ত্রীই যদি হ'তে চাও তা'র—
তবে তোমার অন্তরের কানায়-কানায়
স্তুতিই যদি অচ্যুত হ'য়ে
সেবাসৌকর্য্যে
সক্রিয় হ'য়ে না উঠতে পারে
তেমনতর,—
তবে তা' বিড়ম্বনারই কিন্তু;

সাবধান থেকো—
ভাব-আবেগী প্রহেলিকার কুহক থেকে। ১৮৬৫।
১৯।২।৫০, রাত্রি ১১-১০

তোমার কেন্দ্রায়িত আস্থা
যতই তীব্র হ'য়ে উঠবে—
একটা গাম্ভীর্য্য নিয়ে
সক্রিয় সহজ অভিব্যক্তিতে
অর্থাৎ, ঐ আস্থার বিপরীত কল্পনার
আবির্ভাব হবারও
অবসর না পেয়ে উঠবে যতই—
যে-ব্যাপারেই হোক না কেন—
সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে ততই,
এমন-কি, দুরারোগ্য রোগ
আধিব্যাধি হ'তেও
অমনতর আস্থাবান বিশ্বাসী
অলৌকিকভাবে রেহাই পেয়ে থাকে প্রায়শঃ ;
আস্থা বা বিশ্বাসটাকে
যতই অমনতর সহজ ক'রবে—
সহজ, সক্রিয়, শ্রদ্ধা-উদ্দীপী, আকর্ষণী
অভিব্যক্তি, বাক্ ও ভঙ্গী নিয়ে,—
সন্ধিৎসা, বোধ ও বিবেচনা ততই
সহজ ও সক্রিয় হ'য়ে উঠবে,
সাফল্যের দিকেও এগিয়ে যাবে ততই। ১৮৬৬।
২০।২।৫০, বিকাল ৪-৩৫

যে-বাদই হোক, দর্শনই হোক
বা বিজ্ঞানই হোক

অব্যয়ী-প্রজ্ঞ অদ্বয়ী এক-এ
যা' সশ্রদ্ধ অনুরাগ-উদ্দীপী কেন্দ্রায়িত
সার্থক সন্ধিৎসা-বিহীন—
তা' প্রায়শঃই একদেশদর্শী
সত্তাসম্বর্দ্ধনার পরিপূরণী নয়কো,
ভ্রান্তি ও বিপর্য্যয়েরই আধিপত্য
সেখানে বেশী,
কারণ, কেন্দ্রায়িত সার্থক সংহতির
অপলাপ সেখানে,
সম্বর্দ্ধনী বিবর্ত্তনও সেখানে
সংহতি-চলনে চলে না—
সার্থক সমবায়ী সমন্বয়ী পরিবেশে
অন্বিত হ'য়ে,
তাই, বুঝে যা' হয় ক'রো। ১৮৬৭।
২১।২।৫০, বেলা ৮টা

আর্য্য! তোমরা দেবজাতি,
মাতৃশক্তি তোমাদের প্রসূতি—
অবজ্ঞা ক'রো না তাঁ'কে,
অবমাননা ক'রো না তাঁকে,
হ'তেও দিও না তা',
ব্যভিচারের পূতিপঙ্কে
অপবিত্র ক'রে তুলো না তাঁ'র আসন,
এই প্রসূতি যদি অবজ্ঞাত হন—
সংস্কৃতিবঞ্চিত হন—
বোধনে জাগ্রত না ক'রে তোল তাঁ'কে—

পৈশাচিক কলঙ্কে
তাঁ'কে কলঙ্কিত ক'রে তোল—
—জীবনের আসন ট'লে যাবে,
হত্যায় আত্মাহুতি দিতে হবে,
প্রকৃতির বিপর্য্যয়ী কটাক্ষ
রোষনেত্রে তোমাকে নিঃশেষ ক'রে তুলবে,
তাই, সশ্রদ্ধ সেবানুকম্পিতায়
প্রসন্ন ক'রে তোল তাঁকে,
তোমার চিন্তা দিয়ে
চরিত্র দিয়ে
সদ্ব্যবহারে বিচ্ছুরিত ইষ্টনিষ্ঠ
অনুরাগোদ্দীপনায়
সংস্কৃতির বোধি নৈবেদ্যে
তাঁ'কে পূজা ক'রে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল,
বৈশিষ্ট্যপালী অঘমর্ষী মন্ত্রে
প্রবৃত্তির ঘৃণ্য ধ্বান্তরাশিকে
তাঁ'র চরণে বলি দিয়ে
সেই জগদ্ধাত্রী দুর্গতিনাশিনীর
স্বতঃ-স্বাভাবিক মূর্ত্তিকে অবলোকন কর
তোমারই ঘরে—তোমারই গৃহস্থী মণ্ডপে,
পাপকে নিরোধ কর,
পুণ্যে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠুক তোমার অন্তর,
তুমি দীপ্ত হও,
তৃপ্ত হও,
দৃপ্ত হও,
স্বর্গের দীপালি-আশিসে

তুমি তোমার সব পারিপার্শ্বিক নিয়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠ। ১৮৬৮।
২১।২।৫০, রাত্র ৭-২৫

যে-সমাজ
আর্য্যীকৃত যা'রা তা'দিগকে
কৌলিক ও ব্যক্তিগত অন্বিত
গুণব্যঞ্জনা দেখে
সংস্কৃতিপ্রবুদ্ধ সদাচার-নিয়ন্ত্রণে
সমাজের উপযুক্ত স্থানে স্থান দিয়ে
বিহিতভাবে আচরণীয় ক'রে
অনুলোমক্রমিক পরিণয়-সংস্কারে
সামাজিক সম্বন্ধে
আত্মীকৃত ক'রে না নেয়,—
দিন-দিনই তা'রা শীর্ণ হ'তে থাকে,
আর, নূতন উদ্গময়নী
সারীভূত রজঃ না পেয়ে
প্রজননও ক্রমশঃই
দুর্ব্বল হ'তে থাকে,
—তা' থেকে সংহতি,
শক্তিসৌষ্ঠব ও বোধি-উপাদান
যা' দিয়ে
জৈবী-সংস্থিতি বীর্য্যবান হ'য়ে ওঠে—
ক্রমশঃই তা'রও অপলাপ ঘ'টতে থাকে,
ফলে, রাষ্ট্র, সমাজ ও সম্প্রদায়
একটা ক্ষয়িষ্ণু চলনে

ক্রমপদক্ষেপে অবনতির পথেই
বিচরণ ক'রে চলে। ১৮৬৯।
২৪।২।৫০, রাত্র ৮টা

সংহতি ও সহযোগিতার
মৌলিক মান্ত্রী তুকই হ'চ্ছে—
পূরয়মাণ আদর্শপুরুষে
সক্রিয় অচ্যুত অনুরাগ,
আর, উৎকর্ষী অনুলোম-পরিণয়ের ভিতর-দিয়ে
বিধিমাফিক
উপযুক্ত জৈবী-সংস্থিতির উদ্ভাবন। ১৮৭০।
২৪।২।৫০, রাত্র ৮-৫৫

নিজ-মনের চাহিদা-মতন চলার প্রবৃত্তি
যতদিন মুখ্য হ'য়ে চ'লবে—
ইষ্টানুরাগী ইষ্টানুগ চলন
ততক্ষণ বা ততদিন
ব্যাহত হ'য়েই চ'লতে থাকবে,
আর, নিয়তির ক্রূর চাহনি
তখনও তোমার দিকে লেলিহান,
যখন ঐ মনের চাহিদাই হ'য়ে উঠবে
ইষ্টানুগ চলনে চ'লতে—
আর, তেমনতর না চ'লেই থাকতে পারছ না,
অসোয়াস্তি বোধ হ'চ্ছে,—
তখনই বুঝতে হবে—
তা'র আশীর্ব্বাদও
তোমার দিকে এগিয়ে আসছে,
ইষ্টপ্রতিষ্ঠার রঙ্গিল তপন

তোমাতে উদিত হ'তে চ'লেছে ;
বেশ নজর রেখে
ঐ ইষ্টানুগ চলনে চ'লতে থাক,
এগুবে যতই—
আশীর্ব্বাদও বাস্তব রূপ নিয়ে
তোমার সন্নিধানে এগিয়ে আসতে থাকবে
ততই । ১৮৭১ ।
২৬।২।৫০, দুপুর ১টা

ধর্ম্ম

রক্তকে বিপর্য্যয়ী ক'রে তোলে না—
বরং তা'র সংস্থিতিকে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে উৎকর্ষে
যদি তা' উৎকর্ষী, সম্বর্দ্ধনী
নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে,
তাই, ধর্ম্ম
জাতীয় রক্তকে
ব্যাহত ক'রে তো তোলেই না—
বিবর্দ্ধিত ক'রে তোলা ছাড়া,
যে-বাদ বা যে-সংস্কৃতির আওতায়ই
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত কর না কেন—
তা'তে জাত্যন্তর হওয়া দুশ্চিন্ত্য ব্যাপার ;
বিহিতভাবে
ধর্ম্মনীতি পরিপালন না ক'রলে
জৈবী-সংস্থিতির অপকর্ষ হ'তে পারে
কিন্তু তার অপলাপ হ'তে পারে না—
যদি প্রতিলোম সংশ্রয়

আদৃত ও আচরণীয় না হয়,
কদাচারশীল হ'লেও
এই জৈবী-সংস্থিতির বিকৃতি হয় না—
বরং তা' শীর্ণ ও কলুষিত হ'তে পারে,
একমাত্র ঐ প্রতিলোম-সংশ্রয়ই
তা'কে ব্যাহত ক'রে তুলতে পারে,
তাই, যা'রা যে-রকমেই হোক—
সেই পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চিকে
মেরুদণ্ড ক'রে চলে—
যে-পন্থীই হোক না তা'রা—
জাত্যন্তর অসম্ভব তা'দের। ১৮৭২।
২৬।২।৫০, রাত্র ৭-১৫

কল্পনা করা যায়—
একটা সূঁচের ছিদ্রের ভিতর-দিয়েও
একটা পর্ব্বতকে অতিক্রম করান সম্ভব,
কিন্তু একজন দাম্ভিক নিরক্ষর
অক্ষরবিলাসীর
অব্যয়ী-প্রজ্ঞালাভের কথা দুশ্চিন্ত্য। ১৮৭৩।
২৬।২।৫০, রাত্র ৯-২৫

যদি অন্তরচর্য্যা না থাকে—
শুধু কামচর্য্যায়
কোন স্ত্রী বা পুরুষ
পরস্পর পরস্পরের
স্বার্থ হ'য়ে উঠতে পারে না,
আর, যতক্ষণ উভয়ের সার্থকতা

একস্বার্থী না হ'য়ে উঠছে—
মিলন বা বিবাহও
কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে না সেখানে। ১৮৭৪।
২৭।২।৫০ দুপুর ১২-৫

অপরিহার্য্য কারণ ছাড়া
কা'রও সাহায্যপ্রত্যাশী হ'তে যেও না,
তা'তে যোগ্যতা পঙ্গু হ'তে থাকবে,
আর, পরমুখাপেক্ষী হ'তেই হবে তোমাকে,
বরং সাহায্য দিতে
সব সময় প্রস্তুত থেকো
হৃদ্যতা নিয়ে—
তা'তে বাড়বে
আর স্বাবলম্বী হ'তে পারবে। ১৮৭৫।
২৭।২।৫০, রাত্রি ৭-৪০

মানুষ নিষ্কেন্দ্রিক হ'য়ে
প্রবৃত্তিপ্ররোচনায় চলে যখন—
ব্যভিচার দাম্ভিক-গৌরবী যেখানে—
সত্তা সঙ্কুচিত—
বিধি বিপর্য্যস্ত—
ঠগ্‌দারী লোকপ্রীতি মূর্ত্ত যেখানে—
ব্যাপক বিধ্বস্তি আসে সেখানে। ১৮৭৬।
২৮।২।৫০, বিকাল ৫টা

ধর্ম্ম যেন তোমাদিগকে
অন্ধ ক'রে না তোলে—
অন্ধধর্ম্মী হ'য়ে উঠো না তোমরা,

প্রবৃত্তির আবরণ থাকলেও
তা' ভেদ ক'রে
ধর্ম্ম যেন তোমাদিগকে
দীর্ঘদৃষ্টিসম্পন্ন ক'রে তোলে—
নিজের পূরয়মাণ সাংস্কৃতিক দাঁড়ায়
সুনিষ্ঠ অচ্যুত রেখে,
ভূতের অন্তর ভেদ ক'রেও
যেন তোমরা
ভবিষ্যৎকে চাক্ষুস ক'রতে পার
যা'তে সত্তাসংহতি
সুদৃঢ় চলৎশীল হ'য়ে চলে। ১৮৭৭।
২৮।২।৫০, রাত্রি ৮-৩০

তোমার কৃষ্টিপূত আদর্শের
সত্তাসম্বর্দ্ধনা হ'তে
একটুকুও বিচ্যুত হ'য়ো না কিন্তু,
ঐ আদর্শ একচুলও অবজ্ঞাত হ'তে পারে
তা'র সত্তাস্বার্থ হ'তে
এমনতর এতটুকু কোন-কিছুর সাথে
রফা-বন্দোবস্ত
বিভ্রান্তি-পথচারী ক'রে
এত দূরে নিয়ে ফেলবে তোমাকে—
শত চেষ্টায়ও তা'র ক্ষতিপূরণ
দুরূহ হ'য়ে উঠবে তোমার পক্ষে,
আপসোসে দিন গুজরাতে হবে তোমার—
সাবধান। ১৮৭৮।
১।৩।৫০, দুপুর ১-৩০

তোমার সাধুত্ব যেন বন্ধ্যা না হয়—
অপচয়ী কূটকৌশলহারা,
দূরদৃষ্টিহীন বিপর্য্যয়ী বিভ্রান্তির আমন্ত্রক
যেন না হ'য়ে ওঠে তা',
কদর্য্য যা'
গুরুদক্ষতার সহিত হানা দিয়ে
তা'কে যেন অবলুপ্ত ক'রে দিতে পারে তা',
ক্লীব সাধুত্ব কিন্তু সর্ব্বনাশা ;
সুনিষ্ঠ, ইষ্টকেন্দ্রিক, সর্ব্বদক্ষ,
পরাক্রমী সাধুতাই
শৌর্য্য ও বীর্য্যবত্তা নিয়ে
সার্থক ক'রে তুলতে পারে সবাইকে। ১৮৭৯।

১।৩।৫০, দুপুর ১-৪০

সুডাক যখন ব্যর্থ হয়
প্রবৃত্তি বা পেছটানের আকর্ষণে—
নিয়তি খুট্-খুট্ ক'রে হেসে ওঠে,
আবার, সুডাকের নেশায়
পেছটান যখন ব্যাহত হ'য়ে চলে—
তা'র প্রতি আপ্রাণ, সক্রিয়,
সুনিষ্ঠ মধুমত্ততায়,—
স্মিত হাসিতে ভগবান
নানা বিপর্য্যয়ের ভিতরেও
আশিস-হস্ত উত্তোলন করেন
প্রকৃতির স্নেহচুম্বনে। ১৮৮০।

২।৩।৫০, সন্ধ্যা ৬-৩০

প্রার্থনা ক'রছ—
আর, তা'র অনুপূরক কিছুই করছ না—
সে-প্রার্থনা অজগর-বৃত্তিসম্পন্ন । ১৮৮১ ।
৩।৩।৫০, সকাল ৭-৫০

তুমি সপরিবেশ সুসংস্থ থেকে
জাগতিক পরিস্থিতিকে
তোমাতে অচ্ছেদ্যভাবে
স্বার্থান্বিত ক'রে তোল—
যা'তে সহৃদয়ী সক্রিয়
সহানুকম্পিতার সহিত
তা'রা তোমাতে অটুট বান্ধব-বন্ধনে
বিবদ্ধ থাকে,
আর, এ ক'রতে যে-পূর্ত্তনীতি
অর্থাৎ রাজনীতির প্রয়োজন
কূটকৌশলী ক্ষিপ্রতায় তা' খাটিয়ে
সমাধানে এসে দাঁড়াও—
যা'তে
যে-কোন বিপদই
আসুক না কেন,—
তা' নিরোধ ক'রতে এক লহমাও
সময়ক্ষেপ না হয়,
পূর্ত্তনীতির কূটকৌশলী অভিযান
যা'র এমনতরই দক্ষ—
কৃতিত্বও তা'র তেমনি বৃদ্ধিশালী ;
সত্তাকে সুসংস্থ রাখতে হ'লে
যেখানেই যতটুকু যেমনতরভাবে

ত্যাগ ক'রতে হয়—
তা' না ক'রে চলা মানেই হ'চ্ছে—
বিধ্বস্তিকে হানাদার ক'রে
সত্তাকে বিপন্ন ক'রে তোলা,
নজর রেখো—
ঐ ত্যাগটাও যেন
উপচয়কেই আবাহন করে। ১৮৮২।
৩৷৩৷৫০, রাত্র ৯-৪০

কোন স্বভাব বা গুণকে
আয়ত্ত ক'রতে হ'লে
পুনঃ-পুনঃ অভ্যাস ক'রে
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠতে হবে তা'তে,
কাজে না ক'রে শুধু চিন্তায়
চ'লবে না কিন্তু। ১৮৮৩।
৩৷৩৷৫০, রাত্র ১০টা

যা' ক'রবে
এমনতর দূরদৃষ্টি নিয়েই ক'রবে তা'—
সবদিকের সব অবস্থাকে
সুবিন্যস্ত ক'রে—
যা'তে ভবিষ্যতে
তোমার সত্তা ও সম্বর্দ্ধনা
ক্রমে-ক্রমে ব্যাহত বা বিধ্বস্ত
না হ'য়ে ওঠে কখনই,
কৃতিত্বের সহিত
যৌথ-সংহতিতে একস্বার্থী ক'রে

নিষ্পাদন যতই এমনতর হবে—
বিবর্দ্ধনী-গতিও
অব্যাহত চ'লবে
তেমনতরই। ১৮৮৪।
৩।৩।৫০, রাত্র ১০-২০

রক্তে যা'দের নিষ্ঠা নাই—
গোত্র যা'দের অবজ্ঞাত—
কৃষ্টিই তা'দের কলুষিত,
ধর্ম্মপরায়ণতা তা'দের
ভাঁওতাবাজী ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ১৮৮৫।
৪।৩।৫০, সকাল ৮টা

রক্ত বা রজের ব্যত্যয়ী সংঘাতী মিলনে
বীজকোষ বিপর্য্যস্ত হয়,
বীজকোষের বিপর্য্যয়ে
জৈবী-সংস্থিতি বিকৃত হ'য়ে ওঠে,
ফলে, বৈশিষ্ট্য ব্যাহত হ'য়েই চ'লতে থাকে,
আর, জাতি-বৈশিষ্ট্যের অনুক্রমিক গতি
বিধ্বস্ত হয় সেখানে,
আহত সত্তা-বৈশিষ্ট্য
ঐ আঘাতকে বহন ক'রেই
বিকৃতির পথে
চণ্ড চরিত্রেই চ'লতে থাকে—
আর, ধর্ম্মেরও ধৃতিবিভ্রম সেখানে। ১৮৮৬।
৪।৩।৫০, সকাল ৮-৪৫

আগ্রহ যেখানে উদ্দাম পায়ে
ফন্দী-ফিকিরে
ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
বিচক্ষণতার সাথে চ'লতে থাকে
কৃতী-গন্তব্যে—
বিপদ সেখানে ব্যাহত করে কমই। ১৮৮৭।
৪।৩।৫০, বেলা ৯-৫০

স্তুতি-দীপন প্রমত্ততায় যা'রা
সংস্থিতি বা সত্তা-সৌকর্য্যে শিথিল—
একটা আত্মম্ভরী আত্মপ্রসাদ-মুগ্ধ হ'য়ে,
ব্যাপারকে বিন্যস্ত ক'রে
আয়ত্তে নিবদ্ধ ক'রতে ব্যাহত যা'রা,—
ভ্রান্তি তা'দের গন্তব্যকে
বেঘোর বিপর্য্যয়ে
টেনে নিয়ে যেয়েই থাকে,
চক্ষু তা'দের দিশেহারা হ'য়ে ওঠে,
উজ্জ্বল যা' তা'ও ঝাপসা হ'য়ে ওঠে,
আড়ম্বরভরা ব্যতিক্রমই হয়
তা'দের সম্বল,
নিষ্ফলতার উপঢৌকনে
নিরর্থকতায় গা ঢেলে দেওয়া ছাড়া
উপায় থাকে না;
তাই, যা' পাচ্ছ তা' পাও,
কিন্তু করণীয় যা'—
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায়
যেখানে যা' ক'রতে হয়

তা'র এতটুকুও যেন ব্যত্যয় না হয়,
যোগ্যতা দৃপ্ত হবে,
হৃষ্ট হবে সার্থকতায়। ১৮৮৮।
৪।৩।৫০, বেলা ১০-৫০

স্বার্থ-সন্ধিৎসুতা সবারই আছে—
তোমারও আছে,
স্বার্থকে শুধুমাত্র তোমাতেই
একক ক'রে ভেবো না—
তোমার স্বার্থের পরিপোষক
বা পরিপূরক যে
তা'রও স্বার্থ হ'য়ে ওঠ
সক্রিয় সর্ব্বতোভাবে ;
তোমার নিজের স্বার্থের সাথে
তোমার ইষ্টের স্বার্থ
তোমার কৃষ্টির স্বার্থ
তোমার ধর্ম্মের স্বার্থ
সঙ্ঘের স্বার্থ
পারিবারিক স্বার্থ
পরিবেশের স্বার্থ
সম্প্রদায়ের স্বার্থ
সামাজিক স্বার্থ
জাতীয় স্বার্থ
এমন-কি, রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে জড়িয়ে
তা' উদ্‌যাপন কী ক'রে হ'তে পারে
কোন্ পথে
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনায়

তেমনি ক'রেই তা'কে চিন্তা ক'রতে শেখ,
স্বার্থকে একক ক'রে নিয়ে
নিজ-স্বার্থের পরিপন্থী
হ'য়ে উঠো না নিজেই ;
সত্তা-স্বার্থকে সচল রেখে
অন্য যা'-কিছুর সত্তা-স্বার্থকে
উচ্ছল ক'রতে
যতখানি ত্যাগের প্রয়োজন
প্রফুল্ল চিত্তে তা' ক'রে যাও—
ইষ্টানুগ উচ্ছলায় পদক্ষেপ ক'রে
স্বার্থ স্বতঃ হ'য়ে
দীপক রাগে তোমাকে অভিনন্দিত ক'রবে ;
তোমার ফন্দী-ফিকির
কুশলকৌশলী চলন, যাচ্ঞা
শুধু তোমাতেই যেন
নিঃশেষ হ'য়ে না যায়—
সীমায়িত হ'য়ে না ওঠে,
প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় নিজেকে
ক্ষুদ্র ক'রে তুলো না,
সম্বর্দ্ধনী বৈশিষ্ট্যকে
সক্রিয় ক'রে তোল তোমাতে,
তোমাকে মনে ক'রো—
তোমার যা'-কিছু সব দিয়ে
তুমি তোমার ইষ্টের,
তুমি তোমার কৃষ্টির,
তুমি তোমার ধর্ম্মের,
তুমি তোমার সঙ্ঘের,

তুমি তোমার পরিবারের,
তুমি তোমার পরিবেশের,
তুমি তোমার সম্প্রদায়ের,
তুমি তোমার সমাজের,
তুমি তোমার জাতির,
তুমি তোমার রাষ্ট্রের,
তোমার প্রবৃত্তিগুলি যেন
ইষ্টানুগ সম্বর্দ্ধনী পথে
অমনি ক'রেই চলে—
তোমার স্বার্থ
সার্থক হ'য়ে উঠবে একদিন। ১৮৮৯।
৪।৩।৫০, বিকাল ৫-৫৫

যা'তে জনন নষ্ট পায়—
জৈবী-সংস্থা তা'র বৈশিষ্ট্য
হারিয়ে ফেলে
বিকৃতির বিপর্য্যয়ী
বিদারী সংঘাতে—
জনন বা জাতি বিক্ষুব্ধ হয় তা'তেই,
কথায় বলে—"জাত গেল"। ১৮৯০।
৪।৩।৫০, রাত্র ৭-৪০

আমি আবার ব'লছি—
প্রতিলোম-সংশ্রবে কিছুতেই যেও না,
তোমার সংক্রমণশীল জৈবী-সংস্থিতির
সর্ব্বনাশ ক'রো না,
রজোবীজের বিপর্য্যয়ী সংঘাত

ঐ বৈশিষ্ট্যকে হানা দেওয়ায়
বিকৃতির বিপর্য্যয়ী উৎপত্তি
তোমার বংশানুক্রমিতাকে নিপাতে নেবেই—
তা' ছাড়া, পরিবার ও পরিবেশে
সংক্রামিত হ'য়ে
পরিশেষে বিকৃতিপ্রবুদ্ধ, কৃষ্টিহারা
বিকট স্থিতিতে সর্ব্বহারা হ'য়ে উঠবে,
—তাই, সংযমে সর্ব্বতোভাবে
ঐ পৈশাচিক প্রবৃত্তিকে নিরোধ কর। ১৮৯১।

৪।৩।৫০, রাত্র ৮টা

দেশভক্তি আছে, লোকপ্রীতি নাই
সক্রিয় সার্থকতা নিয়ে—
অলীক তা'। ১৮৯২।

৫।৩।৫০, দুপুর ১২টা

কেন্দ্রায়িত চিন্তা হ'তেই
ভাবসঙ্গতি সৃষ্টি হয়,
আর, এই ভাবসঙ্গতি হ'চ্ছে
জৈবী-সংস্থিতির উপাদান,
আর, তা' যেমনতর সুষ্ঠু—
বিধানও তেমনতরভাবে
নিয়ন্ত্রিত হয়, পুষ্ট হয়,
আর, সুষ্ঠু ও সক্রিয় হয়,
আবার, ঐ চিন্তার কেন্দ্রিকতা
যা'কে অবলম্বন ক'রে

যেমনতর সক্রিয় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ-উদ্বুদ্ধ—
মানুষের চালচলন-রকমারিও
তেমনতর হ'য়ে থাকে
চিন্তায়, বোধিতে,
বাক্যে, চরিত্রে, চলনে,
আর, তা' অসুষ্ঠু যেখানে যেমনতর
মানুষও তেমনতর খণ্ডবোধিসম্পন্ন হয়। ১৮৯৩।
৬।৩।৫০, বেলা ৯টা

ঠিক যেন মনে থাকে দৃঢ় প্রত্যয়ে—
ব্যষ্টিজীবনেরই হোক
সম্প্রদায়-জীবনেরই হোক—
সমাজ বা রাষ্ট্র-জীবনেরই হোক—
তা'র সুষ্ঠু ও বৈশিষ্ট্যবর্দ্ধনী
উৎকর্ষী চলন
কোন উপায়ে
কোথাও ব্যাহত হ'লেই
প্রবৃত্তির আপূরণী সন্ধিৎসুতার ফাঁদে
সে প'ড়বেই কি প'ড়বে,
আর, তা'র ফলে
অপকর্ষী বিভ্রান্তিপ্রাণতায়
আত্মম্ভরী বিচ্ছিন্নতা নিয়ে
অধঃপাতের দিকে ছুটবেই কি ছুটবে;
জগৎ কোথাও থেমে থাকবে না,
যেদিকেই হোক
তা'র চলন সে অব্যাহত রাখবে,
তাই, তোমার বা তোমাদের যা'-কিছু সবকে

উৎক্রমণপরায়ণ ক'রে
উৎকর্ষী অভিযানে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চল,
আশীর্ব্বাদ
উৎকর্ষী-আন্দোলনে নন্দিত হ'য়ে
তোমাদিগকে আলিঙ্গন ক'রবে। ১৮৯৪।

৩।৩।৫০, বেলা ৯-৫

যা'র সংস্থিতি আবেগ-উদ্দীপী,
কেন্দ্রায়িত নয়কো—
সে ঋদ্ধিমান নয়কো,
—ঔজ্জ্বল্য তা'র নাই
তাই, বিকিরণী ছটারও তা'র অভাব ;
যদি উজ্জ্বল হ'তে চাও—
কেন্দ্রায়িত সংস্থিতিশালী,
স্বতঃ-ঔজ্জ্বল্যবিকিরণী এমন কাউতে
বা কিছুতে
নিজেকে কেন্দ্রায়িত ক'রে তোল
সর্ব্বতোভাবে
সর্ব্বমুখীনতায়
সক্রিয় সেবানুরাগে,
—প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠবে তুমি,
নয়তো, যে তিমিরে সেই তিমিরে। ১৮৯৫।

৩।৩।৫০, বেলা ১০-৩৫

যা'র যেমন মান
অর্থাৎ, বৈশিষ্ট্যানুপাতিক যোগ্যতা—
তা'র তেমন স্থান

অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠা ও ইষ্টানুগ সম্বর্দ্ধনী চলন,
—আর, এটাই হ'চ্ছে আর্য্য সাম্যবাদের
অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য। ১৮৯৬।
৩।৩।৫০, বিকাল ৪-১৫

যে-সাধুত্ব মানুষকে
অসাধু ক'রে তোলে—
সত্তা, সংস্থা ও সংহতিতে
সংঘাত নিয়ে আসে—
অসাধুত্বের প্রকট মূর্ত্তি কিন্তু তা'ই। ১৮৯৭।
৯।৩।৫০, বেলা ১০-২৫

যে-অহিংসা
সত্ত্ব, সংস্থা ও সংহতির বিনাশ
সিদ্ধ ক'রে তোলে—
নিরোধমূর্খ অহিংসার ছদ্মবেশে
হিংসার বিষাক্ত ছুরিকা
—খুঁজে দেখ—
ওরই অন্তরালে
বিষ উদ্‌গীরণ ক'রে
রক্ত প্রাবৃটে
গণ-আহুতি দিচ্ছে। ১৮৯৮।
৯।৩।৫০, বেলা ১০-৩০

তোমার সর্ব্ববিধ প্রবৃত্তি-স্বার্থকে
একেবারে জলাঞ্জলি দাও,
নইলে, প্রবৃত্তি তা'র শুঁয়া বের ক'রে

তোমাকে এমনতর জড়িয়ে ধ'রবে—
বিকৃতিতে আত্মনিমজ্জন করা ছাড়া
আর পথই থাকবে না ;
তোমার শ্রেয় বা প্রেয় যিনি
তাঁ'র স্বার্থেই সর্ব্বতোভাবে
স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠ তুমি—
ভার না হ'য়ে, বরং বহন ক'রে তাঁ'কে,
বুদ্ধি, বিবেচনা, কৌশল, দক্ষতা
ক্ষিপ্রতা নিয়ে যা'-কিছুকে
সক্রিয় নিয়ন্ত্রণে
সুসামঞ্জস্যে সার্থক ক'রে তাঁ'রই স্বার্থে,
একটা আগ্রহ-উৎকণ্ঠ অনুরাগ নিয়ে
কৃতকার্য্যতায় কৃতার্থ হ'য়ে তাঁ'তে,
এমনি ক'রেই কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে
তোমার যা'-কিছু সব
ঐ শ্রেয় বা প্রেয়তে
সার্থকতার উপঢৌকনে—
প্রাজ্ঞ প্রবর্দ্ধনায়
প্রতিপদক্ষেপে নন্দিত হ'য়ে—
সমস্ত বাধা, বিপর্য্যয়, বিড়ম্বনাকে
অতিক্রম ক'রে
সহ্য-ধৈর্য্য অধ্যবসায়ের সহিত
পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেককে
নন্দনায়, ঔজ্জ্বল্যে প্রাঞ্জল ক'রে,
আর, এই হ'চ্ছে সিদ্ধস্বার্থ হওয়ার
প্রকৃষ্ট পথ। ১৮৯।

৯।৩।৫০, দুপুর ১২-৩০

ঘোঁট বা জটলাই কর—
আর, আলাপ-আলোচনাই কর—
তা' যেন আদর্শপ্রতিষ্ঠ হয়,
সংহতি-নিয়ামক হয়,
মানুষকে আশায়-ভরসায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে—
বোধিপ্রাণতার সহিত,
কুশলকৌশলী যোগ্য ক'রে তোলে—
সক্রিয় সহযোগী সন্দীপনায়,
তবে তো তা' সার্থক,
—তা'তে তোমারও কল্যাণ,
আর, পরিবেশেরও কল্যাণ ;
আর, এর উল্টো হ'লে
ভেস্তে গেলে তুমিও,
ভেস্তে দিলে তোমার পরিবেশকেও। ১৯০০।
৯।৩।৫০, রাত্রি ৯-২৫

জন্মগত জৈবী-সংস্থিতি
যেমনতর সুষ্ঠু ও পুষ্ট—
সক্রিয়তা, ধারণক্ষমতা,
বোধোজ্জ্বলা বুদ্ধিও হ'য়ে ওঠে তেমনতর। ১৯০১।
১০।৩।৫০, দুপুর ১২টা

যে তোমাকে দেয়—
তা'র পাওয়াটা যদি তোমাকে দিয়ে
উচ্ছল হ'য়ে না ওঠে
তবে তা' হ'তে তোমার পাওয়াটাও

কি সংকীর্ণ হ'য়ে চ'লবে না?
—তাই, যে দেয়—
যদি পেতে চাও—
তা'র পাওয়াটাকে উচ্ছল ক'রে তোল,
তোমার পাওয়া যা'তে উচ্ছল হ'য়ে চলে
তা'র তুকই হ'চ্ছে ওই। ১৯০২।
১০।৩।৫০, দুপুর ১২-৩০

শিক্ষার সুষ্ঠু ভিত্তিই হ'চ্ছে—
সুচারু, সেবাপ্রবণ, সশ্রদ্ধ
আচার্য্যকেন্দ্রিকতা অর্থাৎ আচার্য্যপ্রাণতা,
—এই যেমন যা'র
বোধিসমুত্থিত সত্তানুরঞ্জিত
শিক্ষাও তেমন তা'র। ১৯০৩।
১০।৩।৫০, দুপুর ১টা।

কৃষ্টির আপূরণী শ্রেয় ও প্রেয়প্রাণতায়
কেন্দ্রায়িত না হ'য়ে
অন্যের ভাব, অন্যের ভাষা,
অন্যের কৃষ্টি ও আচারকে স্বীকার ক'রে
তা'তে আত্মনিমজ্জন করা—
নিজের ব্যক্তিত্ব, সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রের
অভ্যুদয়ী আভিজাত্যকে বিবর্জ্জিত ক'রে—
সে যে কী দুর্ব্বলতা,
কী সাংঘাতিক অপক্রমী প্রবোধনা—
যা'র ফলে, নিজস্ব হারিয়ে
অন্য-কিছুর আহার্য্য হ'য়ে

তা'তে জ্যান্ত থাকা ছাড়া
আর উপায়ই থাকে না ;
আবার, সবলতার লক্ষণই সেখানে—
যেখানে কেন্দ্রায়িত প্রেয়প্রাণতায়
পরিবেশের ভাব, ভাষা,
আচার ও সংস্কৃতিকে
নিজের ভাব, ভাষা, আচার ও সংস্কৃতিতে
পরিপাচিত ও পরিশোধিত ক'রে
বৈশিষ্ট্যবান অভ্যুদয়ী আভিজাত্যকে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলা হয়,
সুবিন্যস্ত এই আচরণ
জীবন ও জাতিকে উদ্বর্দ্ধী ক'রে তোলে,
—আর, এই-ই হ'চ্ছে আর্য্যবৈশিষ্ট্য
কৃষ্টি-সম্বর্দ্ধনা। ১৯০৪।
১০।৩।৫০, বিকাল ৫-৩০

যা' সত্তাপোষণী ব'লে বুঝবে—
শ্রেয় ব'লে বুঝবে—
ইষ্টানুগ সর্ব্বপরিপূর্ণী ধর্ম্মদ আদর্শ ব'লে
বুঝবে যা'কে—
উদ্দীপনী আগ্রহ নিয়ে
তখনই লেগে যাও তা'তে,
গ্রহণ কর তা' তৎক্ষণাৎ,
নইলে, অশুভের উৎক্ষিপ্ত আক্রমণে
হয়তো ব্যর্থও হ'য়ে যেতে পার জীবনে,
এমন ঠ'কবে যে
আপসোসের ভ্যাঙ্‌চানি ছাড়া

আর লাভই হবে না কিছু;
তাই বলি—"শুভস্য শীঘ্রম্
অশুভস্য কালহরণম্,"
—তখনই লেগে যাও
গ্রহণ কর তা' তক্ষুণি। ১৯০৫।

১২।৩।৫০, বিকাল ৫-৫

স্ত্রীর পুরুষের প্রতি আগ্রহশীল
পরিপোষণী মন
পরিপোষণী প্রবৃত্তি
স্বতঃ-সেবাপ্রাণতা,
আর, পুরুষের ইষ্টানুগ
স্বতঃ-পরিপূরণী ভাব ও ব্যবহার
সক্রিয় স্নেহল অনুকম্পা—
আর, সেই মিলন যদি
স্বাভাবিক অনুলোম-প্রকৃতিসম্পন্ন হয়,—
রক্ত-উপাদানও সমঞ্জসা, পরিপোষণী হয় প্রায়শঃ,
আবার, যেখানে আগ্রহ, মন, ব্যবহার ও বৃত্তি
যত অসমঞ্জস—
সেখানে জৈবী সংহতির সুষ্ঠুত্বও কম,
তাই, সন্তানের প্রতিরোধক্ষমতাও কম,
আয়ুষ্কালও ক'মে যায়,
কিন্তু সমঞ্জস হ'লে
সব দিক দিয়ে
ক্রমবৃদ্ধিপর হ'য়েই চ'লতে থাকে। ১৯০৬।

১৪।৩।৫০, বেলা ৯-৪৫

কোন কদর্য্যবুদ্ধি সহৃদয়তা দেখিয়ে
মিলনের জন্য যদি
তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়—
সে-জায়গায় তোমার হাত বাড়াতে হ'লে
বিচক্ষণ বিবেচনা নিয়ে
ক্ষিপ্র ও তীক্ষ্ণ ব্যবস্থিতির সহিত
প্রস্তুত হ'য়ে তা' ক'রো—
যা'তে যেমন ক'রেই হোক—
সেই কদর্য্যবুদ্ধির অপনোদন ক'রতে পার,
কিন্তু মনে রেখো, ঐ ব্যবস্থিতি
কোন দিক দিয়ে
এতটুকু দুর্ব্বল হ'লেও
তা' তোমার পক্ষে মারাত্মক হ'তে পারে
—তুমি কেন, সপরিবেশ তোমার পক্ষে,
তাই, খুব দূরদৃষ্টি
ও আগপাছ সমস্ত বিবেচনা নিয়ে
সুদক্ষ সতর্কতায়
তীক্ষ্ণ নিরোধী, প্রতিষেধক ব্যবস্থিতির সহিত
যা' ক'রতে হয় ক'রবে। ১৯০৭।

১৪।৩।৫০, বেলা ১১-১৫

যে-শিক্ষা স্বাভাবিকভাবে
চাকুরীকেই সর্ব্বস্ব ব'লে জানিয়ে দেয়—
তা' তোমার যোগ্যতাকে
জব্দ ক'রবেই কি ক'রবে
—সাবধান থেকো। ১৯০৮।

১৫।৩।৫০, বেলা ৭-১০

যে-সংস্থিতিকে অবলম্বন ক'রে
বা অধিকার ক'রে
যা'-ই জীবন-উদ্‌গমে
চেতন চলৎশীল হ'য়ে চলে—
সেই রকমটাই হ'চ্ছে অধ্যাত্ম,
তাই, আত্মাকে অধিকার ক'রে
যে-সংস্থিতি সক্রিয়—
সেই ভাবটাকেই কয় আধ্যাত্মিকতা। ১৯০৯।
১৫।৩।৫০, বিকাল ৫-৪৫

যিনি থাকা এবং না-থাকা
এই উভয় জানাকেই জানেন—
তিনিই যা' থাকে না তা'কে জেনে
সেই জানা দিয়ে মৃত্যুকে
অর্থাৎ না-থাকাকে অতিক্রম করেন,
আর, যা' থাকে তা'কে জেনে
সেই জানা দিয়ে অমৃতত্ব লাভ করেন। ১৯১০।
১৪।৩।৫০, রাত্রি ১০-৩০

ভক্তি ও ভালবাসায়
আত্মপক্ষ সমর্থন নাই—
তাই, অহঙ্কারও নাই, অভিমানও নাই,
আছে উদগ্র মমত্ববোধ, সেবা,
আত্মনিবেদন, অবদান—
তাই, বোধিও সেখানে স্বতঃ। ১৯১১।
১৪।৩।৫০, রাত্রি ১১-৫৫

সক্রিয় পৈশাচিক প্রবৃত্তি
বা কুৎসিত কদর্য্য অভিযানকে
উদ্‌গমেই অবসান কর,
নয়তো তা' সংক্রমণে
এমন ব্যাপক আকার ধারণ ক'রবে
যা'তে তা'কে আয়ত্ত করাই
কঠিন হ'য়ে উঠবে,
আর, তা'তে আক্রান্ত জনগণও
বিধ্বস্তিতে এমনতর ক্ষয়িষ্ণু হ'য়ে উঠবে—
পরে যত বড় যা'ই কর না কেন—
তা'দের আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না,
তোমার শৈথিল্য-শ্লথ বিবেচনা
সে-অপরাধের মার্জ্জনা
আর কখনও পাবে কিনা সন্দেহ,
তাই, তীক্ষ্ণ ধী নিয়ে ক্ষিপ্র পদক্ষেপে
সুদৃঢ় ব্যবস্থিতির সহিত
তা'কে নিরুদ্ধ ক'রে ফেল তৎক্ষণাৎ—
লোকহিতী ব্রতে যদি ব্রতীই হ'য়ে থাক তুমি। ১৯১২।
১৫।৩।৫০, রাত্র ১০টা

তুমি দুর্ব্বলই হও—
আর বলশালী হও না কেন যতই—
পর্য্যাপ্ত প্রস্তুতি সত্ত্বেও
তোমার পরাক্রমী বলীয়ান বান্ধব বেষ্টনীতে
আদর্শ ও ক্ষেত্রানুপাতী
সত্তায় স্বার্থান্বিত ক'রে
বিহিত পারস্পরিকতায়

যেন এমনতর বান্ধব-নিগড়
গোড়া থেকেই সৃষ্টি ক'রে রাখতে পার—
ক্ষিপ্র ও দক্ষ সক্রিয়তায়,—
যা'তে তোমার আপদে-বিপদে
সুখ-সমৃদ্ধিতে তা'দের ডাক আর নাই ডাক—
তা'রা সর্ব্বহৃদয়, সর্ব্ব সমৃদ্ধি ও শক্তি নিয়ে
তোমার কল্যাণ-উদ্‌যাপনে
সুদৃঢ় হ'য়ে দাঁড়ায়,
এমনতর ব্যষ্টির আওতায়
যতখানি তুমি সুদৃঢ় হবে
তোমার চলন্ত অভিযান ততই
উন্মুক্ত ও উদ্দাম হ'য়ে চ'লবে ;
তাই, যেমন ক'রে সম্ভব হয়
কোন দায়িত্ব নেবার প্রারম্ভেই
ওটাকে শক্ত করে নিও,
কৃতী উদ্‌যাপন সৌষ্ঠবে অভিনন্দিত
ক'রবে তোমাকে,
—সাহস বা বীর্য্য সম্বৃদ্ধও সেখানেই। ১৯১৩।
১৫।৩।৫০, রাত্র ১০-১৫

যে-ধর্ম্ম, সাধুত্ব বা অহিংস ভাব
সত্তাপরিপন্থী, সম্বর্দ্ধনা-সংঘাতী
লোকক্ষয়ী, নিরাকরণ-শিথিল—
তা' সর্ব্বনাশা
ও সৎ-মুখোসী শয়তানের তুক,
ঘৃণ্য—নিন্দনীয়,
তা' মৃত্যুতে অহিংস—

পরোক্ষতঃ জীবনে সহিংস স্বতঃই ;
বোঝ, নজর রেখো,
তা'কে অনুসরণ ক'রতে যেও না—
সর্ব্বনাশ সৌজন্য-সংহতিতে
সপরিস্থিতি তোমাদিগকে
জাহান্নমের দিকে এগিয়ে দেবেই কি দেবে। ১৯১৪।
১৬।৩।৫০, বেলা ৮টা

নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণী ব্যবস্থিতিকে
যথাশক্তি সঙ্কোচ ক'রতে যেও না—
বজায়ী বরাদ্দকে ঠিক রেখে—
অন্ততঃ যতদিন
বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, বিধ্বস্তি ও বিপাক
পিশাচ-সম্বেগে ছন্নছাড়া ক'রে চ'লছে,
আর, নজর রেখো—
ঐ নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণী দায়িত্বে
যা'রা নিজেদের ন্যস্ত ক'রে
সক্রিয় হ'য়ে তোমাকে সাহায্য করে—
তা'রা যেন চরিত্রবান, সেবাসন্ধিৎসু
দক্ষ, ক্ষিপ্র ও তড়িৎ তীব্রতায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে চলে—
বিবেচী বিক্রম-ব্রতে অক্ষুণ্ণ থেকে,
আদর্শে অচ্যুত উৎসর্গপ্রাণ হ'য়ে। ১৯১৫।
১৬।৩।৫০, বেলা ১২টা

পারিবারিক সংশ্রব কোন-না-কোন রকমে
যেখানে এতটুকু আছে—

সুখে-দুঃখে আপদে-বিপদে
স্বতঃ-অনুপ্রাণতার সহিত
দরদী মমত্ব নিয়ে উপস্থিত হ'য়ে
তৃপ্ত, উদ্দীপনী হৃদয়ে
যেমন যা' আসুক
নির্ব্বাহ করা সমুচিত যেখানে—
সামর্থ্যানুপাতিক পারস্পরিকতায়—
শ্রেয়ঃ ও বান্ধবতা সমৃদ্ধ হয় যা'তে,
এমনতর স্থলে অনাত্মীয়ের মত মৌখিক
আমন্ত্রণ বা নিমন্ত্রণ
মানুষের মনুষ্যত্বকেই অবমাননা ক'রে থাকে,
—আর, এটা সংশ্রব-সংঘাতী স্বতঃই,
আর, এই সংঘাতটাই সংশ্লেষ ভাঙ্গার অগ্রদূত,
তাই, তা' পাপের ;
সাবধান থেকো । ১৯১৬ ।
১৬।৩।৫০, বিকাল ৫টা

যেখানেই দেখছ,
সম্ভ্রম বা মর্য্যাদা লাভের জন্য
বা বাহবার আত্মম্ভরিতায়
নিজের কৃষ্টিগত প্রথানুপাতিক শোভনসুষ্ঠু
আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি
অবজ্ঞা ক'রে
অন্যের আচার-ব্যবহার
পোষাক-পরিচ্ছদের অনুকরণে
নিজেকে সজ্জিত ক'রে চলে—
বুঝে রেখো, সে-সজ্জা

তা'র স্বীয় সত্তাকে অবজ্ঞায় উপহাস ক'রছে,
তা'র নিজস্ব ব'লে কিছু নেই,
যে তা'কে ধাঁধিয়ে তুলতে পারে
তা'তেই সে নিমজ্জিত হ'য়ে ওঠে,
তা'র সত্তা ব্যক্তিত্বহারা,
চরিত্র তা'র দৈন্যদীর্ণ। ১৯১৭।
১৬।৩।৫০, বিকাল ৫-৩০

আত্মরক্ষায় যখনই তুমি অপটু—
বিপর্য্যয়ী চলন যখন তোমাকে
নিয়তই বিভ্রান্ত ক'রে চলে—
স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনা হতভম্ব যখন
কিন্তু তা' তুমি বুঝতে পার না
অথচ ক্ষয় ও ক্ষতি উল্লম্ফী গর্জ্জনে চ'লছেই—
নিজের যা'-কিছুকে
আর, নিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারছ না—
যা'কে সত্য ও যথার্থ ব'লে ভাবছ
তা' যখন মিথ্যা-গৌরবে
অপটু কবন্ধের মত
মিথ্যা জাল বিস্তার ক'রে
লেলিহান মরীচিকার দিকে নিয়ে
সত্তাকে আহত ও নিহত ক'রে চ'লছে,—
ভেবে দেখ, তাকিয়ে দেখ—
তোমার শুভানুধ্যায়ী, উর্ব্বর মস্তিষ্ক
দক্ষ দরদী কেউ আছে কিনা—
তীক্ষ্ণ ক্ষিপ্রতার সহিত
ব্যবস্থিতির নিয়ন্ত্রণে

যে তোমাকে ক্ষয় ও ক্ষতি হ'তে
উদ্ধার ক'রে দিতে পারে,
তা'কে অবলম্বন ক'রতে যদি সঙ্কুচিত হও—
সর্ব্বনাশ সর্ব্বগ্রাসী হ'য়ে
সপরিবেশ তোমাকে
নিঃশেষের দিকে টেনে নিয়ে যাবেই কিন্তু ;
তাই, এখনও সাবধান হও—
ক্লীব পৌরুষের দাম্ভিক গৌরবে
জাহান্নমে দিও না সবাইকে,
অন্যের জীবন-মূল্যে
তোমার কৃতিত্ব কিনতে যেও না ১৯১৮।

১৬।৩।৫০, সন্ধ্যা ৬টা

তুমি যতই যা' কর না কেন,
তোমার গৌরব না হয় বিশ্ববিখ্যাতই হ'ল—
স্তুতিবাদে চিত্রিত হ'য়ে উঠলে তুমি
বিচিত্র ভঙ্গীতে ভর-দুনিয়ায়—
আত্মপ্রসাদও পেলে যথেষ্ট—
—তা'তে হ'ল কী ?
মানুষ পেলে কয় জন ?
তোমার আদর্শে আত্মোৎসর্গ ক'রল কয় জন
যা'রা তোমার আদর্শকে বহন ক'রে
পরিবেশকে কুশলকৌশলে
সেবা-সম্বর্দ্ধনায় সমৃদ্ধ ক'রে তুলবে—
জীবন্ত ক'রে তুলবে তোমার আদর্শকে
প্রত্যেকটি জীবনে ?

—তা' যদি না পেয়ে থাক
সবই কিন্তু ফাঁকা ;
তোমার অভিষিক্ত জীবন
জীবনকেই যদি
উদ্দীপ্ত অভিষেকে নিষিক্ত ক'রে
না তুলতে পারল—
হৃদয় দিলে অথচ হৃদয় পেলে না,
ভূয়া অনুপ্রাণতার বাহবা
তোমাকে ব্যঙ্গ ক'রল মাত্র
—বুঝে দেখ। ১৯১৯।
১৬।৩।৫০, রাত্রি ৭-৩৫

বৃদ্ধোপসেবন মানে হ'চ্ছে মুরুব্বী মানা
অর্থাৎ প্রাজ্ঞদিগকে মানা—
তা' জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে,
আর, মানার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে
তা'তে সঙ্গত হ'য়ে চ'লে
বহুদর্শিতার বিভব সংগ্রহ করা,
এই প্রাজ্ঞদিগকে মানা অবজ্ঞাত যেখানে যত—
বিভ্রান্তি ও বিচ্ছিন্নতা সেখানে তত,
আর, বিচ্ছিন্নতা বিরাজমান যেখানে—
স্ব-স্ব প্রাধান্যবুদ্ধিও সেখানে তেমনি,
সংহতি সেখানে ম্রিয়মাণ,
শক্তি সেখানে অস্তমিতপ্রায়,
দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে
স্বার্থসিদ্ধি-বুভুক্ষায়
বিড়ম্বনাবিধ্বস্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়ায় সেখানে,

—আবার ঐ বৃদ্ধ, মুরুব্বী বা প্রাজ্ঞ যাঁ'রা
তাঁ'রা যদি ইষ্ট বা আদর্শপ্রাণ না হন—
তাঁ'দের উদ্দেশ্য, চলন-চরিত্র
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠ না হয়—
তা'ও কিন্তু বীভৎস ব্যতিক্রমই নিয়ে আসে,
সর্ব্বনাশ মন্থর পদক্ষেপে
সম্প্রদায়, সমাজ, রাষ্ট্র বা জাতিকে
দুরন্ত ব্যাদানে কবলিত ক'রতেই চায়,
তাই, ঐকতানিক আদর্শে
সমন্বয়ী, সার্থক নয় যা'রা
তা'রা বৃদ্ধ, মুরুব্বী বা প্রাজ্ঞ পদবাচ্য নয় ;
ব্যষ্টিকে, সম্প্রদায়কে,
সমাজ, জাতি বা রাষ্ট্রকে
যদি উদ্বুদ্ধপ্রাণ
উন্নতি-পথচারী
শক্তিশালী ক'রে তুলতে চাও—
ঐ বৃদ্ধোপসেবন
বা মুরুব্বী বা প্রাজ্ঞদিগকে মানা হ'তে
কিছুতেই নিবৃত্ত হ'য়ো না,
সংহতি সাদর সম্ভাষণে
শক্তিশালী ক'রে তুলবে তোমাদিগকে
সর্ব্ববিষয়ে। ১৯২০।

১৭।৩।৫০, সকাল ৭টা

হিন্দু !
যে-হিন্দুই হও না তুমি,

বৌদ্ধই হও,
শিখ-জৈনই হও,
শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব
বা সনাতনীই হও,
আর, যেই হও না কেন,
করাল কুটিল ব্যত্যয়ী বিপর্য্যয়কে
উপভোগ ক'রে
দাম্ভিক আত্মম্ভরিতায় গা ঢেলে দিয়ে
এখনও যদি ভাবতে না পার—
প্রত্যেক হিন্দু তোমার আত্মীয়,
প্রত্যেকটি হিন্দু তোমার পালক,
প্রত্যেকটি হিন্দু তোমার পোষক,
প্রত্যেকটি হিন্দুই তোমার পুরক,
তোমার সত্তাসম্বর্দ্ধনার হোতা তা'রাই,
কৃষ্টিপ্রদ ইষ্টভ্রাতা তা'রাই তোমার,
তা'দের সুখে
তা'দের দুঃখে
তা'দের অপচয়ে
তুমি যদি এখনও
ফুল্ল দরদী হ'য়ে না উঠতে পার—
বুঝতে পারছ না এখনও
কী ভীতিবিহ্বল আবর্ত্তে
তুমি পদক্ষেপ ক'রছ ?—
তুমি বুঝতে পারছ না এখনও
তোমার কেউ নাই ?—
হাত ধ'রে তুলতে হ'লে
এরাই যে তোমার উদ্ধাতা,

আদর্শ ও কৃষ্টির পুরোহিত
এরাই তোমার ;
তাই, অবজ্ঞা ক'রো না কাউকে,
বিদ্রূপ কটাক্ষ নিয়ে
কা'রও দিকে তাকিও না,
এমন ভাষা প্রয়োগ ক'রো না
যা'তে উদ্বুদ্ধ না হ'য়ে
আঘাত পায় তা'রা,
এমন কর্ম্ম ক'রো না যে
সেবা তোমাকে পরাঙ্মুখ করে
তা'দিগকে সম্বৃদ্ধ ক'রতে,
ফেরো এখনও—
কলুষকঙ্কাল ঐ প্রবৃত্তির
প্রেতিনী কাঠামো নিয়ে
একান্তই তোমারই যা'রা
তা'দের সামনে আর দাঁড়িও না,
স্পর্দ্ধিত স্বার্থলোলুপ সঙ্কীর্ণতা নিয়ে
এখনও যদি অন্যকে অবজ্ঞা কর—
নৃশংস অবজ্ঞায় অবজ্ঞাত হবে তুমি,
হাতেকলমে এটা বুঝেও যদি
না বুঝে থাক—
ভবিষ্যৎ আর অপেক্ষা ক'রবে না
তোমাকে বোঝাতে কিন্তু ;
সময় আর নাই,
দিন চ'লে গেছে,
প্রত্যক্ষের সক্রিয় দিবালোকে
তুমি আজ উপস্থিত,

যা' ক'রবে তা' হাতেকলমে ক'রতে হবে
এখন থেকেই,
হয় বাঁচতে হবে—
নয়তো, মরণ-পদক্ষেপে চ'লতে হবে ;
যা'র নাই—
দুর্ব্বল দৈন্যগ্রস্ত যে—
দিতে হবে তা'কে,
সবল ক'রে তুলতে হবে,
সম্পৎশালী ক'রে তুলতে হবে,
যোগ্যতায় উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে হবে,
স্বতঃ-অনুপ্রাণনায়, স্বতঃ-সহযোগিতায়
উন্নীত ক'রে তুলতে হবে,
সব রকমে সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টায়
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে উঠতে হবে—
সব দিক দিয়ে বাস্তবে ;
তুমি হিন্দু,
এতে প্রাদেশিকতা নাই—
গণ্ডী নাই—
সীমায় কোন রেখাপাত করা নাই,
ব্যাহতই হও বা ব্যর্থই হও কা'রও কাছে—
সে-ত্রুটি না নিয়ে
তোমার যা' আছে তা'ই নিয়ে
ব্যবহার ও সেবায়
পরিমার্জ্জিত ক'রে তোল তা'দিগকে,
অন্যায্য অপঘাতী অন্যায়ের
নিরোধী শাসন
তুমিও যেমন চাও—

প্রীতিপ্রসন্ন হৃদয়ে তা'দের প্রতিও
তা'ই ক'রো ;
আর্য্যরক্তবাহী তোমরা,
আর্য্যরক্ত যেখানেই যেমনভাবে
রূপায়িত হ'য়েছে—
তা'দিগকেই আপন ক'রে তোল,
সহানুভাবক ক'রে তোল,
সহযোগী ক'রে তোল ;
তোমার ঘরে, তোমার গ্রামে,
তোমার দেশে
প্রত্যেকেরই স্থান,
প্রত্যেকেই তোমার,
তুমিও প্রত্যেকের তেমনি,
তা'দের সেবা-সংরক্ষণী
বাক্, কর্ম্ম ও ব্যবহারে দায়িত্ব নিয়ে
সানুকম্পী সক্রিয়তায়
দরদীর মত তা'দিগকে ধ'রে তোল,
তুষ্ট কর, পুষ্ট কর,
পরিপূরক হ'য়ে ওঠ,
অটুট বজ্র-বিক্রমে পরাক্রমী হও
তা'দের রক্ষায়,
তা'দিগকে বাঁচাতে,
আশ্রয় দিতে,
শত্রুকে নিরোধ ক'রতে,
—জাতীয় রজরঞ্জিত কৃষ্টিও সার্থক তা'তেই ;
—এই চেষ্টায়, এই চলনে
এতটুকুও পিছপাও হ'য়ো না—

বোধ, শক্তি ও সামর্থ্যমত যা' সম্ভব
তা' দিয়ে,
চিন্তায় ভাব
এরা তোমার আপনার,
বাক্যে বল
এরা তোমার আপনার,
কার্য্যে ক'রে তোল এদের
আপনার জন,
আবার, অন্যকেও আত্মীকৃত ক'রে তোল ঐ রকমে,
সাদর সম্ভাষণে সঙ্গতির সানন্দ অভিযানে
একত্বে চল সবাই,
সেই ঋক্‌কে আবার স্মরণ কর,
মনন কর, আবার বল—
"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্।
দেবাভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥"
—সক্রিয়তায় মূর্ত্ত ক'রে তোল তা'কে,
আর, এই হ'চ্ছে তোমার
মুক্তির পথ, বৃদ্ধির পথ। ১৯২১।
১৭।৩।৫০, সন্ধ্যা ৬-৩০

নিয়ন্ত্রণী সমঞ্জস। সার্থকতার ভিতর-দিয়ে
মানুষের আভিজাত্যকে
প্রবুদ্ধ ক'রে তোল—
তা' যেন বিনয়বিক্রমী হ'য়ে
বোধির সহিত

বাক্, ব্যবহার ও কর্ম্মে
বিচ্ছুরিত হ'য়ে ওঠে;
এই আভিজাত্যের উপর দাঁড়িয়ে
ব্যক্তিত্ব সুষ্ঠু ও সক্রিয় হ'য়ে ওঠে যেন,
ঐ আভিজাত্যের মাথায় ডাঙ্গস মেরে
হীনত্ববোধ জাগিয়ে
আপজাত্যের সৃষ্টি ক'রতে যেও না—
ওতে সংস্কৃতি প্রত্যয়বিহীন পরিচর্য্যায়
ব্যক্তিত্বকে
অপলাপে অবসান ক'রে দেবে কিন্তু,
অসদাচরণ, অসদ্ব্যবহার, অসৎকর্ম্ম
সামঞ্জস্যহারা হ'য়ে
বিচ্ছিন্ন বিক্ষেপে বিক্ষোভের সৃষ্টি ক'রে
সর্ব্বনাশকেই আমন্ত্রণ ক'রবে,
পুরস্কার পাবে ঘৃণ্য চরিত্র;
সাবধান হও,
সতর্ক আচরণে
সম্বুদ্ধ ক'রে তোল সবাইকে—
নন্দনায় বিভূষিত হবে। ১৯২২।
১৮।৩।৫০, বিকাল ৫-৩০

পরিজন ও পরিবেশের সহিত
তুমি যদি হৃদ্যতার সঙ্গে
মেলামেশা না কর—
লোকজনের কাছে না যাও—
বিশেষতঃ মুরুব্বীদের কাছে,

তা'রা ছোটই হোক আর বড়ই হোক,—
প্রয়োজন-অনুপাতিক
বিশেষত্ব যেখানে
তা'দের কাছে গিয়ে
তোমার আদর্শ ও উদ্দেশ্যে
তা'দিগকে অনুপ্রাণিত ক'রে
তুলতে না পার—
সক্রিয় স্বভাব-সমর্থক ক'রে
তুলতে না পার—
তোমাতে স্বতঃ-স্বার্থান্বিত ক'রে সর্ব্বতোভাবে—
তুমি যেমনই হও আর যা'ই হও,—
পরিবেশ কিন্তু দরদহারা হ'য়ে উঠতে পারে
তোমার প্রতি
যে-কোন মুহূর্ত্তে,
তোমার সৌষ্ঠব-সঙ্গতিও
পৈশাচিক প্রত্যয়ে
পরিবেশে পরিবেষণ হ'তে পারে,
তোমার যা'-কিছু শ্রেয়-অভিযানও
ভণ্ডুল হ'য়ে উঠতে পারে,
তা'র ফলে, অন্যায়ভাবে
বিধ্বস্তও হ'য়ে উঠতে পার তুমি,
তাই, তুমি নিজে যদি না পার—
অন্ততঃ দক্ষ, শুভেচ্ছু বান্ধব কাউকে
নিয়োজিত ক'রো
তোমার হ'য়ে
অচ্ছেদ্য বান্ধব-নিগড় সৃষ্টি ক'রতে
তা'দের সাথে ;

প্রচার-সংস্থাগুলি যদি তোমার
একদম আয়ত্তে না থাকে—
তোমার সুচরিত্র, সদুদ্দেশ্য, সুকর্ম্ম
পৈশাচিক তুলিতে অঙ্কিত হ'য়ে
দুরপনেয় দুরদৃষ্টের সৃষ্টি ক'রে তুলতে পারে,
তাই, এ করতে যেখানে যেমন ক'রে
যা' প্রয়োজন
সেই উপকরণে তা'দিগকে আয়ত্ত
ও তোমাতে সঙ্গত ক'রে
যা'তে তোমারই ব্যক্তিত্বে
সাড়াপ্রবণ হ'য়ে ওঠে তা'রা—
স্বতঃ-সহযোগী স্বার্থ-উদ্দীপনায়—
তা'র একটুও ত্রুটি ক'রো না ;
তাই বলি,
তীক্ষ্ণ নজর রেখো এদিকে,
ভাল ক'রলেই কিন্তু
ভাল হয় না সব সময়—
সে-ভালতে যদি সংবুদ্ধ না হয়
পরিবেশ তোমার,
একঘেয়ে দাম্ভিক ঔদার্য্য
মানুষকে ক্ষুব্ধ, বিরক্ত, সহযোগহারা
ও বিদ্রূপপরায়ণ ক'রে তোলে। ১৯২৩।
১৯।৩।৫০, সকাল ৮-৪৫

স্বার্থসন্ধিক্ষু যা'রা,
আত্মস্বার্থপরবশ যা'রা,
তা'দের নজর, চালচলন

এতখানি খাট হ'য়ে পড়ে—
স্বার্থ কোথায়,
কী ক'রে তা'র সমাধান করা যেতে পারে,—
তা' নজরেই পড়ে না,
স্বার্থের খাতিরে তা'রা
স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণই
ক'রে থাকে প্রায়শঃ,
লোকহিত বা লোকস্বার্থের সাথে
নিজ স্বার্থের
কোথায় অবিচ্ছিন্ন যোগ
তা' তা'রা ঠাওরই পায় না,
তাই, পারিবারিক স্বার্থ,
গ্রামের স্বার্থ,
দেশের দশজনের স্বার্থে
তা'রা স্বার্থান্বিত হ'য়ে উঠতেই পারে না,
গুটিপোকার মতন
আত্মস্বার্থসাধনের বেষ্টনীতে
দিশেহারা হ'য়ে তা'রা বসবাস করে;
তাই, যদি স্বার্থপরই হ'তে চাও,—
লোকহিত ও লোকস্বার্থের সাথে
নিজের স্বার্থকে অবিচ্ছিন্ন ক'রে
তা' কর—
সেবায়, সাহচর্য্যে, অনুকম্পী অনুরতিতে,
স্বার্থ সানন্দ চলনে
তোমাকে উচ্ছল ক'রে চ'লবে। ১৯২৪।

১৯।৩।৫০, বেলা ১০-৩০

যা'রা
ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে জানে না—
গুরুজনের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে জানে না—
নারীর মর্য্যাদা রাখতে জানে না—
অসহায়, শিশু ও নিরাশ্রয়দিগের
আশ্রয় হ'তে জানে না—
তা'রা ঈশ্বর ও প্রেরিতদিগকে
অবজ্ঞা করে,
তা'রা ঈশ্বরদ্রোহী, প্রেরিতদ্রোহী,
দেশদ্রোহী ও গণদ্রোহী,
বিষাক্ত তা'দের সংশ্রব,
এর অপনোদন যদি না কর—
দুর্দ্দশা দুর্ম্মদ আলিঙ্গনে
তোমাদের অবসান
অতি সম্ভব ক'রে তুলবে। ১৯২৫।
১৯।৩।৫০, দুপুর ১২-১৫

অন্যের আপদ-বিপদ-দুর্দ্দশাকে
উপেক্ষা ক'রে
নিজের নিরাপত্তা নিয়ে
ব্যস্ত থাকলে যখনই—
বুদ্ধিকৌশল, শক্তিসামর্থ, অর্থ
ও জনসংগ্রহ তোমার সামর্থ্যমত
যতটা সম্ভব তা' দিয়ে
বিপুল পরাক্রমে
তা' নিরোধ ক'রলে না যে-মুহূর্ত্তেই—
ঠিক জেনো, সে-মুহূর্ত্তেই

তোমার দুর্দ্দশাকে আমন্ত্রণ ক'রে রাখলে,
সে যে-কোন মুহূর্ত্তেই
তোমার দরজায় হানা দিয়ে
সর্ব্বনাশ ক'রবে তোমার ;
তাই, অন্যের দুর্দ্দশাকে
কখনও উপেক্ষা ক'রো না,
তোমার সামর্থ্যে যা' জোটে
বুদ্ধি-বিবেচনায় যা' আসে—
তা'ই দিয়ে তা' নিরোধ ক'রো—
স্বস্তির পথ মুক্ত থাকবে। ১৯২৬।
১৯।৩।৫০, রাত্রি ৮টা

যে-ধর্ম্মের ধৃতি নাই—
যা' অন্য ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে বিদ্বেষপরায়ণ—
উপাসনার আনুষ্ঠানিক রকমকে
বিদ্রূপ করে—
অবতার বা প্রেরিতপুরুষদিগকে
বিদ্বেষী ভেদচক্ষে দেখে—
ঈশ্বরের নামে
জাহান্নমের দিকে প্ররোচিত করে—
তা' ধর্ম্ম নয়—অধর্ম্ম,
আবার, যে-সত্য বা যে-অহিংসা
সংহারকে আমন্ত্রণ করে
তা' অসৎ। ১৯২৭।
১৯।৩।৫০, রাত্রি ৯টা

কূটনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে
দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে
অবস্থাকে আয়ত্তে আনতে
সংহতিকে সংবদ্ধ ক'রতে
মানুষের আগ্রহকে উদ্দীপ্ত ক'রে
সক্রিয় সহযোগী ক'রে তুলতে
প্রয়োজনমত ভাষণ দিতে পার,
কিন্তু স্মরণ রেখো—
তদনুপাতিক তোমার সাফল্য
যেন তা'র যথাবিহিত উত্তর দিতে পারে,
ব্যাখ্যা দিতে পারে,
মানুষের সত্ত্ব-সম্বর্দ্ধনী সঙ্গতিকে
সুদৃঢ় ক'রে তুলতে পারে,
তা'রা যোগ্যতায় যেন
যথেষ্ট হ'য়ে উঠতে পারে,
নয়তো, সবই অলীক হ'য়ে উঠবে কিন্তু,
প্রতিক্রিয়ায়
বিচ্ছিন্ন বিভেদ,
বিপর্য্যয় ও ব্যতিক্রমের সৃষ্টি হ'য়ে
কলুষের দুর্দ্দান্ত নখরে
ছিন্নভিন্ন হ'য়ে উঠবে
সব যা'-কিছু। ১৯২৮।
২০।৩।৫০, দুপুর ১২-১৫

এমন যদি কোন অধর্ম্ম থাকে—
যা' নাকি ধর্ম্মকেই প্রতিষ্ঠা করে,
জীবনকে রক্ষা করে,

বৈশিষ্ট্যকে অব্যাহত ক'রে তোলে,
তা' কিন্তু ধর্ম্মই ;
এমন যদি কোন মিথ্যা থাকে—
যা' নাকি ভূতহিতী
ও সত্তাকে সংস্থ, সঞ্জীবিত ও সমৃদ্ধ
ক'রে তুলতে পারে—
তা' কিন্তু সত্য ;
এমন যদি কোন হিংসা থাকে—
যা' অহিংসাকেই প্রতিষ্ঠা করে,
মানুষকে অভীঃ-উচ্ছল ক'রে
স্বস্তিতে রাখতে পারে—
তা' কিন্তু অহিংসাই ;
এমন যদি কোন অপকর্ম্ম থাকে—
যা' নাকি মানুষকে সুস্থ, সবল, সহযোগী
ও সুকেন্দ্রিক সংহত ক'রে তোলে—
তা' অপকর্ম্ম নয়, সুকর্ম্ম। ১৯২৯।
২০।৩।৫০, দুপুর ১২-২৫

যে-ক্ষেত্রে বিক্ষোভ, বিদ্রোহ,
বিপর্য্যয় ও ব্যতীপাত
আত্মঘাতী বিভ্রান্ত চলনে চ'লেছে—
তা'কে আয়ত্তে আনতে হ'লেই
সেই ক্ষেত্রের মর্ম্মসন্ধিগুলি নিরুপণ ক'রে
মূল নিয়ন্তৃকেন্দ্রের নিয়ামকতায়
নিরোধী, নিয়ন্ত্রণী ও পর্য্যবেক্ষী দলকে
তা'দের অধ্যক্ষ ও পরিকর-সহ
এক-এক ঘাঁটিতে নিয়োজিত ক'রো—

এমন ক্রমিকতায়—
যেন প্রত্যেকটি ঘাঁটি
প্রত্যেক ঘাঁটির সাহায্য ও সুযোগে
সব-সময়ই সমৃদ্ধ থাকে,
আর, ঐ নিরোধী ও নিয়ন্ত্রী দল
অধ্যক্ষের নিয়ন্ত্রণে
গুচ্ছে-গুচ্ছে বিন্যস্ত হ'য়ে
যেন এমনতর সাধু হৃদয়বান অথচ
বজ্রনিরোধী, ক্ষিপ্র, অব্যাহত
তৎপরতার সহিত
উপযুক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করে
যেখানে যেমন করণীয় তদনুপাতিক,
নির্ম্মম হ'য়েও
তা'দের প্রত্যেকে
যেন এমনতর মমত্বদীপ্ত সেবাপ্রাণ হয়—
চতুর সতর্কতা নিয়ে
উপযুক্ত নিরোধী প্রস্তুতির সহিত,
তা'দের সেবা-সহানুভূতি ও অনুচর্য্যায়
লোকহৃদয় যেন এমনতর মুগ্ধ হয়—
সক্রিয় নিরোধে অভীঃ-উচ্ছল
স্বস্তিসম্বুদ্ধ হয়,
ভীত ও উৎপীড়িত যা'রা—
তা'রা যেন এমন-আশ্বস্ত
ও সাহস-সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
আর, উৎপীড়ক যা'রা—
এদের বজ্রকঠোর কর্ম্মতৎপরতায়

ভীতিবিহ্বল ও অবসন্ন হ'য়ে
তা'রা যেন এমন নিবৃত্তদুরিতবুদ্ধি হ'য়ে ওঠে ;—
যা'তে সাহায্য ও সহানুভব-সক্রিয়তায়
তা'দের প্রতিপ্রত্যেকেই সঙ্গত হ'য়ে ওঠে—
ঐ নিরোধী ও নিয়ন্ত্রণী দলের প্রতি,
আবার, গুপ্ত পর্য্যবেক্ষকেরাও যেন
ছোট্ট-ছোট্টভাবে বিভক্ত হ'য়ে
সব অবস্থাগুলিকেই সুসঙ্গত ক'রতে
অধ্যক্ষ ও পরিকর-সহ
ঐ ঘাঁটিগুলিকে অবস্থা ও সংবাদাদি
সরবরাহ ক'রে
তা'দিগকে উপযুক্তকর্ম্মা ক'রে তোলে,
আর, কেন্দ্রনিয়ন্তাও যেন
সুবিদিত সুচারু সৌষ্ঠবে
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তা' তৎক্ষণাৎই করে,
নিয়ন্তৃ-কেন্দ্র হ'তে
তা'দের কার্য্যকরী সরবরাহ
এমন সচ্ছল ও সময়োপযোগী যেন হয়
যা'তে কোন ব্যতীপাত-মুহূর্ত্তই
তা'দিগকে এড়িয়ে যেতে না পারে,
এই সঙ্গে-সঙ্গে
ধর্ম্ম ও নৈতিক সংস্থা
যেখানে যতখানি সম্ভব
এমনতর ভাবানুকম্পিতা নিয়ে
সুযুক্তি, সেবা ও সম্বর্দ্ধনার ভিতর-দিয়ে
দীপন অভিব্যক্তির সহিত

জনগণকে যেন এমনতর সম্বুদ্ধ ক'রে তোলে—
সঙ্গে-সঙ্গে যা'তে তা'রা ভাল-মন্দ যা'-কিছুকে
স্ব-স্ব ব্যুৎপত্তি নিয়ে বুঝেসুঝে
ঐ ব্যতীপাতকে বিধ্বংস ক'রে
সংহতির সাদর সম্ভাষণে
উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে ;
দক্ষতার সহিত এগুলিকে
যতই সুসম্পন্ন ক'রতে পারবে—
স্বস্তি ও সম্বোধি নিয়ে
অটুট সৌষ্ঠবে
অভিদীপ্ত হ'য়ে চ'লতে থাকবে,
কুশলকৌশলে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে চ'লতে থাকবে,
আর, স্মরণ যেন থাকে—
এই অভিযানের লক্ষ্য ধ্বংস নয়,
লক্ষ্য তা'র ধৃতি, স্বস্তি। ১৯৩০ ।
২০।৩।৫০, রাত্র ৯টা

কূটনীতি-ভূমিতে দাঁড়িয়ে
লোকহিতী ব্রতকে অবলম্বন ক'রে
এমন কিছুই ব'লো না
য'াতে তোমার নিজের উদ্দিষ্ট ব্রত
দুর্ব্বল ও শ্লথ হ'য়ে ওঠে,
এমনতর আপোষরফায় যেও না
যা'তে তোমার চাহিদা ও প্রতিপাদ্য বিষয়
বেহাতী হ'য়ে ওঠে,
রফাবন্দোবস্তে যেতে হ'লেও
তীক্ষ্ণ ধী নিয়ে, প্রস্তুতির সহিত

ঔচিত্যের কোট বজায় রেখে
ওদিকে শক্ত থেকে
যা' ক'রবার ক'রো,
যা' হ'য়েছে
ভবিষ্যতেও তা' হ'তে পারে—
কত রকমারির ভিতর-দিয়ে,
উচ্ছৃঙ্খল উৎপাতের
বিদাহী বিধ্বস্তির অবতারণায়,
দীর্ঘদৃষ্টি নিয়ে তা'কে অনুধাবন ক'রে
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তেমনি ক'রেই ব'লো,
তেমনি ক'রেই চ'লো,
তেমনি ক'রেই ক'রো,
তেমনিতর প্রস্তুতিতে পরিবর্দ্ধিত থেকো,—
আপসোসের অভিশাপ
তোমাকে বিভ্রান্ত ক'রবে কমই। ১৯৩১।

২০।৩।৫০, রাত্র ১১-১৫

মানুষের আচার, ব্যবহার ও কর্ম্মের
অন্বয়ী সামঞ্জস্যের ভিতর-দিয়ে
সার্থক ব্যুৎপত্তি
যোগ্যতায় অভিব্যক্ত হ'য়ে
যতক্ষণ না ওঠে—
ধারণা
প্রত্যয়ী প্রজ্ঞায় অধিষ্ঠিত হ'য়ে
শ্রদ্ধার্হ চরিত্রে
যতক্ষণ উচ্ছল হ'য়ে না ওঠে

যথাবিহিত সুষ্ঠু সমাবেশে—
তা'র পূর্ব্বে তা'কে যদি তদনুপাতিক
পদবী ও প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চাও,—
তাহ'লে তা'র মনুষ্যত্ব মূঢ় সম্বেগে
এমন বিপর্য্যয়ী বিধ্বংসের সৃষ্টি ক'রবে
যা'র ইয়ত্তাও থাকবে না,
আর, এই অন্যায্য পদবী ও প্রতিষ্ঠা
তা'কে এমনতর উদ্ধত, দাম্ভিক
প্রবৃত্তিপরবশতায় উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে
যা'তে তা'র সংশ্রবী যা'-কিছু
বিপর্য্যয়ের ব্যত্যয়ী প্রতিভায়
বিনাশের দিকে
এগিয়ে নিয়ে যাবে ;
মানুষের যদি ভালই চাও—
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক যেখানে
যথাবিহিত যা' করণীয়
তা'ই ক'রেই তা'দিগকে উন্নত-ক'রে তোল
দীক্ষিত শিক্ষায় দক্ষ ক'রে
শ্রমকুশল নিয়ন্ত্রণে,
যা'তে অভিশপ্ত উৎসবে
জীবনকে বিধ্বস্ত ক'রতে না হয়
নজর রেখো ;
মানুষকে ছোট ক'রে রেখো না,
বড় ক'রে তোল
—কিন্তু তা' বাস্তবে। ১৯৩২ ।

২১।৩।৫০, সকাল ৮টা

উপযুক্ত আচার্য্য-সন্নিধানে
আত্মনিবেদনে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
দীক্ষিত হও,
ইষ্টানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণে
শিক্ষিত হও,
সামঞ্জস্যের সহিত
সার্থক অন্বয়ে
অনুসৃত কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
সার্থক প্রজ্ঞা লাভ কর—
নিষ্ঠানিপুণ তৎপরতায়,
আর, এ না ক'রে যা'ই ক'রতে যাবে—
সে-করা তোমাকে যেমনই ক'রে তুলুক—
আত্মপ্রতারণার আপসোস-উপঢৌকনই
প্রাপ্য হ'য়ে উঠবে পরিশেষে ;
তাই, সাবধান হও এখন থেকেই—
করণীয়কে উপেক্ষা ক'রে
কৃতী হ'তে যেও না। ১৯৩৩।
২১।৩।৫০, রাত্র ৮-৩০

সম্বর্দ্ধনী প্রাকৃতিক বিধি
কিন্তু চিরদিনই সনাতন,
পুরাতন হয় না তা',
বরং আরোতর ক্রমোৎকর্ষে চ'লতে পারে ;
তাই, সনাতনকে যদি অবজ্ঞা কর—
শাস্তি তোমাদিগকে

অপকৃষ্টতার সমুচিত স্থানে
উপস্থিত ক'রবেই কি ক'রবে। ১৯৩৪।
২১।৩।৫০, দুপুর ১২-৩৫

তোমার সাংস্কৃতিক আচার-নিয়মে
নিষ্ঠান্বিত না হ'য়ে
তা'র ব্যতিক্রম ও ব্যভিচার যতই ক'রবে—
তুমি ঠিক জেনো—
বিপর্য্যয়ী বিধ্বস্তিকে
তুমি তখন থেকেই
আমন্ত্রণ ক'রে ব'সলে,
তুমি নিজেই প্ররোচিত ক'রলে—
ঐ-জাতীয় প্রবৃত্তি যা'দের ভিতর মুখ্য
তা'দিগকে তোমাতে লোলুপ ক'রে তুলতে,
বিধ্বস্তি অদূরেই
রোষকশায়িত লোচনে
কুটিল কুৎসিত দৃষ্টিতে
তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রছে,
যদি ইচ্ছা থাকে তো
সাবধান হও,
নয়তো রেহাই পাবে না কিন্তু। ১৯৩৫।
২১।৩।৫০, বিকাল ৬টা

যে-পথে বা যে-নীতিতে
ক্ষয় ও ক্ষতি নেই
তা'ই কিন্তু শ্রেয় বা সুষ্ঠু,
আবার, যে-পথে ক্ষয় ও ক্ষতি থাকলেও

তা' আয়ত্তসাধ্য—
তা' কিন্তু বিবেচ্য দ্বিতীয় পন্থা,
তা' অবলম্বন ক'রতে হ'লে
উপযুক্তেরও উপরে প্রস্তুতির প্রয়োজন ;
যে-পথে যে-দিক দিয়েই যাও না কেন—
ক্ষয় ও ক্ষতি আছেই,
তা'র মধ্যে বেছে নিও—
কোন্ দিক দিয়ে তা' কত কম,
আর, আয়ত্তসাধ্য কিনা তা',
যদি আয়ত্তসাধ্য হয়—
সেদিকে তীক্ষ্ণ ক্ষিপ্রতায়
যথেষ্টভাবে প্রস্তুতি নিয়ে চ'লবে
যা'তে নিরোধ ক'রতে পার তা',
আয়ত্তে আনতে পার তা' ;
আর, সব দিক দিয়ে ক্ষয় ও ক্ষতি
যদি অনিবাৰ্য্যই হয়—
আয়ত্তসাধ্য তা' না হ'য়ে ওঠে—
তৎক্ষণাৎই সে-নীতি বা পথ বৰ্জ্জন ক'রে
তৃতীয় কোন-কিছুর সাথে
এমনতরভাবে নিবদ্ধ হবে
যা'তে ক্ষয় ও ক্ষতির ঝড় ব'য়ে গেলেও
তুমি বা তোমরা কমই
আক্রান্ত হও তা'তে,
দীর্ঘদৃষ্টি নিয়ে
ব্যাপারকে অনুধাবন ক'রে
তোমার চালচলনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রো,
অন্যায্য মরণে ম'রতে যেও না,

ক্ষয় ও ক্ষতিকে অবাধ্য ক'রে তুলো না,
সাবধানী ধী নিয়ে, সুবিবেচনায়
নিরোধপ্রস্তুতিকে পৰ্য্যাপ্ত ক'রে
পা ফেলো। ১৯৩৬।
২২।৩।৫০, বিকাল ৫-২৪

তোমার প্রিয়পরমের অভিনিষ্যন্দী
প্রীতি-অবদান—
তা' কিন্তু আশীর্ব্বাদই বহন করে,
কারণ, ঐ স্মারক দ্রব্য
গোচরে আসার সাথে-সাথে
স্মৃতিপটে প্রিয়-আবির্ভাব হ'য়ে থাকে,
আর, তা' ঐ মননের সঙ্গে-সঙ্গে
তাঁ'র প্রিয় আচার, ব্যবহার,
নীতি ও শাসনবাদ
ব্যাপার ও অবস্থান অনুযায়ী
স্মরণে জাগিয়ে—
এমন-কি, অজ্ঞাতসারে সে-সব স্মরণে এসে
নিয়মন করে তোমাকে,
তাই, ঐ অবদান তোমার কোন কাউকে
দিতে যেও না,
তা'তে বঞ্চিত হ'তে পার,
বিভ্রান্তও হ'তে পার—
দিগন্তের পথে চ'লতে। ১৯৩৭।
২২।৩।৫০, সন্ধ্যা ৭-৫০

আর্য্য !

আশ্রিতরক্ষণ তোমাদের স্বভাবসিদ্ধ,
রক্তসংস্থিতি তেমনতর,
তোমরা কূটকৌশলী হ'য়েও
বিশ্বাসঘাতক নও,
বরং কুশলকর্ম্মা, কৃতী তোমরা,
তাই, ও-স্বভাবকে কখনও ত্যাগ ক'রো না,
ওর পরিপোষক চিন্তা ও কর্ম্ম হ'তে
বিরত থেকো না,
আশ্রিতকে যোগ্য ক'রবার
আপ্ত ক'রবার
সমস্ত ফন্দী-ফিকির নিয়ে
দায়িত্বের সাথে তা' সম্পাদন ক'রো—
সাবধানী চকিত দৃষ্টি নিয়ে—
তাঁদের বিষাক্ত যদি কিছু থাকে
তা'তে তুমি বিধ্বস্ত না হও ;
মনে রেখো, মানুষ যেন ব্যর্থ না হয়
তোমার কাছে—
বাঁচবার
বা সদভিপ্রায়ে সম্বর্দ্ধিত হবার
কোন আকাঙ্ক্ষাতে—
তোমার সাধ্যমত,
তাদের দোষত্রুটি, গ্লানিমন্দ
নিরাকরণ-সচেষ্ট থেকো—
যেমন তোমার ও তোমার নিজ-পরিবারের
গ্লানিমন্দের বেলায় ক'রে থাক,
আর, এই অভ্যাস

এই সহৃদয়তা
সময় এলেই প্রতিক্রিয়ায়
তোমাকে ঐ রকম উপঢৌকন নিয়ে
অঞ্জলিবদ্ধ অন্তরে
তোমার সম্মুখে
হাজির হবে একদিন। ১৯৩৮।
২৩।৩।৫০, বেলা ১০টা

আর্ত্ত ও অসহায়কে
আশ্রয় দিয়ে
সদুপায়ে সম্বর্দ্ধিত ক'রবার
দায়িত্বকে অবহেলা ক'রো না—
তোমার সামর্থ্যে যতটুকু কুলোয়,
বিচক্ষণ সন্ধিৎসার সহিত
নিজে বিধ্বস্ত না হ'য়ে
যত পার, নিজ দায়িত্ব উদ্‌যাপন ক'রো,
আর্ত্ত ও অসহায় যা'রা
তা'রা যেন সোয়াস্তির নিঃশ্বাসে
"চিরং জীবেৎ" ব'লে আশীর্ব্বাদ করে। ১৯৩৯।
২৩।৩।৫০, বেলা ১০-২০

প্রত্যাশা না রেখে
ভগবানকে আত্মনিবেদন ক'রো
—সক্রিয়তায়,
তোমার সামর্থ্যে সম্ভব যা'
মানুষকেও দিও তেমনিভাবে—
পেতেও পারবে অপ্রত্যাশিতভাবে। ১৯৪০।
২৩।৩।৫০, বেলা ১০-৪৫

চেষ্টানুগ যদি চরিত্র না হয়—
আর, চরিত্র যদি বোধ ও ব্যবহারকে
অনুপাতিকভাবে
সন্দীপ্ত না ক'রে তোলে
উপচয়ী অধ্যবসায় নিয়ে—
যা'তে পরিস্থিতিও ঐ চেষ্টার সহায়ক হ'য়ে ওঠে,
সাফল্যও সঙ্কুচিত সেখানে। ১৯৪১।
২৩।৩।৫০, বেলা ১০-৪০

দৈব ভালই থাক্ আর মন্দই থাক্,—
পুরুষকার তা'কে যেমন
পোষণ দেবে ও নিয়ন্ত্রণ ক'রবে—
সক্রিয় আনুকূল্যে বা প্রতিকূলতায়—
অবস্থাও তেমনতর হবে—
তা' ভালর দিকেই হোক
আর মন্দের দিকেই হোক। ১৯৪২
২৩।৩।৫০, বিকাল ৫-৫০

পূর্ব্বপুরুষ ও তাঁ'দের কৃষ্টিকে
অবজ্ঞা ক'রে
অন্য দ্বিজাধিকরণ—মতবাদকে
গ্রহণ করা মানেই হ'চ্ছে
নিজের রক্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা,
তাই, তা নিকৃষ্ট পাতিত্য ;
পৃথিবীতে এমনতর দ্বিজাধিকরণ,
প্রেরিত বা অবতার-মহাপুরুষের বাণী
বা মতবাদ নাই

বা হবেও না—
যা' পূর্ব্বপুরুষ-নিঃসৃত
নিজের রক্তের প্রতি
বিশ্বাসঘাতক ক'রে তোলে ;
কিন্তু পূর্ব্বপুরুষ ও তাঁ'দের কৃষ্টিকে
অবজ্ঞা না ক'রে
যে-কোন মতবাদকেই
নিজ দাঁড়ায় আত্মীকৃত করা যাক না কেন—
তা' পাতিত্য তো নয়ই,
বরং তা' উৎকর্ষ-আমন্ত্রণী । ১৯৪৩ ।

২৩।৩।৫০, রাত্রি ৯-২০

যে-নৈতিকতা আত্ম-ও-আপ্ত-ঘাতী,
ধ্বংসের আমন্ত্রক
অথচ নিরাকরণ বা নিরোধে নিষ্ক্রিয়,
বর্দ্ধনার ব্যাহতি,—
তা' যত বড় সাধু পোষাকেই হোক না কেন—
সর্ব্বনাশা তা',
পাপের তা',
দুশ্চরিত্রের দুর্ম্মদ অভিশাপ তা' । ১৯৪৪ ।

২৩।৩।৫০, রাত্রি ৯-৪৫

আশ্রয় যে তোমার—
তা'র সাশ্রয়, সুবিধা ও নিরাপত্তা
আগে দেখবে,
তোমার বোধ, ফন্দী-ফিকির, সামর্থ্য
যেমন যা' আছে

তা'ই দিয়ে তা'কে উপচয়ী ক'রে তুলতে
যত্নবান থেকো,
আশ্রয় তোমাকে
সাশ্রয়ে সমুন্নত ক'রে তুলবে। ১৯৪৫।
২৪।৩।৫০, রাত্র ৮-২৫

তোমার কৃষ্টিগত আচারকে অবজ্ঞা ক'রে
অন্য-জাতীয় আচারে
যতই অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে—
তোমার ব্যক্তিত্ব
নিজত্বকে অপদস্থ ক'রে
সেই জাতিত্বে আত্মসমর্পণ করার
সম্ভাবনা ততই বেশী,
তাই, সাবধান হও,
তোমার কৃষ্টি অচ্যুত রেখে
চিন্তা, বাক্ ও চলনে
তোমার ব্যক্তিত্বকে সুদৃঢ় ক'রে তোল,
সুষ্ঠু-সম্বর্দ্ধনায় গরীয়ান থাকবে। ১৯৪৬।
২৪।৩।৫০, রাত্র ৯-৪০

তোমার গাম্ভীর্য্যও
সুললিত ও সম্ভ্রান্ত হ'য়ে উঠে
সেবাতাৎপর্য্যে বিচ্ছুরিত হ'য়ে
মানুষের হৃদয়ে প্লাবন এনে দিক,
ব্যক্তিত্ব তোমার ওজ-ঋদ্ধিতে
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক—

কেন্দ্রায়িত সুনিষ্ঠ উৎক্রমণে,
আর, আত্মপ্রসাদ তো ঐখানেই। ১৯৪৭।
২৪।৩।৫০, রাত্র ১০-৫

তোমার প্রীতি যতক্ষণ
ঈশ্বর, ইষ্ট বা শ্রেষ্ঠে
কেন্দ্রায়িত না হ'য়ে উঠছে—
বাস্তব নিঃস্বার্থভাবে,
তুমি পিতামাতার সেবাই কর—
সন্তানসন্ততির প্রতি অনুরাগসম্পন্নই হও—
তোমার স্বামীভক্তি থাকুক
বা স্ত্রী-প্রীতিই থাকুক—
অর্থসম্পদ, মানমর্য্যাদা যা'তেই অনুরক্ত হও—
এ-সবই কিন্তু নিয়তির নিগ্রহ ছাড়া
আর কিছু নয়,
আসক্তিনিগড়-নিবদ্ধতায়
দুর্দ্দশার দুর্ম্মদ মর্দ্দনে
নিপীড়িত হ'তেই হবে তোমাকে,
কারণ, সে-অনুরাগ
সত্তাসঙ্কর্ষণী না হওয়ায় নিরর্থক
—শোষণ-সংশ্রয়ী;
দুনিয়াকে ভালবাস ক্ষতি নাই,
সকলকে ভালবাস ক্ষতি নাই,
সে-সব ভালবাসা যেন
ইষ্টে কেন্দ্রায়িত নিবিড় প্রীতির

প্রতিফলন হয় মাত্র—
বহুত রেহাই পাবে। ১৯৪৮।
২৫।৩।৫০, বেলা ১১-৫০

বিদ্রোহ
যা' বিষাক্তরূপ ধ'রতে পারে—
সংক্রমণে,
কৃষ্টি ও সংহতিকে ভেঙ্গে,
—তা' পূর্ব্বাহ্নেই নিভিয়ে দিও—
সমীচীন ও সংরক্ষণী নিয়ন্ত্রণের
ভিতর-দিয়ে,
দক্ষপটুতায় ক্ষিপ্রনির্ব্বাহী নিরাকরণে,
নইলে, আয়ত্তে আনা
কঠিন হ'য়ে উঠতে পারে,
জীবনধ্বংসী অনেক জঞ্জাল
পোহাতে হ'তে পারে। ১৯৪৯।
২৭।৩।৫০, সকাল ৭-৩০

যা' লোকহিতী,
যথার্থ জীবনসংরক্ষী—
সত্য তা'ই ;
"সদা সত্য কথা কহিবে"
মানেই হ'চ্ছে—
এমন কথা ব'লবে
যা' লোকহিতী বা ভূতহিতী হয়,
সত্তা-পরিপোষক হয়,
সত্তা-সংরক্ষী হয়,

অন্যথায়
যথার্থ হ'লেও
তা' মিথ্যারই সামিল। ১৯৫০।
২৭।৩।৫০, বিকাল ৩-১৫

স্ত্রী ও পুরুষের অন্তর্নিহিত জৈবী-সংস্থিতি
কুলসংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত প্রকৃতি
পরস্পরের অনুপূরক না হ'লে
অর্থাৎ বিষম হ'লে
স্বভাব ও ব্যুৎপত্তিও
পরস্পরের অনুপূরক হয় না
অর্থাৎ বিষমই হ'য়ে থাকে,
তাই, পরস্পর পরস্পরের
স্বার্থও হ'য়ে ওঠে কম,
আর, রক্তবৈষম্যও ঘ'টে থাকে সেখানে
প্রায়শঃ,
এবম্বিধ পরিণয়ে
পরস্পর পরস্পরকে
আপ্তীকৃত ক'রে নিতে পারে যেমন কম,
তেমনই সন্তানসন্ততিও অল্পায়ু হ'য়ে থাকে,
বুদ্ধিবৃত্তি ও ধী শ্লথ হ'য়ে ওঠে,
সত্তা-সংরক্ষণী প্রতিরোধ-ক্ষমতাও
কম হ'য়ে ওঠে,
চারিত্রিক অসামঞ্জস্যও সেখানে
তেমনই পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে,
অসংযমী প্রবৃত্তিপরতন্ত্রতাও

অলল সেখানে ;
সমাজে এমনতর বিপরীত, বিষম
বা প্রতিলোম-সংশ্রয়
যেমন ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের অপলাপী—
সম্প্রদায় বা সামাজিক উৎকর্ষেরও
অপলাপী তেমনি। ১৯৫১।
২৯।৩।৫০, সকাল ৭-৩০

তোমাদের চক্ষু সন্ধিৎসু
খরদৃষ্টিসম্পন্ন হউক—
বিষয় বা ব্যাপারের
ত্বরিত নির্ভুল পর্য্যবেক্ষণে
সুদূরপ্রসারী হ'য়ে,
তোমাদের কর্ণ উৎকর্ণ হউক
দূরশ্রবণ-সম্পন্নতায়—
নির্ণয়ী-বোধ-উচ্ছল হ'য়ে,
নাসা ঘ্রাণ-সম্বোধে তীক্ষ্ণবোধী হউক,
বাক্য বীর্য্যবান, সৌজন্যপূর্ণ, সহৃদয়ী
ও কদর্য্যনিরোধী কুশলবাচী হউক,
হস্ত তোমাদের সুদৃঢ়, অমোঘ হ'য়ে
দক্ষ, লোকহিতী, উপচয়ী তড়িৎ কুশলকর্ম্মা
ক'রে তুলুক,
চরণ সুদক্ষ চলৎশীলতায়
সম্বুদ্ধ সম্বেগে
বিহিত চলনে
দ্রুত পদবিক্ষেপে
সুযোগ ও সুবিধা-সিদ্ধ ক'রে

কৃতার্থতার পথে নিয়ে চলুক,
শরীর তা'র সর্ব্বাঙ্গ-সমাবেশ নিয়ে
উপচয়ী শ্রমকুশলতায়
সর্ব্ব-বিষয়ে সহজ-প্রস্তুতিপ্রবণ
দক্ষ, স্বতঃ-সাবধানী
সঠিক সমাবেশী হ'য়ে চলুক,
হৃদয় তোমাদের বীর্য্যবান,
অটল-প্রাণবন্ত, মহীয়ান হ'য়ে
সক্রিয় সমব্যথী, সেবাপ্রাণ,
উচ্ছল শ্রদ্ধাবন্ত ক'রে তুলুক,
মন কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
সমস্ত শরীরে সঞ্চরণশীলতায়
তা'কে তদনুগ সঞ্চলনসম্বুদ্ধ ক'রে
আদর্শ-স্বার্থপ্রতিষ্ঠায়
সতর্ক, সুচারু, সুবিন্যস্ত
সংযত-প্রবৃত্তি
সার্থক-সমাবেশী হউক,
কাম ও কামনা তোমাদের স্বতঃই যেন
ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ হয়,
সম্বেগ তড়িৎশক্তিসম্পন্ন হ'য়ে
যেন প্রতিটি সাড়ায়
বিহিত চলনে
ক্ষিপ্র ক'রে তোলে তোমাদিগকে,
ধী তোমাদের যেন
আদর্শনিষ্ঠ, কৃষ্টিসম্বুদ্ধ
তপঃপ্রাণ, তড়িৎপ্রভ
শুদ্ধ-সম্বোধি-ধারণক্ষম

সুবিবেচী, কুশলকৌশলী হয়,
তোমরা সর্ব্ববিষয়ে
ক্ষিপ্র হও,
দক্ষ হও,
সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ হও,
নির্ভুল বীর্য্যবান পরাক্রমে
কদর্য্যনিরোধী হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনায় গরীয়ান হ'য়ে চল,
স্বস্তি, স্বধা ও স্বাহা
তোমাদের সংস্থিতিকে
সুপুষ্ট ক'রে তুলুক। ১৯৫২।
২৯।৩।৫০, বেলা ৮-৫৫

তোমার প্রবৃত্তির উপর দাঁড়িয়ে
তদনুকূলে যা'কেই বিচার ক'রতে যাবে—
তা'ই কিন্তু
সত্তা ও সংহতির প্রতিকূল হ'য়ে
ভ্রান্তমার্গী ক'রে তুলবে তোমাকে,
তাই, সব সময় সত্তানুকূলে দাঁড়িয়ে
সাত্বিক সম্বর্দ্ধনী নিয়ন্ত্রণে
যা'-কিছুকে নিয়ন্ত্রণ ক'রো—
দূরদৃষ্টি, বোধ ও বিবেচনা নিয়ে,
—ঠ'কবে কম। ১৯৫৩।
৩০।৩।৫০, বেলা ১১টা

যে-অনুরাগে বিদ্বেষ নাই—
এমন-কি, প্রেষ্ঠের অবজ্ঞাতেও—
সন্ধিৎসু সেবাপ্রাণতা

প্রস্তুতি-তৎপর হ'য়ে
নিজেকে নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধানে
সার্থক ক'রে
প্রিয়র পরিরক্ষণ-পরিপূরণ-পরিপোষণ
যা'দের জীবনে অপরিহার্য্য—
আত্মানুসন্ধানে নিজেকে বিন্যস্ত ক'রে
সদ্ব্যবহারে চরিত্রকে ফুটন্ত ক'রে তুলে
আত্মনিবেদনে সুনিপুণ যা'রা—
প্রেষ্ঠের স্তুতি-সম্বর্দ্ধনার তোয়াক্কা না রেখে
স্বতঃ-অনুপ্রাণনায়
যা'দের জীবন চলন্ত—
প্রেষ্ঠ জীবনে জীবন্ত হ'য়ে,—
তা'রা স্বর্গীয় মানব,
প্রজ্ঞা, প্রবোধনা, তুষ্টি ও পুষ্টি
দাসীর মত সেবা করে তা'দের,
তা'দের সংস্পর্শে নন্দনাই নন্দিত হ'য়ে ওঠে। ১৯৫৪।
৩০।৩।৫০, দুপুর ১২-২০

প্রেষ্ঠ তোমাকে কতখানি ভালবাসেন—
তোষণোদ্দীপনায় কতখানি তোমাকে
দীপ্ত ক'রে রাখেন—
তা'তে তোমার কিছু আসে যায় না,
তুমি তা'তে উৎকর্ষিত হ'য়ে উঠবে না কিন্তু,
ফল কথা,
তুমি তাঁ'কে কতখানি ভালবাস
সক্রিয়ভাবে,
তাঁ'র পরিপূরণ-পরিপোষণ-পরিরক্ষণ

তোমার কাছে কতখানি
স্বতঃ-অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠেছে,
তাঁ'র স্বার্থে, তাঁ'র প্রতিষ্ঠায়
বাস্তবভাবে কতখানি স্বার্থান্বিত হ'য়ে উঠেছ—
স্বতঃ-উৎসারিত অবদান-উপঢৌকনে,
—সেবায়-সংরক্ষণে,
নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্যে সক্রিয়তায়
তোমার জীবনে প্রিয় তোমার
কতখানি জীবন্ত হ'য়ে উঠেছেন,
—তা'ই হ'চ্ছে তোমার আত্মসম্পদ,
উৎকর্ষী অভিযান—
নন্দনার পারিজাত। ১৯৫৫।
৩০।৩।৫০, দুপুর ১২-২৭

প্রেষ্ঠ তোমাকে তোষণ করেন
এই তাৎপর্য্যই
যদি তোমার প্রীতির উৎস হ'য়ে থাকে
তাঁ'কে তুমি তখনও ভালবাসনি,
এক-লহমার ঔদাসীন্য
এতটুকু অবজ্ঞা
ভর্ৎসনার একটি কণাও তাঁ'র
তোমার যুগযুগান্তের প্রীতি
মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ ক'রে দিতে পারে—
প্রবৃত্তির দাম্ভিক ঔদ্ধত্যে
বিকৃত আত্মম্ভরিতায় দ্রোহী ক'রে
বিরূপ ক'রে তাঁ'তে,
এমন প্রীতি নিয়ে তুমি

লক্ষ বছর সঙ্গ ক'রলেও
তোমার আত্মজীবনের উৎকর্ষ
সুদূরপরাহত,
প্রিয়র জীবন তোমাতে জীবন্ত হ'য়ে ওঠা
একটা অলীক স্বপ্ন-মাত্র
তোমার কাছে ততদিন ;
তোমার যা'ই কিছু থাক না,—
তা'ই নিয়েই প্রেয়স্বার্থপ্রতিষ্ঠায়
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠ—
কুশলকৌশলী তপ-পরিচর্য্যায়,
অমরা
'স্বাগতম্' ব'লে
তোমার দিকে চেয়ে থাকবে। ১৯৫৬।
৩০।৩।৫০, দুপুর ১২-৩৪

ঈশ্বরকে দ্বয়ী ভাবতে যেও না,
দ্বয়ী-প্রবৃত্তি আগ্রহকে দ্বিধাসঙ্কুল ক'রে
বহুধা-বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলে—
নিশ্চয়াত্মিকা যা' তা'কেও
সন্দেহসঙ্কুল ক'রে তোলে,
যা'-কিছুকে একে সার্থক হতে দেয় না,
একাগ্রকেন্দ্রিকতাকে
বিশ্লিষ্ট ও বিপর্য্যস্ত ক'রে
সমন্বয়ী সার্থকতাকে অবদলিত ক'রে তোলে,
বিশ্বের প্রতিবৈশিষ্ট্যের
রূপায়িত বিভিন্ন সংস্থিতির অন্তর্নিহিত

একতন্ত্রী অব্যয়ী প্রজ্ঞায়
উপনীত হ'তে দেয় না। ১৯৫৭।
৩০।৩।৫০, বিকাল ৫টা

বুঝ যেখানে কর্ম্মে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে
বোধের সৃষ্টি করে
—জ্ঞান কিন্তু সেখানেই। ১৯৫৮।
৩১।৩।৫০, সকাল ১০-২৫

তোমার ইষ্টানুগ চরিত্র
দেবোপম চলন
স্নেহদীপ্ত বাক্
সন্ধিৎসা-সুন্দর খরমধুর দৃষ্টি
কৃতী কর্ম্মঠ স্বভাব
তপপ্রাণ প্রয়াস
উপচয়ী ব্যবস্থিতি
অমোঘ-প্রত্যয়ী ধী ও বিবেচনা
স্বস্তিসম্বোধী সেবা
কুশলকৌশলী তৎপরতা নিয়ে
আদর্শপ্রাণতায় প্রাণবন্ত হ'য়ে
লোকচক্ষুতে শ্রদ্ধার্হ ক'রে তুলবে
যতই তোমাকে—
ততই তুমি
ললিতগম্ভীর
স্নেহদীপ্ত
স্মিত-কমনীয় কান্তিতে
অধিষ্ঠিত হ'য়ে

লোকহিতী
প্রিয়-প্রাণারাম
পরিতোষ-দীপনায়
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে,
শিবসুন্দর তোমার সত্তায় আবির্ভূত হ'য়ে
শুভ ও সতের পরিবেষণে
পরিবেশকে সংহত ক'রে
পুণ্য-প্রভাবে প্রভাবান্বিত ক'রে তুলবে। ১৯৫৯।
৩১।৩।৫০, দুপুর ১২-২০

তোমার জীবনে
যা' যেমনতর অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে—
তা'তে তুমি
তেমনতর জীবন লাভ ক'রবে। ১৯৬০।
৩১।৩।৫০, দুপুর ১টা

মনোজ্ঞ, সুযুক্তিপূর্ণ ভাবাবেগ নিয়ে
বাস্তবে অমঙ্গল যা'
তা'কে মঙ্গল ব'লে পরিবেষণ করে
—প্রবৃত্তি-অভিভূত শয়তানের
দক্ষ কারসাজি এমনতরই। ১৯৬১।
২।৪।৫০, রাত্র ৭-৪৫

ক'রও প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হ'য়ে
কিংবা যোগ্যতা-সঙ্কোচনী অনুকম্পা নিয়ে
বিবেচনা বা বিচার ক'রে
কোন বিধান বা ব্যবস্থিতির
নিয়ন্ত্রণ ক'রতে যেও না—

বিপর্য্যয়ী কিছু ক'রে ফেলো না,
অনুসন্ধিৎসু অনুধাবনে
নিশ্চয়াত্মিকা বোধ নিয়ে
যেখানে যেমন করণীয় তা'ই ক'রো,
তোমার কোন ভাবাবেগ—
তা' শুভই হোক আর অশুভই হোক—
কাউকে যেন অন্যায্য বঞ্চনা বা পুরস্কারে
প্রবৃত্ত ক'রে না তোলে,
অনুকম্পার সহিত ন্যায়-নিষ্ঠায়
কুশলকৌশলী তৎপরতায়
যেখানে যেমনতর যা' করণীয় তা'ই ক'রো—
শ্রদ্ধার্হ বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ১৯৬২।
৩।৪।৫০, সকাল ৭-৫০

প্রবৃত্তি তোমাকে যতই
ঘিরে ধরুক না কেন,
কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মোহ-মাৎসর্য্য
তোমার সত্তাকে বেষ্টন ক'রে
যত বড় নিগড়ই সৃষ্টি করুক না কেন,
তুমি চোরই হও—
বাটপাড়ই হও—
লম্পটই হও—
কদর্য্য দুঃশীলতার অভিব্যক্তি
তোমাতে যেমনতরই থাকুক না কেন,
তুমি যদি চাও তা'দিগকে আয়ত্ত ক'রতে—
তোমার নিয়ন্তা তা'রা না হ'য়ে
তা'দের নিয়ন্তাই যদি হ'তে চাও তুমি—

উদ্দীপী প্রেরণা নিয়ে
এখনই ফিরে দাঁড়াও,
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায়
আত্মনিবেদন কর এখনই তুমি,
তোমার মনপ্রাণ যেমনই থাক্
তা'ই নিয়েই কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠ তোমার ইষ্টে,
আর, ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে ফন্দীবাজী কুশলকৌশলে
সক্রিয় ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায়
নিয়োজিত ক'রে তোল,
ঐ প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি
তাঁ'রই স্বার্থে
তাঁ'রই প্রতিষ্ঠায়
তাঁ'রই সম্বর্দ্ধনায়
সক্রিয় উচ্ছল আবেগে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠে যা'তে তা'ই কর—
একটা সার্থক সমন্বয়ী সামঞ্জস্য নিয়ে,
বেশ ক'রে নজর ক'রে দেখো—
ব্যষ্টি কি সমষ্টির
হিতী সম্বর্দ্ধনা ছাড়া
তোমাকে দিয়ে তা'রা যেন
আর কিছুই ক'রতে না পারে,
তোমাকে যেন তা'দের হাতের
ক্রীড়নক ক'রে তুলতে না পারে,
দেখবে, ঐ সার্থক কেন্দ্রায়িত
প্রবৃত্তি-সংহতি
বাস্তব সক্রিয়তায়
এমনতর সার্থক সঙ্গতি নিয়ে

গুরুগৌরবে তোমাকে বলীয়ান ক'রে তুলেছে
যা'তে বোধিদীপ্ত সম্বেদনায়
তুমি
প্রাজ্ঞ কুশলকৌশলী
বীর্য্যবান অভিযান-পরায়ণ হ'য়ে উঠেছ—
একটা লোকহিতী সম্বর্দ্ধনা-প্রদীপ্ত
সহযোগ নিয়ে,
যা' তোমাকে বিচ্ছিন্ন
ব্যভিচারদুষ্ট
ও বিপদসঙ্কুল ক'রে তুলছিল
ঐ প্রবৃত্তির কেন্দ্রায়িত সংহতি সমাবেশের ফলে
তাই-ই তোমাকে
স্বর্গের মানুষ ক'রে তুলেছে,
প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি সার্থক ভূমায়
উদ্‌গতিলাভ ক'রে
সত্তায় সংস্থ হ'য়ে
সাত্ত্বিক অবদান-উপঢৌকনে
তুমি ও তোমার পরিবেশকে
ধন্য উদ্যোগী ক'রে
অমৃতনিষ্যন্দী ক'রে তুলেছে। ১৯৬৩।
৩।৪।৫০, বিকাল ৫-৫০

তোমার স্বার্থ, আত্মপ্রতিষ্ঠা
বা বাহাদুরীকে জলাঞ্জলি দিয়ে
প্রবৃত্তির যা'-কিছু সব নিয়ে
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত
সক্রিয়ভাবে কেন্দ্রায়িত না হ'চ্ছ—

তোমার বুদ্ধিবৃত্তি
একটা সমন্বয়ী সমঞ্জস সার্থকতা নিয়ে
বোধবিদীপ্ত হ'য়ে উঠবার সম্ভাবনা
কিন্তু নিতান্তই কম,
তোমার যা'-কিছু সব নিয়ে
প্রিয়পরমে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
তাঁর স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাকে
নিজের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়ে
সক্রিয় পরিপূরণী তপপ্রাণতায়
চ'লতে থাক—
অচিরেই সব দিক দিয়ে
সবভাবে সুষ্ঠু বোধি লাভ ক'রে
সৌষ্ঠব-সৌজন্যে
আদৃত হ'য়ে উঠবে। ১৯৬৪।
৩।৪।৫০, সন্ধ্যা ৬-৪০

যে-কোন ধর্ম্মসংস্থা
বা দ্বিজাধিকরণই হোক না কেন—
যা' পূরয়মাণ অন্যান্য সংস্থায়
বিদ্বেষ পোষণ করে,
কাউকে ছোট করে
কাউকে বড় করে,
অবতার বা প্রেরিতপুরুষগণের মধ্যে
ভেদ সৃষ্টি করে
বা উচ্চনীচ ক'রে ব্যাখ্যা করে,
তাঁ'দের বাণী ও সংস্কৃতিকে
নিজের প্রবৃত্তি-অনুপাতিক

ব্যত্যয়ী ব্যাখ্যায় পরিবেষণ করে,
ঈশ্বরকে দ্বয়ীভাবে আখ্যা দেয়,
যে-ধর্ম্ম বা মতবাদ
পঞ্চবর্হিকে স্বীকার করে না,
সপ্তার্চ্চি প্রতিপালনে বিমুখ,
ঈশ্বর বা পূর্ব্বপূর্য্যমাণ প্রেরিতের প্রতি
আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনে
নিয়ন্ত্রণ-পরাঙ্মুখ,
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে
সমষ্টিকে সম্বর্দ্ধনা করার বালাই যা'তে নাই,
সত্তা ও ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠে না—
এমনতর প্রাণহীন বিকৃত
আনুষ্ঠানিক আতিশয্যকেই
যা' মুখ্য ধ'রে নেয়,
জনন-নীতিতে কৌলিক-সংস্কৃতি অনুপাতিক
অনুলোম বা প্রতিলোম
গ্রহণ বা বর্জ্জনের
ধান্ধা যেখানে নাই,
যা' ভূমা-উদ্দীপী নয়,
অব্যয়ী-প্রজ্ঞার অন্তরায়ী,
বিদ্বেষপ্রসূ বিকৃত জ্ঞানের আমন্ত্রক,
ভেদ, বিপর্য্যয় ও সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির স্রষ্টা,
প্রবৃত্তি-অভিভূতির ঔদার্য্যপূর্ণ যন্ত্র,
—এমনতর সংস্থা বা দ্বিজাধিকরণ
বা তা'র নায়ককে
অনুসরণ ক'রতে যেও না—
সে-অনুসরণ ধর্ম্মসিদ্ধ হবে না,

বিধিনিঃসৃত সত্তাসম্বর্দ্ধনী নয় তা',
তা' শয়তানেরই সম্মোহনী আকর্ষণ,
তা'তে ঠ'কবে,
বিভ্রান্তির কবলে হাবুডুবু খেয়ে
পরিবেশকেও মজাবে। ১৯৬৫।
৩।৪।৫০, রাত্র ৭-১০

অলস প্রত্যাশী হ'তে যেও না—
যেখানে যখন যেমন ক'রে
যা' দিয়ে
তোমার প্রত্যাশা পরিপূরিত হ'তে পারে
তা' না ক'রে,
এই অলস প্রত্যাশা মানুষকে বিভ্রান্ত, বিক্ষুব্ধ
ও হতাশ অবসন্নই ক'রে তোলে,
তাই, যা' চাও
তা' পেতে হয় যা' যা' ক'রে
সেই পারার কৃতার্থতার ভিতর-দিয়েই
পেতে যত্নবান হ'য়ো;
যে বা যা'র অস্তিত্ব তোমার জীবনে
অনিবার্য্য স্বার্থ হ'য়ে ওঠেনি—
তোমার স্বার্থ তা'র দ্বারা
যতই আপূরিত হোক না কেন,—
তুমি ও তোমার স্বার্থ
যে নিঃস্ব হ'য়েই চ'লবে তা' কিন্তু স্বাভাবিক,
তাই, স্বার্থকে সজীব ক'রেই যদি রাখতে চাও—
যে তোমার জীবন্ত স্বার্থ
যা' হ'তে আপূরিত হ'চ্ছ তুমি

তা'কেই তুমি
তোমার অনিবার্য্য স্বার্থ ক'রে তোল,
উপচয়ে চলন্ত ক'রে তোল তা'কে—
সক্রিয়তায় সার্থক ব্যবহারে,
তুমি ও তোমার স্বার্থ দুই-ই সার্থক হবে। ১৯৬৬।
৪।৪।৫০, বেলা ১১-১৫

কেউ যদি তা'র দরদী, দয়িত
বা প্রয়োজনীয় কা'রও কাছে
হৃদয় খুলে কথা ব'লতে চায়, মিশতে চায়,—
ভারাক্রান্ত হৃদয়ের গুরুভারকে
লাঘব ক'রতে,
পাতলা হ'য়ে
একটু সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে,
সে যদি তোমারও দরদী, দয়িত
বা প্রয়োজনীয় হয়—
তবুও তা'র ঐ প্রত্যাশার বাধা হ'য়ো না কখনও,
সমবেদনার আপ্যায়নে
সুবিধা করে দিও তা'র,
আর, তা'র সোয়াস্তির নিঃশ্বাস লাভ করার
অন্তরায় তুমিও হ'য়ো না
সামর্থ্যমত অন্যকেও হ'তে দিও না;
পরিশ্রান্ত হৃদয়ে
সুবাতাসপূর্ণ ক্ষণিকের ছায়াতেও
যেমন তোমার ক্লান্তি হরণ করে—
তেমনি তা'রও কিন্তু,
সমব্যথী এমনতর সহচর্য্যায়

তুমিও সোয়াস্তি পাবে—
অনুকম্পার পাত্র হবে অনেকেরই ;
কিন্তু যেখানে দেখবে,—
তোমার দয়িত, দরদী বা প্রয়োজনীয় কেউ
দলিত হবার সম্ভাবনা—
স্বার্থসন্ধিক্ষুতার বিষাক্ত বিষে
জর্জ্জরিত হওয়ার সম্ভাবনা—
সন্ধিৎসা ও সাবধান বিচক্ষণতা নিয়ে
কুশলকৌশলী কঠোর নিয়ন্ত্রণে
তা'কে নিরস্ত ক'রো,
তা'তে দয়িতও ত্রাণ পাবে—
আত্মপ্রসাদ তোমাকেও নন্দিত ক'রে তুলবে। ১৯৬৭।
৪।৪।৫০, বিকাল ৩-৩০

দুষ্কর্ম্ম দুঃস্থিরই আমন্ত্রক,
অবাধ্য দুর্নীতিপরায়ণ যা'রা
মৃত্যুই তা'দের আরাধ্য—
জীয়ন্ত জীবনেও তা'রা কৃতান্ত-অভিশপ্ত। ১৯৬৮।
৪।৪।৫০, রাত্র ৯টা

মানুষকে যদি
তোমার শক্তি ও সামর্থ্যমত
সাহায্য ও সেবা দিতে কুণ্ঠিত হও—
সম্পদ তোমাকে ধিক্কার দেবে
—ঠিক জেনো। ১৯৬৯।
৪।৪।৫০, রাত্র ৯-১০

পিতামাতা, স্বামী
বা আচার্য্য-সান্নিধ্য হ'তে
দূরে থাকতে হ'তে পারে—
এমনতর মনোবিকারকে
পোষণ ক'রো না কখনও,
কারণ, ঐ বিকার বিকেন্দ্রিক ক'রে
এমনতর বিকৃতি সৃষ্টি ক'রতে পারে—
যার ফলে, তোমার জীবন-চলনা
'বিপর্য্যয়ের কুটিল কর্ষণে
ইতোভ্রষ্টস্তেতানষ্ট হওয়া ছাড়া
উপায় পাওয়াই সুকঠিন হ'য়ে উঠতে পারে। ১৯৭০ ।
৫।৪।৫০, সকাল ৭-৪৫

তোমার সজীব সামর্থ্য সত্ত্বেও
অনুকম্পাহারা হ'য়ে
বিব্রতিপীড়িত মানুষের
যাচ্ঞাকে যতই তাচ্ছিল্য ক'রতে থাকবে—
তুমি লাখ বিব্রত হও
মানুষের অনুকম্পা
মুখ ফিরিয়ে র'বে তোমার দিকে ;
তোমাকে চাইতে হবেই মানুষের কাছে,
আর, চাইলেও পাবে না—
শুধু তা'রই রাস্তা অনাবিল ক'রে তুলছ মাত্র,
বঞ্চনার কুটিল কটাক্ষ
তোমাকে বিদ্রূপ ক'রে চ'লতে থাকবে,
আরও সামর্থ্যকে সঙ্কীর্ণ ক'রে

নিজেরই যোগ্যতার অপলাপ ঘটাবে মাত্র—
এখনও সাবধান হও। ১৯৭১।
৫।৪।৫০, বেলা ৯-৪০

তোমার দান যেন দুরিতকে
পরিপোষণ না করে,
সন্ধিৎসু বিচক্ষণতায়
লহমায় বুঝে
তোমার দানকে পুণ্যপোষণী ক'রে তুলো,
মনে রেখো, ওই দানই তোমার
দুঃস্থি-ও-দারিদ্র্য-উচ্ছেদী বীমা। ১৯৭২।
৫।৪।৫০, বেলা ৯-৫০

যা' অক্লান্ত তাপস চেষ্টায়
সুদীর্ঘ অনুসন্ধিৎসু অনুসরণে
শ্রম-অধ্যবসায়ী সুনিষ্ঠ অধিগমনে
বিদিত হ'য়েছে—
তা'কে এক লহমায়
মোক্থা উপস্থিতি অনুসন্ধানে জানতে চেয়ো না,
ঐ রকম অলস জানতে চাওয়া
বা বুঝতে যাওয়া
এমনতর বিপর্য্যয়ী বুঝের সৃষ্টি ক'রবে
যা'তে তুমি তো বিভ্রান্ত হবেই—
তা' ছাড়া, অন্যকেও বঞ্চিত ক'রবে
ঐ অনুসন্ধিৎসু আয়ত্তী অধিগমন হ'তে,
দাম্ভিক ঔদ্ধত্য ও ভ্রান্তিই হবে
তোমার উপঢৌকন—

মূঢ় পণ্ডামীর শীর্ণ তাৎপর্য্যে ;
তাই, যা' জানতে, বুঝতে বা অধিগমন ক'রতে
আয়ত্তে আনতে
যোগ্যতামাফিক যেমন যথোপযুক্ততায়
তা' ক'রতে হয়
তা'ই ক'রো--
নয়তো, ব্যর্থতাই হবে
ব্যর্থ করবার ঠগী আমন্ত্রণ। ১৯৭৩।
৫।৪।৫০, বিকাল ৫টা

অত্যাচারকে অত্যাচার দিয়ে
দমন করা যায় কমই—
যতক্ষণ না তা'র কারণ নিরাকরণ হয়,
তা'কে সাময়িক অবসন্ন ক'রে রাখা যায় মাত্র,
তাই, কারণকে অনুসন্ধান ক'রে
সুনিয়ন্ত্রিত সুকৌশলে
তা'কে অপনোদন কর ক্ষিপ্র ব্যবস্থায়,
সঙ্গে-সঙ্গে অত্যাচারী উল্লম্ফনকে
দমিত ক'রে ফেল
যা'তে ক্ষয় ও ক্ষতি
পৈশাচিক নৃত্যে
কিছুকে নিঃশেষ ক'রতে না পারে,
নজর রেখো, কোন-দিক-দিয়েই
যেন সে প্রশ্রয় বা ইন্ধন না পায়,
নইলে, অত্যাচার নির্ব্বিচারে
সর্ব্বস্বান্ত ক'রে ফেলবে। ১৯৭৪।
৫।৪।৫০, রাত্র ৮-৪৫

তুমি যদি
মানুষের স্বার্থ হ'য়ে না ওঠ
সৎদীপনায়—
কদর্য্যও ক্ষতিকর যা'
তা'কে নিরোধ ক'রে—
প্রতিক্রিয়ায়, অদূরেই চেয়ে দেখ,—
অনর্থ হামাগুড়ি দিয়ে
তোমার দিকে কেমনতর এগিয়ে আসছে,
তা'র উদ্‌ভ্রান্ত নখর
তোমাকেই সহ্য ক'রতে হবে
সপরিবেশে। ১৯৭৫।
৬।৪।৫০, বেলা ১১-১০

যে-সম্বন্ধে একজনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই—
পরোক্ষতঃ বা শোনাশুনিভাবে
যা' সে জেনেছে—
তেমনতর ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে
সে কা'রও বিরুদ্ধে
কোন কদর্য্য অভিব্যক্তি যখন করে—
ঐ অভিব্যক্তিকে যদি তৎক্ষণাৎই
নির্ব্বিরোধে নিরোধ না কর,
তা' কিন্তু উল্কা উদ্‌গীবণ ক'রতে-ক'রতে
যখন-তখন যা'কে-তা'কে
জ্বালিয়ে দিতে পারে,
তুমি একা ঐটে নিরোধ না করায়
অতগুলি পাপের সঙ্গমস্থল
হ'য়ে উঠলে,

ইন্ধনী প্রশ্রয় হ'য়ে উঠলে,
বিধ্বস্তির বিষাক্ত বাতাস হ'তে
রেহাই পাবে না তুমি—
তোমার পরিস্থিতি নিয়ে,
তাই বলি, ঐ বিষাক্ত সংক্রমণ
নিরোধ কর, নিরোধ কর, নিরোধ কর—
উপযুক্ত কুশলকৌশলী নিয়ন্ত্রণে। ১৯৭৬।
৬।৪।৫০, বেলা ১১-২০

বিগত যা' তা'র রোমন্থন বা পুনরাবৃত্তি
ভাল সেই স্থলে—
যা'র ফলে, আত্মপর্য্যবেক্ষণে
বিষয় বা ব্যাপারগুলির অনুধাবনায়
কারণ নির্ণয় ক'রে
ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিবেচনায়
সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে
সার্থক সমাবেশী ভূয়োদর্শনে
সেই অভিজ্ঞতা ধ'রে গন্তব্যের দিকে চলা যায়—
ভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত না হ'য়ে,
যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে ;
আর, ঐ রোমন্থন বা পুনরাবৃত্তি যদি
বিদ্বেষ বা দ্রোহভাবের প্রশ্রয় হ'য়ে ওঠে—
অভিজ্ঞতার আহরণ জলাঞ্জলি দিয়ে,—
তা' কিন্তু বিধ্বস্তিরই আহ্বান। ১৯৭৭।
৬।৪।৫০, বিকাল ২টা

তোমার ইস্ট, আচার্য্য বা সদ্‌গুরুর প্রতি
যখনই এমনতর অনুরাগ সৃষ্টি হবে—

যে-অনুরাগ তাঁ'র অবজ্ঞা,
অবহেলা, আঘাত বা সংঘাতেও
অচ্যুত, অরাধ্য ও অনিবার্য্য হ'য়ে
তাঁ'তে একান্ত প্রীতিসম্পন্ন ক'রে তুলবে—
স্বতঃ-আত্মপর্য্যবেক্ষণে,
আত্মনিয়ন্ত্রণ-সমঞ্জসা সার্থক্ সমাবেশে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে,—
তখন থেকেই তুমি তাঁ'তে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠেছ,
তাঁ'র জীবন
তাঁ'র চাহিদার সমস্ত বোধ নিয়ে
তোমার চরিত্রে প্রাঞ্জল হ'য়ে উঠতে
আরম্ভ ক'রেছে,
তোমার প্রবৃত্তির কোন-কিছু চাহিদা
তাঁ'কে চাওয়ার অন্তরায় হ'য়ে
কোনক্রমেই যখন দাঁড়াতে পারছে না—
প্রবৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রণে সার্থক সংহত হ'তে
তখন থেকেই সুরু ক'রেছে,
তাঁ'র প্রতি
তিলমাত্র বিরূপ বা বিদ্বেষ-ভাবের কারণও
যখন তাঁ'তে
আরও অনুরাগ-উদ্দীপী ক'রে তুলেছে
একটা সংঘাতমথিত প্রীতিপ্রেরণার উদ্দীপনায়
স্বতঃ-নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে—
তখন থেকেই তোমার আধ্যাত্মিক জীবন
জন্মগ্রহণ ক'রেছে,
পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মফল

নিয়তির দুরপনেয় ডাইনী আকর্ষণ—
সবগুলিই ব্যর্থ হ'তে আরম্ভ ক'রেছে,
ভাগবত-জন্ম তোমার আরম্ভ হ'ল
ওখান থেকেই,
তুমি তাঁ'কে লাভ ক'রতে পারবে,
অভীঃ-উদ্‌গাতা হ'য়ে তোমার জীবনে
সামগীতির সম্মোহন-সুরে
দিগন্তের বিজয়বার্ত্তা
বহন ক'রতে সুরু ক'রেছে। ১৯৭৮।
৭।৪।৫০, সকাল ৭টা

মানুষের মস্তিষ্কে
চিন্তা ও কর্ম্মের
বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন-সমাবেশী অনুলেখন
বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন-সমাবেশী
ব্যুৎপত্তির সৃষ্টি করে,
তা'র ফলে, যুক্তির একটা ঘূর্ণিজাল সৃষ্টি ক'রে
মানুষকে সর্ব্বসমন্বয়ী প্রগতি-চিন্তা থেকে
বিরত বা বঞ্চিত ক'রে তোলে। ১৯৭৯।
৭।৪।৫০, বেলা ১০টা

শ্রদ্ধা বা স্নেহ অভিষিক্ত
দান, সেবা ও সমর্থন—
তা'র থেকেই হয় মমতার উদ্‌ভব,
প্রিয়পরমের প্রতি অমনতর
নিত্যনৈমিত্তিক দান

নিত্যনৈমিত্তিক সমর্থন

নিত্যনৈমিত্তিক সাত্ত্বিক, সমঞ্জস-সমাবেশী
প্রগতি-পরিচর্য্যী অধ্যবসায়ী সেবা—
তাঁ'র জন্য তোমার যোগ্যতা-অনুপাতিক
শ্রদ্ধাভিষিক্ত আহরণ ও অবদান—
এমন-কি, পত্র, পুষ্প, ফল, জল পর্য্যন্তও
তাঁ'র প্রতি তোমার মমতা বাড়িয়ে
তোমাকে তাঁ'তে কেন্দ্রায়িত ক'রে তোলে। ১৯৮০।

৭।৪।৫০, বেলা ১০-২০

মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদ,
চালচলন, হাবভাব,
অভ্যাস ও আচরণের ভিতর
যতখানি যেমনতর কদর্য্যত্ব
বা জমকাল আড়ম্বরশীলতা
বা সাম্যভাব, সামঞ্জস্য
ও নৈষ্ঠিক সক্রিয়তা আছে—
তা'ই দেখে সাধারণতঃ বোঝা যায়—
তা'র অন্তর্নিহিত ধারণা,
ভাব ও প্রত্যয়ী প্রকৃতি
কেমন বা কতখানি। ১৯৮১।

৮।৪।৫০, বেলা ১০টা

কেউ যদি পূরয়মাণ প্রাজ্ঞ,
প্রেয় আচার্য্য বা সদ্‌গুরু-সন্নিধানে
দীক্ষিত হ'য়েও

ঔদ্ধত্য ও প্রবৃত্তি-সংঘাতে
ব্যভিচার-জৃম্ভনে
বিচ্ছিন্ন বিচ্যুতি লাভ ক'রে
অন্য আচার্য্যের কাছে দীক্ষিত হয়—
আর, সে-আচার্য্য যদি
তা'র প্রবৃত্তি ও মনোবিকারকে
সার্থক নিয়ন্ত্রণ-সম্বুদ্ধ ক'রে
তা'র অন্তরে সেই পূরয়মাণ
প্রাজ্ঞ প্রেয় আচার্য্যকে প্রতিষ্ঠা না ক'রতে পারেন,—
এক-কথায়, তিনি যদি
পূর্ব্ববর্ত্তীর অনুপূরক না হ'য়ে
তাঁ'র প্রতিরোধক হন,
তবে সেই পূর্ব্ব প্রেয়কে কেন্দ্র ক'রে
তার ভাব, মনন ও জাগতিক ক্রিয়াগুলির
যে একটা সমঞ্জস সমাবেশ হ'য়ে চ'লছিল
সার্থক ক্রম-সংহতি নিয়ে
—তা'র বিকেন্দ্রিয়তায়
অন্য আচার্য্যকে কেন্দ্র ক'রে
মস্তিষ্কের অনুলেখাগুলি
যে-সংহতি নিয়ে সমাবেশ হ'তে লাগল—
তা'র ভিতর সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
মস্তিষ্কে বিকৃত সমাবেশে
বোধি ও স্নায়ুস্রোতের ভিতরে
বিকৃত স্রোত এনে
বিকৃত ব্যুৎপত্তি
ও বৈধানিক বিকৃত পরিবেশ উপস্থিত ক'রে
সম্বর্দ্ধনী সার্থক সংহতিকে বিধ্বস্ত ক'রে

কাপট্যানুরঞ্জনে দ্বিধাসঙ্কুল তরঙ্গ সৃষ্টি ক'রে
মন্থর পদবিক্ষেপে
জাহান্নমের দিকেই
নিয়ে চ'লতে থাকে,
বিকৃতির উপঢৌকনই
তা'র সম্ভ্রান্ত পদবীর
ভ্রমলোলুপ উৎকোচ হ'য়ে ওঠে,
আর, সেই দিক দিয়েই
"গুরুত্যাগ মহাপাপ"—
শাস্ত্রের চলতি কথার তাৎপর্য্য ;
আবার, যে-পরিবারে
পরস্পর আপোষণী বা আপূরণী নয়
এমনতর বিভিন্ন আচার্য্যের
যত সমাবেশ—
সেখানে বিচ্ছিন্নতা ও অসংহতি
তত বেশী,
কিন্তু পরবর্ত্তী আচার্য্য যদি
পূর্ব্ব-পরিপূরণী সার্থক বিন্যাসপ্রবুদ্ধ
ও তৎপ্রতিষ্ঠাপ্রাণ হন—
সেখানে এই সমস্ত দোষ অর্শায় না,
বরং
তা'রই পরিপূরক, পরিপোষক
ও পরিরক্ষক হ'য়ে ওঠে
বোধিসম্বর্দ্ধনী কেন্দ্রিকতার
লীলায়িত উচ্ছলতায় ;
ফল কথা, তুমি যা'ই কর তা'
এক পূরয়মাণ প্রাজ্ঞ

প্রেয় আচার্য্য বা সদ্‌গুরুতে
যেন সার্থক হ'য়ে ওঠে—
কেন্দ্রায়িত পরিচর্য্যায়। ১৯৮২।
৮।৪।৫০, বেলা ১১-২০

প্রবৃত্তির সংক্ষুব্ধ কামনা নিয়ে
যে-কোন আচার্য্যসান্নিধ্যে
যে-কোন দেবদেবীকে
উপাসনা কর না কেন—
হয়তো তদনুযায়ী ফলও লাভ ক'রতে পার,
কিন্তু প্রিয়পরম প্রাজ্ঞ আচার্য্যে
অচ্যুতভাবে যুক্ত হ'য়ে
যে-কামনাই কর না কেন—
তোমার প্রকৃতিগত স্বার্থ
যথোপযুক্তভাবে আপূরিত হ'য়ে
তোমার প্রাপ্তি তাঁ'কেই স্পর্শ ক'রবে;
পূরয়মাণ প্রিয়পরম ভাগবত-প্রতীক যিনি
তিনিই হ'চ্ছেন
যা'-কিছু সবেরই
যোগ্যতাপ্রসূ ফলদাতা,
তোমার যজ্ঞ, তোমার হোম,
তোমার তপশ্চারী কামনা
ঐ ঈপ্সিতপথে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সক্রিয় বিধিবিরঞ্জিত অনুষ্ঠানে
সম্পাদন ক'রলে—

তিনিই তা'র আপূরক

শ্রেয়-সঙ্কর্ষণী সম্বর্দ্ধনায়। ১৯৮৩।

৮।৪।৫০, দুপুর ১২-২৮

যে-কোন পরিচর্য্যাই ক'রতে যাও না কেন—
আর, সে-পরিচর্য্যা তোমার জীবনে
যদি অনিবার্য্যই হ'য়ে উঠে থাকে—
তো যা'র পরিচর্য্যায় নিয়োজিত হ'য়েছ
সে যেন তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
শুধু লৌকিক কর্ত্তব্যবোধে নয়—
জীবনের অনিবার্য্য আকুতির
আগ্রহোন্মাদনায়
তা'র সেবা না ক'রতে পারলে
জীবনকে তৃপ্ত ও স্বস্থই বোধ হয় না
এমনতরই যেন হ'য়ে ওঠে;
তাহ'লে দেখতে হবে—
তোমার সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও সন্তোষ
সানন্দ প্রভাবান্বিত হ'য়েছে কিনা!—
যা'র সেবা ক'রছ তা'র মনকে
সুস্থ, দীপ্ত ক'রে
তা'কে সর্ব্বতোভাবে স্বস্তিসম্বুদ্ধ
ক'রে তোলার সক্রিয় প্রচেষ্টা
তোমাকে পেয়ে ব'সেছে কিনা!—
তোমার ঐ আকুতি
তোমাকে স্বতঃই দক্ষ, ক্ষিপ্র ও কুশলকর্ম্মা
ক'রে তুলেছে কিনা—
সম্বিৎসু ব্যবস্থিতির সুচারু, সমঞ্জস

সার্থক সমাবেশে !—
পরিবেশ বা পরিকরদিগের সহিত
সদ্ব্যবহারসম্পন্ন সহযোগিতা
সহজ হ'য়ে উঠেছে কিনা তোমার !—
কা'রও অবাঞ্ছিত কোটকে
নির্ব্বিরোধে সদ্ব্যবহারে সুনিয়ন্ত্রণে
সুব্যবস্থ ক'রে তুলতে পার কিনা !—
হীনম্মন্যতা-প্রভাবান্বিত হ'য়ে
অন্যের প্রতি দ্বেষ বা আক্রোশবশতঃ
তা'র পরিচর্য্যা হ'তে নিবৃত্ত হ'য়ে উঠেছ কি না
—যদি উঠে থাক
তা'তে আগ্রহ তোমার
আত্মম্ভরিতার স্বার্থমলিন
আত্মপ্রতিষ্ঠ রাহাজানি মাত্র,
ঐ পরিচর্য্যা পথেই নষ্ট পেয়ে যাবে;
তাই, যা' তোমাকে দিয়ে সম্ভব
নিজে ক'রো,
পরিকর বা পরিবেশের সহিত
সদ্ব্যবহারে তা'দিগকে নন্দিত ক'রে
তা'দিগকে দিয়ে ঐ পরিচর্য্যাকে
দক্ষ, সুপোষিত ক'রে তুলো,
বাচাল ও বেফাঁস আলোচনা থেকে
বিরত থেকো—
নিজের সম্ভ্রম বজায় রেখে,
কা'রও দোষকেই মুখ্য ক'রে ধ'রে
তা'কে অপদস্থ ক'রো না—
বরং স্বাদু নিয়ন্ত্রণে বিন্যস্ত ক'রে তুলো

শুভ-বিন্যাসে,
নিজে কোট ক'রো না—
পরিবেশের ভিতর কা'রও কোট
বা হামবড়াই রকম দেখলে
তা' পরিপূরণে সাহায্য ক'রো—
যদি তা' ঐ পরিচর্য্যাকে ব্যাহত না করে,
আর, এমন শ্রদ্ধার্হ চলনে চ'লো
যা'তে তোমাকে শ্রদ্ধা ক'রে
তা'রা সুখী হয়—
তোমাকে সুখ্যাতি ক'রে
তা'রা আত্মখ্যাতিরই সুখ অনুভব করে,
করণীয় যা'
এমনতর সতর্ক নজরে তা'কে পর্য্যবেক্ষণ ক'রো—
সময়মত সহজে তা' যেন সম্পাদিত হয়,
আর, তা'ই করাই
যেন তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
বিরোধ-ব্যত্যয়গুলিকে এড়িয়ে
নিজ-সহ সবাইকে যা'তে
নিয়ন্ত্রণে সামঞ্জস্যে এনে
সুব্যবহার ও যথোপযুক্ত সেবায়
ফুল্ল রেখে
তোমার ঐ পরিচর্য্যার ব্রতকে
সর্ব্বতোভাবে সৌষ্ঠবে সুসম্পন্ন ক'রতে পার
তা'ই ক'রো,
করা বা সেবার ভিতর-দিয়ে যদি
নিজের ব্যবহার ও চরিত্রের উৎকর্ষ হয়,—
পরিকর ও পরিবেশদিগকে

প্রীতিবন্ধনে নিবদ্ধ রাখতে পার
তা'দিগকে ঐ উৎকর্ষ চলনের যাত্রী ক'রে
দক্ষ কুশল-কর্ম্মঠ ক'রে,—
তা'তে কিন্তু তোমারই উৎকর্ষ
ঐ পরিবেশ নিয়ে,
এতে নিজেও প্রতিষ্ঠা পাবে
আর পরিচর্য্যাও প্রসন্ন হবে। ১৯৮৪।
৯।৪।৫০, রাত্র ৯-৩৫

আগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে
চিন্তন, মনন, ভাব
ও পরিস্থিতির বাহ্যিক প্রেরণাসঙ্ঘাত
মস্তিষ্কে গুচ্ছাকারে
যে-অনুলেখার সৃষ্টি করে—
সেই-সেই ব্যাপারে
ব্যুৎপত্তিও তদনুপাতিকই হ'য়ে থাকে ;
এই গুচ্ছীকৃত অনুলেখন
যা'র যত বিচ্ছিন্ন, সংযোগহারা—
তা'র ব্যুৎপত্তিও তেমনি,
বিচার-বিবেচনাও
তেমনি সর্ব্বাঙ্গ-সুষ্ঠু নয়,
সিদ্ধান্তও তা'দের আঁকুপাকু ক'রে
এক-এক সময় এক-এক রূপ নিয়ে
উপনীত হয়,
দূরদৃষ্টিও অমনতর কাটাকাটা, ঝাপসা ;
তাই, যা'রা সৎপন্থী হ'তে চায়—
আর্য্য দীক্ষা বা সৎদীক্ষায়

নিজেদের দীক্ষিত ক'রতে আগ্রহশীল—
তা'দের ব্যুৎপত্তি যদি অমনতর
বিচ্ছিন্ন থেকে থাকে—
বিবেচনার পাল্লায় প'ড়লেই
তা' তা'দের হ'য়ে ওঠা কঠিন,
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত হ'লেই
ঐ দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়া উচিত তা'দের,
নইলে, ঐ বিচার বা বিবেচনাই
বিভ্রান্তির বিঘূর্ণী বিপাকে আকর্ষণ ক'রে
বঞ্চিত ক'রে তুলতে পারে তা'দিগকে,
আর, তা'রা যদি ঐ দীক্ষায়
আগ্রহ-উদ্দীপ্তির সহিত দীক্ষিত হ'য়ে ওঠে—
শ্রদ্ধা-উচ্ছল অনুরাগে অচ্যুতভাবে
ইষ্ট বা গুরুতে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠে—
কোনপ্রকার বিকেন্দ্রিকতার সৃষ্টি না ক'রে,—
ক্রমশঃ ঐ সঞ্চিত ও সঞ্চীয়মান বিচ্ছিন্ন গুচ্ছগুলি
সার্থক সমাবেশে অন্বিত হওয়ায়
তা'রা কুশল-তাৎপর্য্যে ক্রমচলনে
প্রজ্ঞার অধিকারী হ'য়ে উঠতে পারে,
সার্থক ও ধন্য হ'য়ে উঠতে পারে
তা'দের জীবন—
ভক্তি-উচ্ছ্বসিত ভজনানন্দে
প্রজ্ঞা-বিকিরণী জ্যান্ত জীবন নিয়ে
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের
সাযুজ্য-অভিনন্দনায়। ১৯৮৫ ।
১০।৪।৫০, বেলা ১০-৩০

ইষ্ট, শ্রেষ্ঠ বা প্রিয়পরমের
আসঙ্গলিপ্সা তোমার
এমনতর অবাধ্য ও অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠেনি
যা'তে তুমি তাঁ'র প্রতি
সশ্রদ্ধ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও
তাঁ' থেকে অনায়াসেই
অনুৎকণ্ঠিতচিত্তে দূরে থাকতে পার
অভিমান-বিজৃম্ভিত অন্তরে,
কিংবা তাঁ'র সঙ্গ ক'রতে আসলেও
যখন-তখন ঠোক্কর বেধে যায়
উপসন্ন পরিবেশের সাথে,
তা' কিন্তু তোমাকে এই বুঝিয়ে দিচ্ছে—
তাঁ'তে সঙ্গত হ'য়ে ওঠেনি
এমনতর অনেক প্রবৃত্তি
তোমাতে এখনও আধিপত্য
স্থাপন ক'রে আছে
যা'তে আগ্রহ-উদ্দীপী
প্রয়োজন-অনুপাতিক
তাঁ'কে অবলম্বন ক'রে
তুমি তাঁ' হ'তে দূরে থাকতে পার,
তাঁ'র প্রতি তোমার ঐ কেন্দ্রায়িত অনুরাগ
ঐ রকমারি প্রবৃত্তিগুলিকে
নিয়ন্ত্রণে এমনতরভাবে
অন্বিত ক'রে তুলতে পারেনি—
যা'তে সার্থক সন্দীপনায়
তুমি একান্ত হ'য়ে ওঠ তাঁ'তে,
তিনি তোমাতে তোমারই কেবল

হ'য়ে ওঠেননি এখনও,
বিপর্য্যস্ত বিকৃতি নিয়ে
তাই অনেক প্রবৃত্তি
বিক্ষিপ্ত লিপ্সায় লোলুপ হ'য়ে
ঘুরে বেড়াচ্ছে এখনও—
তা'দের আকর্ষণে
তোমাকে বিঘূর্ণিত ক'রে,
একটা দাম্ভিক আত্মম্ভরী ঔদ্ধত্য-আবেগের ঘশ্য ঘূর্ণিতে ;
আত্মদৃষ্টি নিয়ে
অন্তর-পর্য্যবেক্ষণে
সেগুলিকে সঙ্গত ক'রে ফেল তাঁ'তে—
তাঁ'রই স্বার্থপ্রতিষ্ঠায়,
সুন্দর তোমাকে সুন্দর ব'লে
আহ্বান ক'রবে। ১৯৮৬।
১০।৪।৫০, বেলা ১১-৫০

যখনই দেখছ মান-অভিমান,
হিংসা-দ্বেষ, লোভ মোহ
ইত্যাদি উৎক্ষিপ্ত হ'য়েও
প্রিয়পরমের প্রতি তোমার অনুরাগ
আরোতর সম্বেগে অনিবার্য্য হ'য়ে উঠছে—
যতই যা'ই কর কিছুতেই
তৃপ্ত বা সুখী হ'য়ে থাকতে পারছ না
তাঁ'কে ছেড়ে—
অবস্থা তোমার যতই বিপর্য্যয়ী
হোক না কেন—
বিক্ষেপ-বিচ্ছিন্ন হোক না কেন—

ঐ আগ্রহ-আতুর আসক্তি
যা' তোমার জীবনে তাঁ'কে
অনিবার্য্য ক'রে তুলেছে
লাখো যন্ত্রণা নিয়েও—
হাড়ে-হাড়ে অন্তরের কানায়-কানায়
অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
ক্রূর সম্বেগে আকৃষ্ট ক'রে তুলছে তোমাকে
তোমার সেই প্রিয়পরমেই—
তাঁ'কে যত না চাওয়ার রকম ক'রছ
চাওয়াটা ততই অবাধ্য উদগ্র
হ'য়ে উঠছে তোমাতে—
বিচ্ছেদ অবিচ্ছিন্নভাবে তোমাকে
অচ্যুত ক'রে তুলছে তাঁ'তে সক্রিয় সার্থকতায়—
তোমার ভাবনার কিছু নাই,
ভয়ের কিছু নাই,
আক্ষিপ্ত প্রবৃত্তিগুলি
সমন্বয়ী সার্থক নিয়ন্ত্রণে
অচিরেই তাঁ'তে সার্থক হ'য়ে উঠবে,
প্রজ্ঞা-সক্রিয়তার ভিতর-দিয়ে
তোমাতে দেদীপ্যমান হ'য়ে উঠবে,
আশীর্ব্বাদ অমৃতনিষ্যন্দী হ'য়ে
কত রকমের কত কায়দায় ব'লে উঠবে—
"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত"
তোমার চলন চলন্ত হ'য়ে
দীপক রাগিণীতে
দিগন্তকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে। ১৯৮৭।
১০।৪।৫০, বিকাল ৬-১৫

মানুষকে জীবনে জীয়ন্ত ক'রে তুলে
আদর্শে সুনিষ্ঠ ক'রে
ইষ্টানুগ পথে
সংরক্ষণী সম্পোষণী
ও সম্পূরণী যোগ্যতায়
যোগ্য ক'রে তোলাই হ'চ্ছে ধর্ম্মদান,
সাহসে, বীর্য্যে, শ্রমে, প্রত্যয়ে
উপচয়ী অর্জ্জনে
অভ্যুদয়ী ক'রে তোলাই হ'চ্ছে ধর্ম্মদান,
তাই, ধর্ম্মদানের বাড়া পুণ্য নাইকো;
তোমার লোকসেবা মানুষকে
আদর্শে কেন্দ্রায়িত ক'রে
অভ্যুদয়েই যদি উন্নত ক'রে
না তুলতে পারল—
স্বাবলম্বী ক'রে
সহযোগী ক'রে—
তা' যে ব্যর্থ কোলাহল-মাত্র
তা'তে কি আর সন্দেহ আছে? ১৯৮৮।

১০।৪।৫০, রাত্র ৮-৩৫

যেখানে অনন্যোপায় হ'য়ে
আত্ম ও লোক-রক্ষার্থে
শক্ত ও সঙ্ঘর্ষী হ'তে হবে—
যোগ্যতাসত্ত্বেও তা'কে তাচ্ছিল্য করা
বা প্রস্তুতিতে উদাসীন থাকা
সত্যেরই অপলাপ করা—
হিংসাকেই আমন্ত্রণ করা ব্যাপকতায়,

তেমনতর স্থলে যদি তুমি
অপরিণামদর্শীর মত
প্রীতিকাতর তত্ত্ববার্ত্তিক হ'য়ে চল—
আর, তা' যদি বিনাশ ও বিধ্বংসকেই
আমন্ত্রণ ক'রে থাকে—
তবে তুমি ঐ পাপেরই
প্রশ্রয়ী প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নও,
আবার, যেখানে সৌহার্দ্দ্য, প্রীতি ও প্রেমের
সেবামুখর বিনীত অভিনন্দনায়
আত্মীকৃত ক'রে
আত্ম ও লোক-রক্ষাকে
উচ্ছল ক'রে তুলতে পার—
প্রত্যয়ী অভিদীপনায়—
সেখানে তা'ই কিন্তু সত্য, প্রেম ও অহিংসা ;
দেশ-কাল-পাত্রানুপাতিক
অবস্থাকে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে
যা' ক'রেই হোক
সত্তার বিরোধী যা' নিরোধ কর তা'কে—
সত্য নির্ব্বিরোধে তোমাকে
অভিনন্দিত ক'রে তুলবে। ১৯৮৯।
১০।৪।৫০, রাত্র ৯-১০

আর্ত্ত যা'রা, দুঃস্থ যা'রা
রুগ্ন যা'রা, মুমূর্ষু যা'রা
বুভুক্ষু যা'রা—
এগিয়ে চল তা'দের কাছে,
আশার বাণীতে প্রাণশক্তিকে

দৃপ্ত ক'রে তোল,
তা'দের অবসন্ন দেহকে অঙ্কে তুলে নাও,
তড়িৎ-দক্ষতায় ক্ষিপ্র চকিতে
এমন ব্যবস্থিতির সমাবেশ কর—
যা'তে তা'রা প্রাণ পায়,
উঠে দাঁড়াতে পারে,
যত পার, মৃত্যুর করাল ছায়াকে সরিয়ে দিয়ে
জীবনের আলোকপাত ক'রে
দীপন-সৌজন্যে
মমত্বের উদ্‌গাতা হ'য়ে
তৃপ্তি সিঞ্চন কর তা'দের অন্তরে—
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ-অনুরঞ্জনায়,
বাঁচাও, প্রাণবান ক'রে তোল তা'দের—
যা'র যেমন প্রয়োজন
তেমনি পরিপোষণ দিয়ে,
তোমার পরিস্থিতিকেও
ঐ ব্রতে উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
তা'রাও যেন তোমার মত
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
সক্রিয় কর্ম্মতৎপরতায়
একটা সমবায়ী শক্তিদীপনায়,
হাসি ফুটাও তা'দের মুখে,
আশা দাও তা'দের বুকে,
প্রাণন-পরিচর্য্যায় জীয়ন্ত ক'রে
শরীরে, মনে, জীবনে
সামর্থ্যের সঞ্চার ক'রে তোল,
সঙ্গে-সঙ্গে ইষ্টানুগ বোধন-তৎপরতায়

যোগ্যতায় যুক্ত ক'রে তোল—
একটা স্বাবলম্বী, সহযোগী
সানুকম্পী সক্রিয় অনুকম্পনায়
এমনি ক'রেই প্রতি পদে-পদে
তোমার সেবা যেন
সার্থকতামণ্ডিত হ'য়ে ওঠে,
দুটো অন্নজল দিয়েই
তোমার সেবাব্রতকে
সাঙ্গ ক'রে তুলো না ওখানেই,
তা'দের জীবনের অধিকারী ক'রে তোল,
উপচয়ী শ্রম-তৎপরতায়
সামর্থ্যবান ক'রে
সম্পদের অধিকারী ক'রে তোল,
তুমি সবারই স্বার্থ হ'য়ে দাঁড়াও—
প্রাণবন্ত, সহৃদয়ী, সক্রিয় সেবামুখর
আচার, ব্যবহার, ভাবভঙ্গীতে,
শ্রদ্ধাবনত অন্তরে
প্রতিপ্রত্যেকেই তা'রা যেন
তোমারও স্বার্থ হ'য়ে ওঠে—
প্রিয়পরম আশিস-উচ্ছলায়
আবির্ভূত হউন তোমার অন্তরে। ১৯০।

১১।৪।৫০, বেলা ৯-৪০